বনিয়াদী শিক্ষা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ, বি-টি
স্কুল পরিদর্শক, তমলুক

জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় মুদ্রণ
চৈত্র, ১৩৫৬
মূল্য তিন টাকা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

সত্য ও অহিংসার দেবদূত, জ্ঞান ও

প্রেমের অশোকস্তম্ভ, নবযুগের দধীচি,

ভারতীয় জাতির জনক মহাত্মা

গান্ধীর পুণ্যস্মৃতির

উদ্দেশে

নিবেদন

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবাসীর স্কন্ধে গুরুতর দায়িত্বভার আসিয়া পড়িয়াছে ; এ দায়িত্ব হইতেছে দেশকে সম্পদশালী, শক্তিমান করিয়া গড়িয়া তোলার দায়িত্ব। সকল সভ্যদেশেই ইহা পরীক্ষিত ও স্বীকৃত হইয়াছে যে, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, তেজোদৃপ্ত মানুষই দেশের প্রকৃত সম্পদ। তাই জাতিগঠনের উপাদানগুলির মধ্যে শিক্ষা সর্বপ্রধান। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা আর অবহেলার বিষয় হইয়া থাকিবে না। লোকায়ত্ত গভর্ণমেণ্ট শিক্ষাসংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ। ইহার মূল দৃঢ় ও সবল হওয়া আবশ্যক। গান্ধীজী ভারতের বাস্তব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে বনিয়াদী শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় পূর্ণ।

বাংলা ভাষায় লিখিত বনিয়াদী শিক্ষাসংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ একখানা পুস্তকের অভাব অনুভব করায় এই পুস্তকের পরিকল্পনা মনে আসে। আমার সহকর্ম্মী বন্ধুবর শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ধর, বি-এ, বি-টী, এ পুস্তক রচনায় এবং মুদ্রণ-ভ্রম সংশোধন ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রীতির প্রতিদান দিতে চাই না। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সুপণ্ডিত অধ্যাপক পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের বর্ত্তমান সহকারী ডিরেক্টর এবং বনিয়াদী শিক্ষার স্পেশাল অফিসার শ্রীফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, এম-এড (লিডস্) বহু কাজের মধ্যেও পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত

করিয়াছেন। তাঁহাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি। আমার অগ্রজপ্রতিম সুহৃৎ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ—যিনি নিজেও একজন কৃতবিদ্য শিক্ষাবিদ্—এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া সক্রিয় উৎসাহদানে আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। ইহাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তকের কোন কোন অংশ প্রবাসী ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনর্মুদ্রণের অনুমতির জন্য ঐ সব পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পুস্তকখানিকে তথ্যবহুল এবং পূর্ণাঙ্গ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। বাঙলা দেশের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ্ এবং জনসাধারণের বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধীয় কৌতূহল সামান্য পরিমাণে মিটাইতে পারিলেও শ্রম সার্থক মনে করিব।

তমলুক
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সূচী

ভূমিকা

বনিয়াদী বা বুনিয়াদী কথাটি নূতন নয়। বংশ (বা ঐ অর্থে 'ঘর') শব্দের বিশেষণরূপে ইহা আভিজাত্যব্যঞ্জক। শিক্ষার বিশেষণরূপে ইহার প্রচলন অতি আধুনিক। কেন্দ্রীয় শিক্ষাসংক্রান্ত পরামর্শদাতৃসমিতির বিবরণে উল্লিখিত 'বেসিক' শব্দের বঙ্গানুবাদেই বোধ হয় বুনিয়াদী শব্দের বর্ত্তমান প্রচলনের সূত্রপাত।

"বুনিয়াদী শিক্ষা" কথাটি শুনিলেই স্বতঃই মনে হয় ইহা বুঝি সেই শিক্ষা যাহা ইমারতের বুনিয়াদের মত শিক্ষাসৌধের একেবারে গোড়ার ব্যাপার—যাহা না হইলে উচ্চ শিক্ষা হইতে পারে না, অথবা যাহা উচ্চশিক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় আরম্ভিক শিক্ষা। কিন্তু এ অর্থ বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ নয়। যদি হইত তাহা হইলে ইহা শিক্ষা ব্যাপারের একটি অসম্পূর্ণ নিম্নতম স্তরমাত্রে পর্য্যবসিত হইত। বুনিয়াদী বা 'বেসিক' শব্দের আর একটি অর্থ আছে যাহা আমরা বেসিক ইংরাজীর মধ্যে পাই। সে অর্থ এই যে, যেমন পুরোপুরি ইংরাজী না শিখিয়াও মাত্র অল্পসংখ্যক শব্দের ব্যবহার শিখিয়া স্বল্পশ্রম অল্পায়াসে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয় তেমনি জ্ঞানরাজ্যের পুরোপুরি খবর রাখিবার জন্য সুদীর্ঘ কালের বহুবিচিত্র শিক্ষালাভ

না করিয়াও নাগরিক জীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ ও সামাজিক জীবনযাপনের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার মত জ্ঞানলাভের জন্য স্বল্পসময়ে ও স্বল্পায়াসে যে অবশ্যগ্রহণীয় শিক্ষা তাহাই বেসিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা।

এই পুস্তকের গ্রন্থকার আমার সুপরিচিত। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত 'নয়ী তালীমে'রই বিবরণ। বুনিয়াদী শিক্ষা যে সব সময়েই 'নয়ী তালীম' হইবে তাহা নহে। অধিকাংশ সভ্যদেশেই বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে যদ্দ্বারা দেশের সর্ব্বসাধারণের জন্য অবশ্য গ্রহণীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, যে শিক্ষা না থাকিলে সভ্যদেশের নাগরিক জীবন যাপনের যোগ্যতা মানুষের হয় না। কিন্তু ইহাদের কোনটীই 'নয়ী তালীম' নহে। 'নয়ী তালীম' একটি বিশেষ বুনিয়াদী শিক্ষা। ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে নারায়ণবাবু এই পুস্তকে যাহা যাহা বলিয়াছেন তারপরে আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে অনেকে মনে করেন যে, মামুলী শিক্ষা জ্ঞানমূলক এবং এই নূতন শিক্ষা কর্ম্মমূলক এই বলিলেই সব বলা হইল। কিন্তু ইহা সত্য নয়। মামুলী শিক্ষা জ্ঞানমূলক বা পুঁথিগত এবং 'নয়ী তালীম' কর্ম্মমূলক বা দস্তকারী শিক্ষা একথা বাহ্যিক জিনিষ। আসলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই শিক্ষার্থীর গুণবিকাশ—তাহার চরিত্রের বিভিন্ন সদগুণের উপচয় সাধন ও তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এই

উদ্দেশ্যের সাধন হিসাবে মামুলী শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ফলপ্রসূ হইত তাহা হইলে ইহা পুঁথিগত বলিয়াই বর্জ্জনীয় হইত না। এবং দস্তকারী শিক্ষা যদি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র সূতাকাটা শিক্ষা দেয় তাহা হইলে শুধু গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত বলিয়াই ইহা আদৃত হইবে না। মামুলী শিক্ষা অচল বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। নূতন পথ খুঁজিতেই হইবে। গান্ধীজী যে পথের সন্ধান দিয়াছেন তাহার খোঁজে বহুলোক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেই পথের কিছু খবর নারায়ণবাবু বাঙ্গালী পাঠকের জন্য আনিয়াছেন। আমি আশা করি তাঁর আগ্রহ অনাদরে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

শ্রীফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গোড়ার কথা

প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী বৃটিশ রাজত্বকালে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে দারুণ বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। দেশবাসীর জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিদেশী শাসনের কুফল ফলিয়াছে; অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই ইহা হইয়াছে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা, পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাচুর্যবিধান, স্বাস্থ্যকর গৃহের পরিবেশে সুরুচিসম্মত জীবন যাপনের সুযোগ দান, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, জ্ঞানে ঐশ্বর্যে দেশবাসীকে সমষ্টিগতভাবে উন্নত করিয়া তোলা আদর্শ রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষে ইহার বিপরীত ফলই ফলিয়াছে—জনগণের আর্থিক দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে, সুজলা সুফলা দেশে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক রাজপথে শুকাইয়া মরিয়াছে, অর্ধাহারে ও খাদ্যে পুষ্টির অভাবে সমগ্র জাতি স্বল্পায়ু ও ক্ষীণ হইয়াছে, প্রতিষেধ্য ব্যাধি মহামারী হইয়াছে আমাদের নিত্যসঙ্গী; শিক্ষার অভাবে সমাজের বিরাট অংশ আলোকহীন, ম্রিয়মাণ, দুর্বল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় সাধারণ ভারতবাসীর জীবন বন্যপশুর স্তর হইতে খুব বেশী উন্নত হয় নাই। ইহার কারণ

অনুসন্ধান করিতে খুব বেশী দূর যাইতে হইবে না। ইংরাজরা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা ব্যবসায়ী, প্রজানুরঞ্জক শাসক নয়। শিল্পপ্রধান দেশ ইংলণ্ডের কলকারখানায় যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেগুলি বিক্রেয়ের জন্য বিরাট বাজারে পরিণত করা হইয়াছিল ভারতবর্ষকে। ভারতবাসী কাঁচামাল উৎপাদন করিবে ও বিলাতে প্রস্তুত মাল কিনিবে, ইহাই ছিল ইংরাজের কাম্য। এরূপ ক্ষেত্রে এদেশের শিল্পবাণিজ্য ইংরাজ বণিকদের পক্ষে বাধা স্বরূপ হওয়ায় ইংরাজ শাসক ধীরে ধীরে এবং নির্মমভাবে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য ধ্বংস করিয়া ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। কুটীর শিল্প লোপ পাইয়াছে; ইহার ফলে যাহারা একসময়ে স্বোপার্জিত অর্থে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছিল তাহাদিগকে পুরুষপরম্পরাগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বেকার হইতে হইয়াছে। যে জিনিস পূর্বে দেশেই প্রস্তুত হইত তাহার পরিবর্তে বিদেশীয় মাল কিনিতে হইয়াছে; সমাজের বেশীর ভাগ লোকের একমাত্র নির্ভর হইয়াছে কৃষি কিন্তু জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির কোন আয়োজন হয় নাই। একদা-শস্যশালিনী ধরিত্রী এই অনাদর উপেক্ষার প্রতিশোধ নিয়াছেন শস্যহীনতায়, ফসলের রিক্ততায়। আহার দান না করিয়া গাভীকে তো চিরদিন দোহন করা চলে না!

শিক্ষাক্ষেত্রেও এই অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের জের চলিয়াছে; ইহার প্রতিকারের সফল চেষ্টা হয় নাই। ইংরাজি শিক্ষার

প্রবর্তনে, ইংরাজি সাহিত্য দর্শনের মারফৎ বিশ্বসভ্যতার সংস্পর্শ লাভ করায় ভারতীয় সমাজের উচ্চস্তরে রাজনৈতিক চেতনা প্রবল হইয়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন মুক্তি-সংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা কল্যাণকর হইয়াছে সত্য, কিন্তু শিক্ষার সুফল হইতে জনসাধারণ বঞ্চিত হইয়াছে। তাহার কারণ, ইংরাজ আমলের শিক্ষা দেশবাসী আপামর সাধারণের জীবনের উপযোগী করিয়া রচিত হয় নাই; তাহাদের বিভিন্ন মানসিক শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া অর্থোপার্জনে সক্ষম নাগরিক গড়িয়া তোলার কোন প্রয়াস শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ছিল না। বিদেশী শাসকসম্প্রদায়কে শাসনকার্যে সহায়তা করিবার উপযুক্ত মসীজীবী তৈয়ার করাই ছিল ইংরাজ শাসকের লক্ষ্য; মিশনারীদের লক্ষ্য ছিল ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্মেরও বিস্তার সাধন। ইংরাজ আমলের বন্ধ্যা শিক্ষাব্যবস্থা তাই কেরাণীকুল সৃষ্টি করিয়াছে, নিপুণ শিল্পব্যবসায়ী সৃষ্টি করে নাই, পুঁথিগত বিদ্যা দান করিয়াছে, অর্থ উপার্জনের বিদ্যা শিখায় নাই। কৈশোর ও যৌবনের কতকটি মূল্যবান্ বৎসর শিক্ষায়তনে কাটাইয়া, প্রথম জীবনের প্রাণচঞ্চল উন্মাদনাপূর্ণ দিনগুলি শিক্ষার বেদীমূলে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া হীনস্বাস্থ্য, রিক্তবিত্ত যুবকগণ জীবনে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া অর্থোপার্জনে অক্ষমতার দরুণ অসহায় হইয়া পড়ে। ইহার চেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা আর কি হইতে পারে?

শিক্ষার এই শোচনীয় ব্যর্থতা প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিল। শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে সকল সরকারী রিপোর্ট রচিত হইল, অর্থাভাবের ওজুহাতে সে সবই সরকারী দপ্তরখানায় ধামাচাপা পড়িয়া থাকিল। সরকার গতানুগতিক শিক্ষাধারার পরিবর্তে দেশের পক্ষে কল্যাণকর কোন শিক্ষার পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে পারিলেন না। ইহার জন্য যে দরদ, আন্তরিকতা ও বলিষ্ঠ দেশপ্রীতির প্রয়োজন বিদেশী শাসকের কাছে তাহা আশা করা যায় না। এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয় মহাজাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অনন্যসাধারণ ধীশক্তি, দূরদৃষ্টি ও বাস্তবনিষ্ঠা শিক্ষাসমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করিলেন।

১৯৩৭ সালে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে গান্ধাজী জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য 'হরিজন' পত্রিকায় শিক্ষা-পুনর্গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি লিখিলেন ঃ

সরকারী তহবিল হইতে অজস্র টাকা খরচ করিয়া নূতনভাবে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আশায় বসিয়া থাকিলে আমাদের আশা সুদূরপরাহত হইতে বাধ্য; দুই এক পুরুষের মধ্যে এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই আমার প্রস্তাব এই যে, শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করিতে হইবে। শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। অক্ষর পরিচয় বা পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার চরম লক্ষ্য নয়, বা প্রাথমিক লক্ষ্যও নয়; ইহা মানুষকে

শিক্ষাদানের একটি উপায় মাত্র। কাজেই আমি একটি প্রয়োজনীয় হস্তশিল্প বা বৃত্তির মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করার পক্ষপাতী। ইহার ফলে বিদ্যাশিক্ষার সূচনা হইতেই শিশু কিছু জিনিস তৈয়ার করিতে সক্ষম হইতেছে। এইসব বিদ্যালয়ে-প্রস্তুত দ্রব্যাদি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিলে বিদ্যালয়-গুলিকে অর্থের দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল করা সম্ভব।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে মন এবং আত্মার সর্বাধিক পরিপূর্ণতালাভ সম্ভবপর। শুধু প্রত্যেক বৃত্তি বা শিল্প যান্ত্রিকভাবে (mechanically) না শিখাইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হইবে অর্থাৎ শিল্পসংক্রান্ত প্রত্যেকটি জিনিস কেন, কোথা হইতে, কেমন করিয়া আসিল ছাত্ররা তাহা জানিয়া লইবে। এই বিষয়ে আমি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই লিখিতেছি, কেননা ইহাতে আমার অভিজ্ঞতার সমর্থন রহিয়াছে। কর্মীদিগকে সূতাকাটা শিক্ষা দিবার কালে মোটামুটিভাবে এই প্রণালীই অবলম্বন করা হইতেছে। আমি নিজে এই প্রণালীতে পাদুকা প্রস্তুত করা এবং সূতাকাটা শিখাইয়া সন্তোষজনক ফল পাইয়াছি। এইভাবে শিক্ষার সঙ্গে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষাও বাদ পড়িবে না। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি, মুখে মুখে এ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান শিক্ষা দিয়াই সুফল পাওয়া যায়। বই পড়াইয়া এবং লিখাইয়া যতটুকু শিখানো যায়, সেই সময়ে প্রায় তাহার দশগুণ বেশী শিখানো যায় মৌখিক প্রণালীতে। একটু

বেশী বয়সে শিশুর বোধশক্তি কিছু বেশী হইলে তাহাকে বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা দেওয়া চলে। এ প্রস্তাব বৈপ্লবিক কিন্তু এই নূতন প্রণালীতে বহু পরিশ্রম লাঘব করিয়া ছাত্রকে এক বৎসরে এমন বিষয় শিখাইতে পারা যায় যাহা আয়ত্ত করিতে, তাহার অনেক বৎসর লাগিত।'

প্রাথমিক শিক্ষার উপরই গান্ধীজী সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে

(১) প্রাথমিক শিক্ষা হইবে ইংরাজী শিক্ষা বাদে বর্তমান প্রবেশিকা শ্রেণীর সমান; কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া প্রবেশিকা মানের অন্যান্য সকল বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হইবে। এ শিক্ষাদান চলিবে ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার জন্য;

(২) এই শিল্পকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা আর্থিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী হইবে অর্থাৎ ছাত্রগণ কর্তৃক প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য-বিক্রয়লব্ধ অর্থে শিক্ষকের বেতন সংকুলান হওয়া চাই।

গান্ধীজীর এই যুগান্তকারী প্রস্তাবে ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌মহলে তুমুল আলোড়ন সুরু হইল। যে বিরাট মূঢ়তার ভারে দেশবাসী মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা অপসারণ করিতে এইরূপ প্রবল ধাক্কারই প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রের চিন্তানায়কগণ মহাত্মাজীর পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হইবার সুযোগ প্রার্থনা করিলেন। ১৯৩৭ সালে মাড়োয়ারী শিক্ষা সংসদের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে

এই সুযোগ পাওয়া গেল। ২২শে এবং ২৩শে অক্টোবর নবভারত বিদ্যালয়ে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। সমাগত শিক্ষাবিদগণকে সুস্বাগত জানাইয়া তিনি তাঁহার শিক্ষাপ্রস্তাবের খোলাখুলি এবং বিশদ্ আলোচনা করিয়া জাতীয় জীবনের অনুকূল বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি বলিলেন ঃ

'যে প্রস্তাব আজ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে যাইতেছি তাহার ভাব একদিক দিয়া সম্পূর্ণ নূতন, অন্ততঃ আমার কাছে, যদিও এ সম্বন্ধে আমার পুরানো অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। আমার প্রস্তাব প্রাথমিক ও কলেজীয় শিক্ষা সম্পর্কে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেই আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করিব। মাধ্যমিক শিক্ষাকেও আমি প্রাথমিকের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি, কারণ ১৯১৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রায় সাত লক্ষ গ্রামের অধিকাংশই আমি দেখিয়াছি, এবং দেখিয়াছি যে, পল্লীর অধিবাসীর এক ক্ষুদ্র অংশ যে সামান্য বিদ্যা পাইয়াছে তাহা প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভারতীয় গ্রামের অবস্থা বোধ হয় আমার মত আর কেহ দেখেন নাই ; দক্ষিণ আফ্রিকার পল্লীজীবন সম্বন্ধেও আমার অভিজ্ঞতা আছে। ভারতের পল্লীতে যে প্রকারের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে সে সম্বন্ধেও আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল আছি। এখন সেবাগ্রামে আশ্রম করিয়া জাতীয় শিক্ষার সমস্যা আরো ঘনিষ্ঠ-

ভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, গ্রামের উন্নতি করিতে হইলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা একত্র করিতে হইবে। কাজেই যে শিক্ষার পরিকল্পনা আমি দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করিতে চাই তাহা প্রধানতঃ গ্রামের জন্যই। কলেজের কোন অভিজ্ঞতা আমার নাই কিন্তু কলেজে শিক্ষিত বহু যুবকের সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি ; তাহাদের সঙ্গে মনখোলা আলোচনায়, চিঠিপত্র আদানপ্রদানে তাহাদের প্রয়োজন, তাহাদের দুর্বলতা, তাহাদের রোগ কি তাহাও আমি জানি। প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা হইলে মাধ্যমিক এবং কলেজীয় শিক্ষা সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া আসিবে।

'আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা শুধু অপচয়পূর্ণ নয়, নিশ্চিতরূপে ক্ষতিকরও। অধিকাংশ ছাত্র তাহাদের পিতার বংশপরম্পরাগত জীবিকার্জনের বৃত্তি গ্রহণ করে না ; তাহারা কুঅভ্যাসে অভ্যস্ত হয়, সহুরে জীবন অনুকরণ করে, কোন কোন বিষয়ের অতি অগভীর ভাসাভাসা জ্ঞানলাভ করে, তাহাকে আর যাহাই বলা হউক, শিক্ষা বলা চলে না। তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার রূপ কি হইবে ? আমার মনে হয় হাতের কাজের মধ্যে দিয়া শিক্ষা দিলেই ইহার প্রতিকার সম্ভব। এ বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালে ক্যালেনবাকের নিকট হইতে কাঠের কাজ এবং জুতা তৈয়ার করা শিখিয়াছিলাম। আমার ছেলে এবং অন্যান্য কতকগুলি বালককে আমি এই কাজের মধ্যে দিয়া

শিক্ষা দিয়াছিলাম; সে শিক্ষা তাহাঁদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় নাই।

'আজ যে শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থিত করিতেছি, তাহাতে কোন শিল্পকে পুঁথিগত সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে জুড়িয়া দিবার চেষ্টা করি নাই। আমি চাই সমগ্র শিক্ষাই কোন শিল্প বা বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া দেওয়া হউক। বলা হইতে পারে যে, কেবল মধ্যযুগেই ছাত্রদিগকে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইত; কিন্তু তখন জীবিকা অর্জনের জন্য শিল্প বা বৃত্তি সাধারণ শিক্ষাদানের কাজে লাগানো হয় নাই; শিল্প হিসাবেই শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, ইহার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করা হয় নাই। বর্তমান যুগে শিল্পব্যবসায়ীর সন্তানগণ তাহাদের বংশগত শিল্প ছাড়িয়া কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়াছে, গ্রামও ত্যাগ করিয়াছে। ফলে, অধিকাংশ গ্রামেই এখন আর দক্ষ মিস্ত্রী বা লোহার কামার পাওয়া যায় না।....

'কেবল শিল্পের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদানই বর্তমানের প্রাথমিক শিক্ষার গলদের একমাত্র ঔষধ। শিল্পের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয় কেমন করিয়া আসিবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ তক্‌লিতে সূতাকাটা শিল্প হিসাবে গ্রহণ করুন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের তূলা, বিভিন্ন প্রদেশে তূলা উৎপাদনের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের মাটি, বৃটিশ আমলে কুটির শিল্পের বিকাশের ইতিহাস, ইহার রাজনৈতিক কারণ, অঙ্কের জ্ঞান প্রভৃতি আসিবে এবং ছাত্রগণ শিক্ষা করিবে। আমার অল্পবয়স্ক পৌত্রকে আমি

এই প্রণালীতে শিক্ষা দিতেছি; সে হাসিতেছে, খেলাধূলা করিতেছে, গান করিতেছে, বুঝিতে পারিতেছে না যে, তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। আমি তকলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি, কারণ ইহার শক্তি ও মনোহারিত্ব আমি অনুভব করিয়াছি, কারণ বয়নশিল্পকে সমগ্র ভারতে প্রসার করা যায়, কারণ তকলি খুব ব্যয়সাধ্য নয়। আপনারা যদি অন্য কোন শিল্প প্রবর্তন করিতে চান তবে বিনা সংকোচে সে কথা ব্যক্ত করিবেন যাহাতে আমরা তাহা বিবেচনা করিতে পারি।'

'কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট আমার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি। ইহা গ্রহণ করা বা বর্জন করা তাঁহাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ। কিন্তু উপদেশ এই যে, তকলিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রাথমিক শিক্ষা গড়িয়া তোলা আবশ্যক। প্রথম বৎসর তকলির মাধ্যমেই সমস্ত বিষয় শিখাইতে হইবে; দ্বিতীয় বর্ষে অন্য উপায় গ্রহণ করা চলে। তকলির সাহায্যে কিছু অর্থোপার্জনও সম্ভব হইবে। কারণ ছাত্রদের প্রস্তুত বস্ত্রের নিশ্চয়ই চাহিদা থাকিবে, অন্ততঃ ছাত্রদের পিতামাতাই তাহাদের প্রস্তুত বস্ত্রাদি কিনিয়া লইবে। সুতাকাটা ও বয়নশিল্পের জন্য আমি সাত বৎসরের পাঠক্রম চিন্তা করিয়াছি; এই সূত্রে তাহারা হাতেকলমে রঙ্ করা, নক্সা বা ডিজাইন প্রস্তুত করা প্রভৃতিও শিখিবে।

'ছাত্রগণকর্তৃক প্রস্তুত জিনিস বিক্রয়ের দ্বারা শিক্ষকের খরচ সংকুলানের দিকে আমার বিশেষ ঝোঁক রহিয়াছে কারণ আমার

স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, এই উপায় ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই কোটি কোটি শিশুর শিক্ষা সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। কবে আমাদের উপযুক্ত রাজস্ব আদায় হইবে এবং কবে বড়লাট সামরিক ব্যয় সংকোচ করিবেন তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারি না। আপনারা মনে রাখিবেন যে, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাথমিক নিয়ম, খাদ্যের পুষ্টি বিজ্ঞান, স্বাবলম্বন, গৃহে পিতামাতার সাহায্য করা এ সমস্তই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান ছাত্র সম্প্রদায়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বোধ অত্যন্ত কম; স্বাবলম্বন নাই, দৈহিক শক্তিতে তাহারা দুর্বল। আমি গানের সঙ্গে আবশ্যিক ভাবে শরীর চর্চা, কসরৎ ইত্যাদি প্রবর্তনের পক্ষপাতী।'

বর্তমানের প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, কাজেই অস্বাভাবিক। চার বৎসরের পুঁথিগত শিক্ষাদানের ফলে যে সাধারণ জ্ঞান ছাত্রেরা লাভ করে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয় না। কাজেই তাহাকে বিদ্যা বলা চলে না। দৈহিক সামর্থ্য ও মানসিক শক্তির পরিপুষ্টি সাধন এরূপ শিক্ষাব্যবস্থায় আশা করা যায় না। বালককে কর্মজীবনে উপার্জনক্ষম হওয়ার যোগ্য করিয়া তুলিতে পারে না বলিয়া প্রাথমিক শিক্ষা পল্লীবাসীর কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠে নাই। যে শিক্ষায় মানুষকে অর্থ উপার্জনে সক্ষম করে না তাহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা থাকিবে কেন!

শিক্ষাব্যবস্থার গলদ নিরূপণ করিয়া নিপুণ বৈদ্যের মত গান্ধীজী যে শিক্ষাপ্রণালীর নির্দেশ দিলেন তাহার মধ্যে রোগ

প্রতিকারেরর উপায় রহিয়াছে। কোন শিল্পকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করা হইলে ৭ বৎসরের মধ্যে ছাত্র এতখানি পটুতা অর্জন করিবে যাহাতে শিক্ষা সমাপ্তির পর তাহাকে বেকার হইতে হইবে না। এই শিল্প শিক্ষাই কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য নয়—ইহার মাধ্যমে ইতিহাস, ভূগোল, মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ও সে আয়ত্ত করিবে। ফলে 'মানসিক শক্তি-সমূহের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভবিষ্যতের অন্ন সংস্থানের জন্য প্রস্তুতিও চলিবে। অধিকন্তু বিদ্যালয়গুলি আর্থিক দিক্ দিয়া স্বাবলম্বী হইলে অর্থাভাবের দরুণ শিক্ষা সংস্কাব ব্যাপাবে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারও একটা সুবাহা হইয়া যাইবে। গান্ধীজীর মতে আর্থিক স্বাবলম্বনই হইবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যোগ্যতার অগ্নি পরীক্ষা।

সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষাব্রতী ও কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ গান্ধীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক্ লইয়া আলোচনা করিলেন। সকলেই একবাক্যে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর শোচনীয় ব্যর্থতা স্বীকার করিলেন এবং অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, হাতের কাজ অর্থাৎ শিল্পক্রিয়ার সহযোগে শিক্ষাদান করাই শিশু-মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পন্থা। সে বিবেচনায় গান্ধীজী প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা একই সঙ্গে একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে ; কারণ ইহাদ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে ভবিষ্যৎ উপার্জনক্ষম হইবার যোগ্য শিক্ষাও দেওয়া হইতেছে। ছাত্রকে বাস্তবজীবনের সঙ্গে প্রথম হইতেই

পরিচিত করানোর ফলে শিক্ষা তাহার কাছে জীবন্ত ও প্রয়োজনীয় মনে হইবে।

ছাত্রের উপার্জিত অর্থ দ্বারা শিক্ষার খরচ নির্বাহ করার প্রস্তাবে কেহ কেহ, বিশেষ করিয়া অধ্যাপক কে, টি, শা আপত্তি উত্থাপন করেন। গান্ধীজীর পরিকল্পনায় আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

'শিক্ষার আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ আমার কাছে কঠিন বলিয়া মনে হয়। কারণ, বিনা পরিশ্রমেও যদি কেহ শিক্ষকতা করে ভরণপোষণের জন্য তাহাকে নিজের খরচ বহন কবিতে হইবেই। শিক্ষার জন্য সরকার কিছু খরচ করিবে না, এটা অন্যায় ; অবশ্য আমার বিশ্বাস শিক্ষার জন্য বর্তমান খরচ কমানো চলে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল বহুলাংশে বাড়ানো চলে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রচুর অপচয় হইতেছে এবং শতকরা ২০ ভাগেরও কম ছাত্র প্রাথমিকের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছে। দেখা যায় গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেরা কিছুদিন পরেই অর্জিত শিক্ষাটুকু ভুলিয়া নিরক্ষরের দলে মিশিয়া যায়।

'ডক্টর জাকির হোসেন বলিয়াছেন যে, গান্ধীজীর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক নয় অর্থাৎ সকল শিক্ষাবিদই হাতের কাজের কার্যকারিতা ও সুফল স্বীকার করেন। কিন্তু কোন হস্তশিল্পের মারফৎ শিক্ষাদানের খরচ উৎপাদিত দ্রব্যের তুলনায় বহু গুণ বেশী পড়িবে। আমরা চাই বর্তমানে শিক্ষাখাতে যে খরচ হইতেছে তদ্দ্বারাই যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষার সুব্যবস্থা হোক।

আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে এবিষয়ে একমত হইবেন যে, বারো অথবা তেরো বৎসর বয়সে বালকবালিকাদের বুদ্ধিশক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়। সেই বয়সে তাহাদিগকে যাহা শিখানো হয় তাহাই তাহারা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। কাজেই এমন পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন যাহাতে নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত সকল বালকবালিকাকে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়; তাহাদের ব্যক্তিগতভাবে আত্মবিকাশের সুযোগও দিতে হইবে।

'হাতের কাজের উপর জোর দেওয়া ভালই কিন্তু আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বাস করিতেছি। কাজেই হস্তশিল্পের উপর অত্যধিক নজর দিতে গিয়া আমরা যদি যন্ত্রকে বর্জন করি তাহা হইলে ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হইবে না। অর্থের উৎপাদন বেশী করিতে পারেন কিন্তু ইহার ন্যায়সঙ্গত বণ্টনই সমস্যা। হাতের কাজে আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আমি চাই না যে, যন্ত্র একেবারে বিতাড়িত হোক, কারণ যন্ত্র মানুষের শক্তির অপচয় নিবারণ করে।

'শিক্ষার আর্থিক স্বাবলম্বনই যদি আপনারা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন তবে মন্ত্রিগণ স্বভাবতঃই ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন এবং তাহার ফলে এই হইবে যে, বর্তমানের তোতা পাখীর মত মুখস্থ করানোর পরিবর্তে অতিরিক্ত কাজের চাপ দিয়া ছাত্রদের দ্বারা বেশী উৎপাদনের চেষ্টা ধীরে ধীরে

কায়েম হইয়া বসিবে এবং শিক্ষার আদর্শ পিছনে পড়িয়া থাকিবে। সারা দেশে এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে ইহার খারাপ ফল কি ভীষণ হইবে তাহা অনুমান করিতেই পারিতেছেন। ভারতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি শিশু আছে। ইহারা সকলেই যখন বাজারে বিক্রয়যোগ্য মাল উৎপাদন করিতে থাকিবে তখন বাজারের অবস্থা কি হইবে? ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে কাঁচা মাল দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জিনিস বিক্রয়ের সকল সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে। ইহার ফল হইবে কুটির শিল্পদ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জন করে তাহাদের সঙ্গে অসম এবং অসঙ্গত প্রতিযোগিতা। অতএব ইহার প্রকৃত সমাধান হইবে বিদেশজাত সকল জিনিসের আমদানী বন্ধ করা এবং যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য উৎপাদন। আমার মনে হয় রাষ্ট্রের শিক্ষার ব্যয় বহন করা এবং স্কুলের উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করা উচিত। আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, শিক্ষার যাবতীয় খরচই ছাত্রগণ বহন করিবে।'

শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে অধ্যাপক শা'র অভিমতের সমালোচনা হয়। বিদ্যালয়ের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্ভবপর এবং বাঞ্ছনীয় ইহা অনেকেই সমর্থন করিলেন। অবশেষে মহাত্মাজী শেষ ভাষণে বলেন :

'আমার প্রস্তাব আলোচনার পর একটি প্রশ্ন উঠে : আমরা কি বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখিয়া দিব? 'হাঁ' বলিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। তবে এ

সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত মন্ত্রীরাই গ্রহণ করিবেন। আমার মনে হয় বর্তমান শিক্ষকগণ যদি আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তবে বিদ্যায়তনগুলিকে ঢালিয়া নূতন করিয়া সাজাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। যেখানে কোন বিদ্যালয় নাই সেখানে নূতন ধরণের শিক্ষায়তন সহজেই গড়িয়া তোলা যাইবে। আমি নিজে এই ধরণের বিদ্যালয় সেবাগ্রামে ও ওয়ার্ধায় পরিচালনা করিব।

'শুনিলাম আমার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কাহারো কাহারো মনে এখনো সন্দেহ রহিয়াছে। তাহা প্রকাশ করিলে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিতে পারি। অধ্যাপক কে, টি, শা'র ভয় অমূলক, কেননা ভারতের প্রায় ৭ লক্ষ গ্রামের সকলটিতেই একই সঙ্গে নূতন ধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের সম্ভাবনা নাই। এই শিক্ষা সার্বজনীন ও আবশ্যিক করিবার পূর্বে কতকগুলি পরীক্ষা-মূলক বিদ্যালয়ে ইহার উপকারিতা প্রমাণিত করিতে হইবে। যদি এই পরিকল্পনা ব্যর্থ প্রমাণিত হয় তবে কোন মহাত্মাই ইহাকে জীয়াইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু আমার এরূপ কোন আশংকা নাই, কেননা আমার মধ্যে কল্পনাবিলাসীর সঙ্গে একজন কঠোর বাস্তববাদী মানুষও রহিয়াছে।'

গান্ধীজীর নিম্নোধৃত প্রস্তাবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠিত হয় :—

(১) বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী কোন প্রকারেই দেশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। শিক্ষার উচ্চস্তরে ইংরাজী

ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ায় অল্প সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত এবং অধিক সংখ্যক অশিক্ষিত লোকের মধ্যে একটি স্থায়ী বিচ্ছেদ সৃষ্টি হইয়াছে; জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান চুয়াইয়া আসাতেও ইহা বাধাস্বরূপ হইয়াছে। ইংরাজির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রাদায়কে মানসিক দিক্ দিয়া পঙ্গু এবং স্বদেশেই বিদেশীতে পরিণত করা হইয়াছে। অর্থোপার্জনের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষিত শ্রেণীকে উৎপাদনক্ষম কাজের অযোগ্য ও দৈহিক শক্তিতে হীন করিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যাহা খরচ করা হয় তাহার সবটাই বিরাট অপব্যবহার, কেননা সামান্য যাহা কিছু শিখানো হয় ছাত্রেরা তাহা শীঘ্রই ভুলিয়া যায় এবং সহর বা গ্রামজীবনের পক্ষে তাহার মূল্য প্রায় কিছুই নাই। বেশীর ভাগ কর যিনি দেন তিনি ইহার সুফল পান না, তাঁহার সন্তানসন্ততি তো কিছুই পায় না।

(২) প্রাথমিক শিক্ষায় অন্ততঃ ৭ বৎসরের পাঠ্যক্রম করিতে হইবে এবং ইংরাজি বাদে প্রবেশিকা মান পর্যন্ত যাবতীয় সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

(৩) বালকবালিকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যথাসম্ভব লাভজনক (profit yielding) বৃত্তির মধ্যে দিয়া যাবতীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্য কথায়, বৃত্তির দুইটি উদ্দেশ্য থাকিবে—ছাত্রদিগকে তাহাদের প্রস্তুত জিনিসের বিনিময়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিতে সহায়তা করা এবং সেই

সঙ্গে বালকবালিকার অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা।

ছাত্রের উপার্জন হইতে জমি, স্কুলের ঘরদরজা, আসবাবপত্রের ব্যয় সংকুলান করিতে হইবে না।

তুলা, রেশম, পশম ইত্যাদি সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিষ্কার করা, পেঁজা, সূতা কাটা, রঙ করা, বিভিন্ন আকৃতি দান করা, টানাপোড়েন তৈয়ার করা, বয়ন, সূচিকার্য, দরজির কাজ, কাগজ তৈয়ারি, বই বাঁধানো, কাঠের আসবাব তৈয়ারি, খেলনা তৈয়ারি, রঙের কাজ প্রভৃতি কাজ খুব বেশী মূলধন বিনাই শিক্ষা কবা এবং চালু করা যায়।

গান্ধীজীর এই প্রস্তাবগুলি সমিতি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য গ্রহণ করেন :

(১) এই সম্মেলনের মতে ৭ বৎসরব্যাপী অবৈতনিক, আবশ্যিক ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হোক ;

(২) মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে ;

(৩) মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই কয়েক বৎসরে কোন লাভজনক বৃত্তি বা হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে এবং বালকের পরিবেশ বিবেচনা করিয়া যে প্রধান শিল্প নির্বাচন করা হইবে তাহার অনুষঙ্গ হিসাবে বালকের অন্যান্য শক্তির পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইবে—সম্মেলন এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছেন।

(৪) এই সম্মেলন আশা করেন যে, এই শিক্ষা ব্যবস্থা

ক্রমশঃ শিক্ষকের পারিশ্রমিকের সংকুলান করিতে সমর্থ হইবে।

শিক্ষাসম্মেলনে গৃহীত এই প্রস্তাব কয়েকটিই ভারতে বনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তি। এইগুলি অবলম্বন করিয়াই পরে বিস্তৃত পাঠতালিকা প্রস্তুত ও পাঠক্রম নির্ধারিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাত্মাজী বিদ্যালয়ের আর্থিক স্বাবলম্বনের উপর যতখানি জোর দিয়াছিলেন সম্মেলন ততখানি দেন নাই। সম্মেলন 'আশা করেন' যে, বনিয়াদী বিদ্যালয় আর্থিক বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক কিন্তু একথা বলেন নাই যে, আর্থিক সাবলম্বন লাভ করাই বনিয়াদী বিদ্যালয়ের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। জাকির হোসেন কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ে উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাজকোষে জমা দেওয়া হইবে এবং শিক্ষকগণ অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর মত সরকারী তহবিল হইতেই বেতন পাইবেন।

শিল্পকে শিক্ষার বাহনরূপে গণ্য করা হইয়াছে; উদ্দেশ্য—পল্লীর বালকবালিকারা যাহাতে কোন একটি শিল্প বা বৃত্তি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষায়ও শিক্ষিত হইয়া উঠে জাকির হোসেন কমিটি বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এ শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে এবং কিভাবে এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব তাহাও বোঝা যাইবে।

(জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট)

মূলনীতি

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী

ভারতের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর দোষ সর্বজনস্বীকৃত। অতীতে ইহা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মিটাইয়া জাতীয় শক্তিকে ঠিকপথে প্রবাহিত করিতে পারে নাই। বর্তমানে যখন স্বদেশে এবং বহির্বিশ্বে বিপুল ভাঙাগড়া চলিতেছে এবং নাগরিকদের সম্মুখে নূতন নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে তখন শিক্ষাব্যবস্থা দেশবাসীকে বাস্তব জীবনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না। ইহা বর্তমানের জীবন্ত সমস্যার সহিত সম্পর্কচ্যুত; সৃষ্টিধর্মী, প্রাণদায়িনী শক্তি ইহার মধ্যে নাই। জনসাধারণকে কার্য্যক্ষম স্বাবলম্বী নাগরিকরূপে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে ইহা অপারগ। বর্তমানের প্রতিযোগিতাপূর্ণ সমাজে হিংসা ও শোষণের পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তির উপর রচিত সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন আদর্শ ইহার মধ্যে নাই। এইজন্য এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে জাতীয় ভাবের পরিপোষক সংগঠনক্ষম কোন শিক্ষাপ্রণালী চালু করার জন্য প্রবল জনমত গঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় বালকবালিকার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা পাশ্চাত্যের শিক্ষাপ্রণালী হইতে বহুলাংশে পৃথক হওয়া স্বাভাবিক।

কারণ পাশ্চাত্য দেশ না করিলেও ভারতবাসী অহিংসাকে শান্তি এবং সর্বপ্রকারে স্বাধীনতা অর্জনের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের সন্তানসন্ততিকে শিখাইতে হইবে যে, হিংসা অপেক্ষা অহিংসাই শ্রেষ্ঠ।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব

ভারতবাসীর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনই মহাত্মাজী তাঁহার দূরদৃষ্টি এবং সংগঠন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ভারতবাসীর জাতীয় জীবন ও প্রতিভার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জনসাধারণের শিক্ষাসমস্যার সমাধান করিতে অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহার পরিকল্পনার মূলভাব এই যে, কোন ফলপ্রদ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞানদান করা হইবে। এই বৃত্তি বা শিল্প যোগ্যতার সহিত শিখাইতে পারিলে ছাত্রদের অর্জিত অর্থে শিক্ষকের বেতন সংকুলান হইতে পারে। তাঁহার মতে এই ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্র শীঘ্র অবৈতনিক এবং আবশ্যিক বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইবে। তাহা না হইলে বর্তমানের রাজনৈতিক এবং আর্থিক অবস্থায় নূতন শিক্ষাব্যবস্থার ব্যয় বহন করা রাষ্ট্রের পক্ষে দুঃসাধ্য।

বিদ্যাভবনে শিল্প কাজ

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান কোন কার্যকরী শিল্পের মধ্যে দিয়া শিশুকে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। সুসংহত পরিপূর্ণ শিক্ষা দান

করিতে এই প্রণালীই সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বিচার করিলে এই ব্যবস্থা সত্যই বাঞ্ছনীয়, কারণ ইহা স্বভাবতঃই কাজের জন্য উৎসুক বালককে কেতাবী শিক্ষার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া সমভাবে দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশে সহায়তা করে। বালক ইহাতে শুধু আক্ষরিক জ্ঞানই অর্জন করে না, ইহা অপেক্ষা যাহা অধিকতর প্রয়োজন—হাত এবং বুদ্ধিকে কোন কিছুর গঠন কার্যে প্রয়োগ করার দক্ষতাও সে আয়ত্ত করে। ইহাকে বলা চলে সমগ্র ব্যক্তিত্বের শিক্ষা।

সামাজিক দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয় শ্রমের মর্যাদাবোধ ও মানব সংহতিবোধ বৃদ্ধি করার ইহাই একমাত্র পন্থা। শিক্ষায়তনে জাতির সকল ছেলেমেয়েই উৎপাদনক্ষম বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিতে থাকিলে বর্তমানে দৈহিক শ্রমকারী ও মানসিক শ্রমকারীর মধ্যে যে মর্যাদার বৈষম্যবোধ রহিয়াছে তাহা দূর হইয়া যাইবে।

আর্থিক দিক বিবেচনা করিলে বলা যায়, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বুদ্ধির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালাইলে কর্মীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা অবসরের সদ্ব্যবহার করিতেও সক্ষম হইবে।

শিক্ষার দিক হইতে বলা যায়, কোন বিশেষ শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান করায় ছাত্রদের জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবের সাক্ষাৎ পরিচয়

ঘটিবে। শিক্ষা এইভাবে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ও পরস্পরের সহিত গ্রথিত হইয়া আয়ত্ত হইয়া যাইবে।

দুইটি প্রয়োজনীয় সর্ত

এই সকল সুবিধা লাভ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ যে শিল্প বা বৃত্তি নির্বাচন করা হইবে তাহার মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষা-সম্ভাবনা (educative possibilities) থাকা চাই। মানুষের জীবন ও কর্মের সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক সংযোগ সূত্র থাকা আবশ্যক এবং দেখিতে হইবে ইহাকে যেন ৭ বৎসরব্যাপী পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া যায়। এই নূতন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ দক্ষতার সহিত কাজ করিতে সক্ষম শিল্পী মজুর প্রস্তুত করা নয়, উদ্দেশ্য হইল শিল্পকাজের মধ্যে সার্থক শিক্ষাদানের যে সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহারই সদ্ব্যবহার (exploitation for educative purposes of the resources implicit in craft work)। ইহার জন্য শিল্পকে শুধু পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিলেই চলিবে না; ইহা দ্বারা অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানের প্রণালীও প্রভাবান্বিত হওয়া চাই। শিক্ষায় সম্মিলিত কাজ, পরিকল্পনা, নির্ভুলভাবে কাজ সম্পাদন, নূতনত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর জোর দিতে হইবে। এই জন্য মহাত্মাজী বলিয়াছেন:

যদি শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয় পূর্বের মতই গতানুগতিকভাবে শিখানো হইতে থাকে তবে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সূতাকাটা, বয়ন অথবা কাঠের কাজ জুড়িয়া দিলে শুধু এগুলির গৌণভাবে সমন্বয় সাধনেই উৎসাহ দেওয়া হইবে এবং শিক্ষার বিষয়গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখার ফলে এ পরিকল্পনার প্রকৃত উদ্দেশ্যই বিফল হইয়া যাইবে। ছাত্র কোন একটি শিল্পশিক্ষা করিবে; ইতিহাস, ভূগোল, মাতৃভাষা প্রভৃতিও শিক্ষা করিবে; ইহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন না করিয়া একই সূত্রে গাঁথা মনে করিতে হইবে এবং শিল্পশিক্ষার অনুষঙ্গ হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

নাগরিকের আদর্শ

এই নূতন শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে যে সকল শিক্ষক এবং শিক্ষাব্রতী আত্মনিয়োগ করিবেন তাঁহাদিগকে ইহার অন্তর্নিহিত আদর্শ সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বর্তমান ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসার লাভ করিতেছে; বর্তমানের কিশোর কিশোরীদিগকে তাহাদের সমস্যা, কর্তব্য ও দায়িত্ব জানিতে হইবে। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্য করিয়া তোলার উপযুক্ত শিক্ষার একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ একটি সংঘবদ্ধ সমাজের সদস্য হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য রহিয়াছে সমাজকে প্রতিদানে কিছু দান করা। যে

শিক্ষায় কার্য্যক্ষম আত্মনির্ভরশীল মানুষ তৈয়ার না করিয়া পরানুগ্রহাপেক্ষী অপদার্থ পরগাছা জাতীয় মানুষ সৃষ্টি করে তাহা একেবারেই নিরর্থক। ইহার ফলে বিদ্যালয় ভিক্ষুক তৈয়ারির কারখানায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা শুধু সমাজের কার্য্যকরী ক্ষমতাই ক্ষুণ্ণ করে না, সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর মনোবৃত্তিও গড়িয়া তোলে।

গান্ধীজীর বনিয়াদী পরিকল্পনায় ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাত্রগণ ইহাতে কর্মবিমুখ চিন্তাবিলাসী যুবকে পরিণত হইবে না, সকল রকম কাজকে—মানসিক কাজ, দৈহিক শ্রমের কাজ, এমন কি মেথরের কাজকেও তাহারা অশ্রদ্ধার বা অমর্যাদাকর মনে করিবে না; তাহারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে সচেষ্ট ও সক্ষম হইয়া উঠিবে।

নূতন শিক্ষাভবনের পরিবেশে ছাত্ররা যে মনোভাবে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে তাহাদের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রেও তাহারা তাহা লইয়া যাইবে। ইহার ফলে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদাবোধ এবং কর্মদক্ষতা লইয়া ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ কর্মজীবনে প্রবেশ করিবে; আত্মোন্নতি, সহযোগিতা ও সমাজসেবায় তাহাদের অনুরাগ বর্ধিত হইবে। বাল্যের নমনীয় বয়স হইতেই ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সেবার আদর্শ সঞ্চার করা বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। ছাত্র অবস্থাতেই যে তাহারা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনে সহায়তা করিতেছে তাহা অনুভব করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিবে।

আর্থিক স্বাবলম্বন

শিক্ষার আর্থিক স্বাবলম্বন সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, এজন্য ইহার নিরসন প্রয়োজন। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা অনুযায়ী বনিয়াদী শিক্ষা আর্থিক দিক দিয়া স্বাবলম্বী না হইতে পারিলেও ইহা যুক্তিপূর্ণ মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্তনে সহায়ক হইয়াছে। কোন শিক্ষাব্যবস্থা যদি জাতীয় জীবনের পক্ষে কল্যাণকর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিচালনের অধিকাংশ ব্যয় সংকুলান করিতে সমর্থ হয় তবে ইহা সৌভাগ্যের কথাই বলিতে হইবে।

আথিক প্রশ্ন ছাড়া কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। বিত্তালয়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মূল্যাদি সম্বন্ধে উদাসীনতা দেখাইলে এই নূতন প্রণালীতে শিক্ষার উদ্দেশ্যই একপ্রকার ব্যর্থ হইবে। বহু শিক্ষাবিদ্ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানেন 'হাতের কাজ' সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে গৌণভাবে জুড়িয়া দিয়া কোনই ফল পাওয়া যায় নাই। ব্যবহারের যোগ্য দ্রব্য উৎপাদন এবং তাহার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ 'হাতের কাজ' বিভাগের যোগ্যতার পরিচায়ক। জিনিস বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ অর্জনের দায়িত্ব না থাকিলে শিল্প শিক্ষায় স্বভাবতঃই অমুত্তম দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা।

তবে এখানে একটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু করিতে গিয়া সাংস্কৃতিক এবং সাধারণ শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া আর্থিক দিকের উপরই অধিকতর

মনোযোগ দিবার মনোভাব দেখা দিতে পারে; শিল্পের মাধ্যমে সামাজিক, নৈতিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত গুণসমূহের বিকাশের পরিবর্তে শিক্ষক ছাত্রদিগকে মজুরের মত অতিরিক্ত খাটাইয়া অর্থোপার্জনের দিকেই বেশী নজর দিতে পারেন। বনিয়াদী শিক্ষার জন্য শিক্ষককে ট্রেনিং দিবার সময় এই কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। পরিদর্শকদিগেরও সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য শিল্প-শিক্ষাদান নয়, শিল্প বা বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া বালককে নাগরিকের যোগ্য সামগ্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা; শিল্প শিক্ষার একটি ফলপ্রদ বাহন মাত্র।

কাম্য লক্ষ্য

বনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৭ বৎসর শিক্ষালাভের পর ছাত্রগণ একটি শিল্পে এরূপ দক্ষতা অর্জন করিবে যাহাতে কর্মজীবনে তাহারা তাহাই জীবিকার বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লোকের জীবনযাপন প্রণালী, সাধারণ লোকের জীবিকার উপায়, ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিতগুলি বনিয়াদী শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা চলে :

(১) সূতাকাটা ও বয়ন

(২) কাঠের কাজ

(৩) কৃষি

(৪) ফল ও সব্জির আবাদ
(৫) চামড়ার কাজ
(৬) কাগজ তৈয়ারি
(৭) খেলনা তৈয়ারি

অথবা স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজনীয়, শিক্ষাদানের পক্ষেও উপযুক্ত অন্য কোন শিল্প। এই শিল্প শিক্ষার মধ্যে দিয়া নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে এবং ইহার ফলেই 'বনিয়াদী বিদ্যালয় শুধু মজুর, তাঁতী বা মিস্ত্রী তৈয়ার করার কারখানা না হইয়া পল্লীজীবনের পক্ষে আবশ্যক সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার নিকেতনে পরিণত হইবে।

মাতৃভাষা

ছাত্রকে উপযুক্তরূপে মাতৃভাষা শিক্ষা করানো সকল শিক্ষার ভিত্তি। মনের ভাব স্পষ্টভাবে কথায় এবং লেখায় প্রকাশ করিতে না পারিলে চিন্তার স্বচ্ছতা আসে না। মাতৃভাষার মধ্যে দিয়াই শিশু তাহার দেশের গৌরবময় অতীতের পরিচয় লাভ করে, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, নৈতিক আদর্শ ও ভাব সম্পদের সহিত পরিচিত হয়। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিলে মাতৃভাষার মধ্যে দিয়া শিশুর সৌন্দর্যবোধ বিকাশের সুযোগ পায়, সাহিত্য পাঠ তাহার কাছে সৃষ্টিধর্মী, রসবোধ ও আনন্দের উৎস হইয়া উঠে। সাত বৎসর শিক্ষা লাভের পর ছাত্রের নিকট নিম্নলিখিতরূপ যোগ্যতা আশা করা হইবে ঃ

(ক) বালকের পারিপার্শ্বিক বিষয়বস্তু, লোকজন ও ঘটনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিবার ক্ষমতা ;

(খ) দৈনন্দিন জীবনের যে কোন বিষয় সম্বন্ধে সুসম্বদ্ধ-ভাবে বলিবার অভ্যাস ;

(গ) কোন সাধারণ রকম কঠিন বিষয় সম্বন্ধে লিখিত বিষয় নীরবে পড়িয়া তাহার অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা ; খবরের কাগজ ও সাধারণের উপযোগী সাময়িক পত্রিকা পড়িয়া বুঝিতে পারার সামর্থ্য ;

(ঘ) গদ্য ও পদ্য স্পষ্ট এবং সুষ্ঠু উচ্চারণে পড়িতে ও বুঝিতে পারা ; বর্তমানে অধিকাংশ ছাত্র যেমন নীরস একঘেয়ে সুরে পড়ে তাহা বর্জন করিয়া পাঠে সজীবতা আনয়ন করা ;

(ঙ) সূচীপত্র বুঝিতে পারা, অভিধান ব্যবহারে করিতে শেখা এবং স্বচেষ্টায় জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারের ব্যবহার অভ্যস্ত হওয়া ;

(চ) স্পষ্ট অক্ষরে, নির্ভুলভাবে দ্রুত লিখিবার ক্ষমতা ;

(ছ) সরল ভাষায় দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা (যেমন, কোন সভার বিবরণ) বর্ণনা করিবার পটুতা ;

(জ) ব্যক্তিগত ও ব্যবসাসংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখিবার দক্ষতা ;

(ঝ) নামকরা সাহিত্যিকদের সাহিত্যের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় ও সাহিত্যপাঠে আনন্দ লাভ করা।

গণিত

প্রতিদিনকার কাজে ও শিল্পসংক্রান্ত ব্যাপারে যেরূপ অঙ্ক ও জ্যামিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন বালককে তাহা শিখাইতে হইবে। ব্যবসাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হিসাব ইত্যাদির জ্ঞানও তাহাকে অর্জন করিতে হইবে। এজন্য তাহাকে জানিতে হইবে ঃ অমিশ্র গণিত, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের নিয়ম, মিশ্র চার প্রকারের নিয়ম, সুদকষা, পরিমিতি, ব্যবহারিক জ্যামিতি, হিসাব রক্ষার নিয়ম।

শিল্প শিক্ষার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে গণিত শিক্ষাকে সংযুক্ত করা সহজ। যতখানি জিনিস প্রস্তুত হইল তাহার মাপ, তাহার মূল্য নিরূপণ, ভাগবণ্টন, জমির মাপ প্রভৃতির মধ্যে দিয়া গণিত জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

সামাজিক পাঠ

ইহার উদ্দেশ্য হইবে

(ক) মোটামুটিভাবে মানুষের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে বালকের মনে উৎসাহবোধ সঞ্চার করা; ভারতের অগ্রগতির কাহিনী তাহাকে বিশেষভাবে জানিতে হইবে;

(খ) ছাত্র তাহার সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবে এবং ইহা উন্নত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইবে;

(গ) জন্মভূমির প্রতি প্রীতি, দেশের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভবিষ্যৎ গৌরবের আশা পোষণ করা; প্রীতি, সত্য ও

ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সহযোগিতাপুষ্ট সমাজব্যবস্থা সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করা ;

(ঘ) নাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের উন্মেষ ;

(ঙ) মানুষের সদ্‌বৃত্তির বিকাশ ঘটাইয়া তাহাকে নির্ভরযোগ্য বন্ধু ও বিশ্বাসী প্রতিবেশীতে পরিণত করা ;

(চ) জগতের সকল ধর্মমতের প্রতি ছাত্রগণকে শ্রদ্ধাশীল করা।

ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান ও বর্তমানকালীন ঘটনার সঙ্গে ছাত্রগণ জগতের অন্যান্য ধর্মমত শ্রদ্ধার সঙ্গে অধ্যয়ন করিবে ; সকল ধর্মের মধ্যেই যে সত্য এবং মূলগত ঐক্য রহিয়াছে তাহা জানিলে ছাত্রগণ অপর ধর্মাবলম্বীর প্রতিও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে শিখিবে।

শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ছোট ছোট সমস্যা হইতে সামাজিক শিক্ষা আরম্ভ হইবে। কি ভাবে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারা সমাজ চলিতেছে, কি ভাবে তাহার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন লোকের চেষ্টায় উৎপন্ন ও সরবরাহ হইতেছে জানিতে পারিলে মানুষের জীবন ও কর্ম বৈচিত্র্যের প্রতি তাহার কৌতূহল জাগ্রত হইবে।

ইতিহাস

ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষের সরল ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে। দেশের অধিবাসীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের

উৎকর্ষ যে যুগে ঘটিয়াছে তাহার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে; ছাত্রদিগকে দেখাইতে হইবে যে, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের দিকেই দেশ আগাইয়া চলিয়াছে। প্রীতি সত্য, ন্যায় ও সহযোগিতার পথেই যে জাতীয় সংহতি, সাম্য, মৈত্রী ও সকল মানুষের ভ্রাতৃভাব আসিবে তাহা বালকদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। নীচের শ্রেণীতে মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনার মধ্যে দিয়া ইতিহাস শিক্ষাদান চলিবে, উপরের শ্রেণীতে সমাজ ও কৃষ্টির কথা আসিবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে গৌরবময় অতীতের গর্ব যেন ছাত্রদের মনে উগ্র জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি না করে। মানবের মুক্তিদাতা মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখাইতে হইবে যে, অহিংসা ও শান্তির দ্বারা যে জয়গৌরব অর্জন করা যায় হিংসার পথে তাহা কখনই সম্ভবপর নয়; সত্য, প্রেম ও অহিংসার পথই প্রকৃত কল্যাণের পথ।

ভারতের জাতীয় জাগরণ ও মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস ছাত্ররা অধ্যয়ন করিবে; ঐ সঙ্গে ভারতবাসার সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক 'স্বরাজ' লাভের জন্য নিজেরা প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সময় সমগ্র দেশ যে কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে পড়ে তাহা সানন্দে সহ্য করিয়া উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়িয়া তোলার জন্য ছাত্রদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান, জাতীয় সপ্তাহ পালন ছাত্রদের আনন্দদায়ক অবশ্যকরণীয় কর্ম বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বায়ত্তশাসন

দেশের স্বায়ত্তশাসনশীল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কাজের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটাইতে হইবে। জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েৎ ও জনসেবা-কর্মীদের উপযোগিতা, প্রত্যেক ব্যক্তির নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব, ভোটের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, অর্থ ও তাৎপর্য প্রভৃতি ছাত্রদিগকে জানাইতে হইবে। দেশের জীবন্ত সমস্যার সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা এ সকলের উপকারিতা বুঝিতে পারিবে। এজন্য বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিতে হইবে, যাহাতে বালকগণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে।

বর্তমানের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিবার জন্য ছাত্রদিগকে সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিতে হইবে; ছাত্ররা নিজের চেষ্টায় বুলেটিনের মত সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিলে তাহা হইবে উত্তম ব্যবস্থা।

ভূগোল

ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্রদিগকে ভূগোল শিখিতে হইবে। সমগ্র পৃথিবীর মোটামুটি ভৌগোলিক জ্ঞান এবং ভারতের বিষয়ে পূর্ণতর জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। তাহাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে হইবে।

(ক) বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে ভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে উদ্ভিজ্জ, প্রাণী ও মানুষের জীবন কি ভাবে

নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ; স্থানীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া গল্প, ছবি, বর্ণনা, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে ভূগোল-পাঠ জীবন্ত ও আনন্দদায়ক করিতে হইবে।

(খ) আবহাওয়ার বৈচিত্র্য : এজন্য তাহাদিগকে সূর্য পর্যবেক্ষণ, বৎসরের বিভিন্নকালে সূর্যের মধ্যাহ্নকালীন উচ্চতা, তাপমান যন্ত্র, চাপমান যন্ত্র, উত্তাপ এবং বায়ুর চাপ নিরূপণ, গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালের বৃষ্টিপাতের মাপ, বাতাসের গতি নির্ধারণ, বিভিন্ন মাসে দিনরাত্রির সময় ভেদ প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

(গ) মানচিত্র তৈয়ার করা ; ভূ-গোলক ও মানচিত্র পাঠ ; গ্রামের এবং নিকটবর্তী স্থানের নক্সা প্রস্তুত করা।

(ঘ) যানবাহন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান।

(ঙ) লোকের জীবিকার উপায় ; কৃষি ও শিল্প—স্থানীয় কৃষিশিল্প কেন্দ্র পরিদর্শন ; বিভিন্ন স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য ; যে প্রকার কৃষি বা শিল্প ভৌগোলিক কারণের উপর নির্ভর করে—সে সম্বন্ধে জ্ঞান ; পরস্পরের সহযোগিতায় উৎপন্ন দ্রব্যের আদানপ্রদানের ফলেই শৃঙ্খলার সঙ্গে জীবনধারণ সম্ভব হইয়াছে, সমাজব্যবস্থা চলিতেছে—এ সম্বন্ধে ধারণা।

প্রাকৃতিক কারণে মানুষের জীবিকা অর্জনে বৈচিত্র্য আসে, তাহার আচার ব্যবহার, জীবনযাপন প্রণালী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের হয়। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা দ্বারাই মানুষ শান্তিতে বসবাস করিতে পারে, ভূগোল পাঠ হইতে ছাত্ররা এ জ্ঞান লাভ করিবে।

সাধারণ বিজ্ঞান

(১) সাধারণ বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য : বালকবালিকাদের মনে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়িয়া তোলা ; যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি, দৈনিককার জীবনে যে নৈসর্গিক ঘটনাবলী দেখিতেছি সে সম্বন্ধে সজাগ কৌতূহল জাগ্রত করা।

(২) সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির বিকাশ ঘটানো ; পরীক্ষা ও গবেষণা করিবার অভ্যাস গঠন।

(৩) নৈসর্গিক ঘটনাবলীর কারণ বুঝাইয়া দেওয়া ; বিজ্ঞানের শক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করার উপকারিতা উপলব্ধি করানো।

(৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সহিত ছাত্রদের পরিচয় সাধন।

(ক) প্রকৃতি পাঠ

(১) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উদ্ভিদ, ফসল, পশুপাখীর সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়।

(২) ঋতু পরিবর্তনের কারণ—উদ্ভিদ, মানুষ ও প্রাণি-জগতের উপর প্রভাব।

(৩) বিভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন ফসলের সম্বন্ধে জ্ঞান।

(খ) উদ্ভিদ বিদ্যা

(১) গাছের বিভিন্ন অংশ ও উহাদের কার্য।

(২) বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গমের প্রক্রিয়া, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, বংশবিস্তার।

(৩) বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বাগান ও জমিতে চারাগাছের উপর তাপ, আলো, বাতাস এবং সার প্রয়োগের ফল পর্যবেক্ষণ।

(গ) প্রাণিবিদ্যা

মানুষের মিত্র ও শত্রু হিসাবে কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ এবং পক্ষীর জীবন্ ও ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান।

(ঘ) শরীর পালন

মানুষের শরীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়—ইহাদের কাজ।

(ঙ) স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান

(১) শরীর পালন; দাঁত, জিহ্বা, চোখ, চুল, নাক, নখ, গাত্রচর্ম ও পরিচ্ছদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার অভ্যাস গঠন।

(২) গ্রাম এবং গৃহের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন; স্বাস্থ্যকর উপায় অবলম্বন; মল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা।

(৩) বিশুদ্ধ পানীয় জল; গ্রাম্যকূপ সংরক্ষণ।

(৪) নির্মল বায়ুর প্রয়োজনীয়তা; বাতাস বিশুদ্ধ করিতে গাছপালার সাহায্য; শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাস্থ্যপ্রদ নীতি।

(৫) স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য; খাদ্যপ্রাণ, ভাইটামিন, সমতারক্ষাকারী (balanced) খাদ্য।

(৬) প্রাথমিক চিকিৎসা এবং রোগ নিরাময়ের সহজ উপায়।

(৭) রোগের সংক্রমণ, ছোঁয়াচে রোগ, ইহাদের প্রতিষেধের উপায়।

(৮) শরীর রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ আচার নিয়ম পালন।

(চ) শরীর চর্চা

খেলাধূলা, দেশী-কসরৎ, কুচ্‌কাওয়াজ।

(ছ) রসায়ন বিদ্যা

বায়ু, জল, এসিড, এবং লবণজাতীয় পদার্থ—ইহাদের উপাদান।

(জ) নক্ষত্র পরিচয়

নক্ষত্রের সাহায্যে রাত্রিতে দিক্ এবং সময় নিরূপণ।

(ঝ) গল্প

যে সকল আবিষ্কারক এবং বৈজ্ঞানিক নিজেদের সাধনার দ্বারা মানুষের মঙ্গল করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনের চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা।

অঙ্কন

ইহার উদ্দেশ্য ঃ

(১) জিনিসের আকৃতি ও রঙ সম্বন্ধে ধারণা জন্মানো ;

(২) জিনিসের আকৃতি সম্বন্ধে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা ;

(৩) প্রকৃতি ও শিল্পকার্যের মধ্যেকার সৌন্দর্য উপলব্ধি করানো ;

(৪) সুরুচিসম্মত ডিজাইন বা নক্সা তৈয়ারি ও সাজসজ্জা প্রস্তুত করার ক্ষমতা বিকাশ ;

(৫) যে জিনিস প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার নক্সা প্রস্তুত করা শিখানো ;

(৬) ছাত্রদের শিল্পকাজ ও পাঠশিক্ষার সঙ্গেই অঙ্কন শিক্ষা চলিবে।

যে সকল দ্রব্য ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে দেখিবে, যাহা তাহাদের শিল্পকাজের ব্যাপারে প্রয়োজন এইরূপ জিনিসের নক্সা তাহারা দেখিয়া এবং স্মৃতি হইতে আঁকা অভ্যাস করিবে ; বিজ্ঞান পাঠের সংশ্রবে যে জিনিস বা প্রাণীর উল্লেখ থাকিবে সেগুলি তাহারা আঁকিতে শিখিবে ; উপরের শ্রেণীতে নক্সা আঁকিবার সময় স্কেল ব্যবহার অভ্যাস করাইতে হইবে।

বিদ্যালয়ের প্রথম চারি বৎসরে শিল্প ও প্রকৃতিপাঠ সংক্রান্ত দ্রব্যাদির ছবি, নক্সা ইত্যাদি তৈয়ার করা শিক্ষা দিয়া শেষের তিন বৎসরে উন্নত ধরণের ডিজাইন, রূপসজ্জা প্রভৃতির উপর জোর দিতে হইবে।

সংগীত

কতকগুলি প্রাণমাতানো গান শিখাইয়া ছাত্রদের গানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করাই সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিশুকে নিজের হাতে তাল রাখিতে শিক্ষা দিয়া এবং সংগীতের সঙ্গে তালে তালে হাঁটিতে অভ্যাস করাইয়া তাহার অন্তর্নিহিত ছন্দ-বোধ জাগ্রত করিতে হইবে। উচ্চ ভাবসম্পদে পূর্ণ সমবেত

কণ্ঠে গীতব্য সুললিত সুরের জাতীয় সংগীত নির্বাচন করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

হিন্দুস্থানী শিক্ষা

বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মনোভাব আদানপ্রদানের জন্য একটি সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানে হিন্দুস্থানী ভাষা আবশ্যিক ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের মাতৃভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষাদান চলিবে; মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মাইতে হইবে। ঐসঙ্গে ভারতবাসীর একপ্রাণতা ও ঐক্যেব প্রতীক হিসাবে হিন্দুস্থানীও শিখিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত কৃষ্টির ফল এই ভাষা; কাজেই ইহা হইবে পরস্পরের প্রীতি, সদিচ্ছা ও মিলনের বাহন।

যে প্রদেশে হিন্দুস্থানীই মাতৃভাষা সেখানে ছাত্র ও শিক্ষককে উর্দু ও হিন্দি উভয় অক্ষরেই হিন্দুস্থানী শিখিতে হইবে; ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে দুই প্রকার অক্ষরের (হিন্দি ও উর্দুর) যে কোন একটি শিক্ষা করিলেই চলিবে। শিক্ষকের উভয় অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য একই পাঠ্য নির্ধারিত থাকিবে। চতুর্থ ও পঞ্চম মানে সাধারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে বালিকাদিগকে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া

হইবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম মানে শিল্পশিক্ষার পরিবর্তে মেয়েদিগকে গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের উন্নততর পাঠ্য পড়ানো হইবে।

শিক্ষকের বিশেষ শিক্ষা

সাধারণ অবস্থায় শিক্ষকের গুণপনা ও আন্তরিকতার উপরই যে কোন শিক্ষাপ্রণালীর সাফল্য নির্ভর করে। বনিয়াদী শিক্ষা প্রণালীতে যেখানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালিয়া নূতন সাজে গড়িয়া তোলার আয়োজন হইয়াছে সেখানে শিক্ষকের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। এজন্য তাঁহাকে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ, দেশের সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ বর্তমান জাতীয জীবনেব পক্ষে বনিয়াদী শিক্ষাব প্রযোজনীয়তা প্রভৃতি গভীব-ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং এই নূতন প্রণালীকে সফল ও সার্থক করিয়া তুলিতে সর্বপ্রকারে যত্নশীল হইতে হইবে। শিক্ষকদিগকে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে শিল্পশিক্ষাও দিতে হইবে, এইজন্য তাঁহাদিগকে কয়েকটি শিল্পকাজ ভালভাবে শিক্ষা করিতে হইবে।

বনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, মাতৃভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় কোন কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে শিখাইলে চলিবে না। ছাত্রের দৈহিক ও মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন ও তাহাকে ভবিষ্যতের কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। এজন্য শিক্ষককে ছাত্রের সমাজ ও

বাস্তবজীবনের সমস্যার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয় যাহাতে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য প্রবেশিকা মান পর্যন্ত অধ্যয়ন নিম্নতম যোগ্যতা বলিয়া ধরা হইয়াছে।

শিক্ষকের পাঠ্যতালিকা : সময় তিন বৎসর

(১) (ক) তুলা উৎপাদন, বাছাই, পেঁজা, সূতাকাটা, শানা তৈয়ার করা।

(খ) চরকা অথবা শিল্পে ব্যবহৃত অন্য যন্ত্রপাতির নির্মাণ-কৌশল শিক্ষা।

(গ) গ্রাম্য শিল্পের আর্থিক দিক সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন।

(ঘ) নির্বাচিত শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঠের কাজ সংক্রান্ত জ্ঞানলাভ।

(২) নিম্নলিখিত শিল্পের যে কোন একটি শিক্ষা :

(ক) সূতাকাটা ও বয়ন

(খ) কাঠের মিস্ত্রীর কাজ

(গ) খেল্‌না তৈয়ারি

(ঘ) কৃষিকার্য

(ঙ) ফল ও সব্জির চাষ

(চ) চামড়ার কাজ

(ছ) কাগজ তৈয়ারী

স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় ইহা ছাড়া অন্য কোন শিল্প প্রয়োজনীয় মনে হইলে তাহাও গ্রহণ করা চলে।

(৩) শিক্ষা-প্রণালী

(ক) শিল্পকাজের মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি

(খ) বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ

(গ) শিশু-মনোবিজ্ঞান

(ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রণালী

(ঙ) নূতন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য; সমাজ-জীবনের পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা।

(৪) শারীর বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, খাদ্যতত্ত্ব; পল্লীগ্রামের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞান।

(৫) ভারতের এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশেব সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান; ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাস।

(৬) মাতৃভাষা, ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য।

(৭) হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা—উর্দু ও হিন্দি অক্ষরে পড়িবার ক্ষমতা।

(৮) ব্ল্যাকবোর্ডে লিখন ও অঙ্কন।

(৯) শরীর চর্চা, কসরৎ, দেশী খেলা।

(১০) উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে হাতেকলমে পাঠাদান শিক্ষা।

শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য আবাসিক শিক্ষালয় স্থাপন করিতে হইবে; এখানে গুরুছাত্রগণ শিক্ষকদিগের সঙ্গে একত্র

বাস করিয়া দৈনন্দিন জীবনের কার্যে সহযোগিতার মধ্যে দিয়া নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিবে।

পাঠ্যসূচীর দিকে লক্ষ্য করিলে তালিকা দীর্ঘ এবং ভারী বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা তিন বৎসরের পাঠ্যতালিকা। কয়েক বৎসর পরে, বনিয়াদী শিক্ষা চালু হইলে শিক্ষণ-অভিলাষী ছাত্রগণ বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতেই অনেক বিষয় শিখিয়া আসিবে। তাহা ছাড়া পাঠ্যতালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়, উদ্দেশ্যও নয়। বিদ্যালয়ের অথবা পল্লী-জীবনের পারিপার্শ্বিকে স্বাস্থ্যরক্ষা, পৌরশাসন, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশুমনোবিজ্ঞান প্রভৃতি যে সকল বিষয় একান্ত প্রয়োজনীয় এবং বিদ্যালয়ের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত সেইগুলির উপর শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করা হইবে, কেননা এই শিক্ষণ-শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য পুঁথিদুরস্ত বড় বড় পণ্ডিত তৈয়ার করা নয়, এমন নিপুণ বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত কারিগর তৈয়ার করা, যাহারা নূতন শিক্ষাপ্রণালীর আদর্শকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়া দেশের ভাবী বংশধর-দিগকে নূতন জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতে সাহায্য করিবে।

বনিয়াদী শিক্ষা দ্রুত প্রবর্তন করিবার জন্য জাকির হোসেন কমিটি আপাততঃ শিক্ষকের শিক্ষণ-কাল কমাইয়া তিন বৎসরের পরিবর্তে এক বৎসর করার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিন বৎসরের জন্য যে পাঠ্যতালিকা নির্ধারিত হইয়াছে তাহা সংক্ষিপ্ত আকারে এক বৎসরের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

পরিদর্শন ও পরীক্ষা

নূতন শিক্ষাকে সফল করিবার জন্য যোগ্য শিক্ষকের যেমন প্রয়োজন, দক্ষ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন পরিদর্শক কর্মচারীরও তেমনি প্রয়োজন। পরিদর্শকের কাজ শুধু বিত্যালয়ের দোষগুণ নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তিনি হইবেন দক্ষ উপদেষ্টা; বনিযাদী বিত্যালয়ের শিক্ষকদিগকে সর্বপ্রকারে সাহায্য কবিতে তিনি প্রস্তুত থাকিবেন। জাকির হোসেন কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, বনিয়াদী বিত্যালযে শিক্ষকের মত এক বৎসর শিক্ষণ (ট্রেনিং) লাভ করার পর অন্ততঃ দুই বৎসর কাল যোগ্যতার সঙ্গে শিক্ষকতা ও এক বৎসর পরিদর্শন ও পরিচালন সংক্রান্ত বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করার পব কোন শিক্ষককে পরিদর্শকের পদে নিযোগ করা চলিবে। পরিদর্শককে বিত্যালয়-সমূহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উৎসাহ উপদেশ দিতে হইবে। এজন্য তাঁহার অফিসের কাজ হাল্কা করিতে হইবে; পরিদর্শকের সংখ্যাও বেশী করা প্রয়োজন হইবে। ইহা করিতে গেলে খরচ কিছু বেশী পড়িবে কিন্তু এ খরচ বৃথা যাইবে না; বনিয়াদী শিক্ষার সফলতার জন্যই ইহার প্রয়োজন।

পরীক্ষা

আমাদের বর্তমান শিক্ষাগ্রহণ প্রণালী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে অভিসম্পাৎ স্বরূপ। ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় শিক্ষাব্যবস্থাই বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে। পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা পরীক্ষা করা, নম্বর দিয়া যোগ্যতা বিচার

করা এ সকলই ত্রুটিপূর্ণ। পরীক্ষার খাতায় অধীত বিষয় কোনরূপে উদ্গীরণ করিয়া দিতে পারাই যোগ্যতা প্রমাণের উপায় হওয়ায় ছাত্রগণ শিক্ষাকে নিজস্ব করিয়া লইবার শ্রম স্বীকার না করিয়া কেবল মুখস্থ করার দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছে। এ ব্যবস্থার প্রতিকার আবশ্যক।

বনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য এক নূতন প্রণালী অবলম্বনের সুপারিশ করা হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শকগণ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতানিরূপক মান (standard) নির্ধারণ করিবেন। পাঠ্যতালিকা-বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ পরিদর্শকগণ এই মান নিরূপণ করিবার সময় লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে ইহাকে প্রথম হইতে সপ্তম শ্রেণীর উপযোগী সহজ হইতে ক্রমশঃ কঠিন পর্যায়ে ফেলা যায়। নির্ধারিত মান অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কিনা পরিদর্শকগণ লক্ষ্য রাখিবেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

সমগ্র প্রদেশের বনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে একই মান (standard) রক্ষা করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। ইহার জন্য প্রত্যেক বিভাগের বিদ্যালয়গুলির প্রতি শ্রেণী হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে প্রতি বৎসর পরীক্ষা করিতে হইবে। এই ভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটা নির্ধারিত মান নির্ণয় করা সহজ হইবে। এই মানের তুলনায় কোন বিদ্যালয় অগ্রসর কি পশ্চাৎপদ,

কোন শ্রেণীর ছাত্র উত্তীর্ণ হইবার যোগ্য হইয়াছে কিনা তাহা বোঝা যাইবে। এই সঙ্গে বনিয়াদী বিত্থালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ফলে বিত্থাভবনের পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনসাধারণের জীবনযাত্রায় কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলে তাহাও বিত্থালয়ের কৃতকার্যতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইবে। কেননা পল্লীর জীবনযাত্রার সঙ্গে এই শ্রেণীর বিত্থালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবে।

প্রতিবৎসর জেলার সকল বিত্থালয় হইতে ছাত্রদের তৈয়ারি নানা জিনিসের একটি করিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার ফলে জেলার সব বনিয়াদী বিত্থালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর কাজের মধ্যে সমান মান রক্ষা করার অনেকটা সহায়তা করা হইবে; ছাত্র ও শিক্ষকগণও কাজে উৎসাহ পাইবেন।

পরিচালনা

জাকির হোসেন কমিটি বিশেষ বিবেচনার পর সুপারিশ করিয়াছেন যে, বনিয়াদী শিক্ষা সকল বালকবালিকার জন্য আবশ্যিক এবং অবৈতনিক করিতে হইবে—শিক্ষাকাল হইবে সাত বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত। বালিকাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহাদের অভিভাবক ইচ্ছা করিলে মেয়েদের বয়স বারো বৎসর পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে বিত্থালয় হইতে ছাড়াইয়া লওয়া চলিবে।

সাত বৎসর বয়স হইতে বনিয়াদী শিক্ষা আরম্ভ হওয়ায় বালকের তিন হইতে ছয় বৎসর পর্যন্ত কোন একই প্রকার

শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না। ইহার ফলে অনেক শিশুকে মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বৎসর দরিদ্র পিতামাতার দুঃস্থ এবং জীবনগঠনের পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত করিতে হইবে। কমিটি বলেন রাষ্ট্র উপযুক্ত প্রাক্-বনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হইত কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় ইহার আশা খুব বেশী করা যায় না। তবে ইহাই আশা করা যায় যে, বনিয়াদী শিক্ষা চালু হইলে জনসাধারণের গৃহের পরিবেশ বালকবালিকাব শিক্ষা ও আত্মোন্নতির পক্ষে এতখানি প্রতিকূল থাকিবে না। বনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত কিশোরগণ নিজেদের গৃহ ও পল্লীর মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও রুচিসম্মত জীবনযাপনের অনুকূল অবস্থা প্রবর্তন করিতে সমর্থ হইবে। তখন নিরক্ষর বয়স্কদেব শিক্ষার ব্যবস্থা করাও অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে।

বনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য বিষয়গুলি শিক্ষার জন্য দৈনিককার কর্মসূচী মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপ স্থির করা হইয়াছে ঃ

প্রধান শিল্প	৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট
সংগীত, অঙ্কন, অঙ্ক	৪০ ,,
মাতৃভাষা	৪০ ,,
সামাজিক পাঠ ও সাধারণ বিজ্ঞান	৩০ ,,
শরীর চর্চা	১০ ,,
বিশ্রাম	১০ ,,
	৫ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

উপরি উক্ত কার্যসূচীতে সূতাকাটা ও বয়ন প্রধান শিল্প হিসাবে ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন শিল্প হইলে সময়ের কিছু অদলবদল করা চলিবে কিন্তু শিল্পকাজের জন্য নির্ধারিত সময় কখনই ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটের বেশী করা সঙ্গত হইবে না, বরং কিছু কম করা চলিবে।

বৎসরে শিল্পকাজ হইবে ২৮৮ দিন, মাসে গড়ে ২৪ দিন। ছাত্রদের বিভিন্ন শিল্পের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ বিবেচনায় অন্ততঃ শেষের দুই বৎসরে একাধিক শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গৃহসংলগ্ন বাগান ও খেলার মাঠেব উপযোগী জমি থাকা চাই।

গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, দৈহিক পুষ্টিহীনতাব সঙ্গে মানসিক দুর্বলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির অল্পতা বিদ্যমান। অপটু নির্জীব দেহে সবল সতেজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই পুষ্টিকব খাদ্যের অভাবে দুর্বলদেহ। জাকির হোসেন কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে তাহাদের অপরাহ্ণকালীন জলযোগের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। জনসাধারণের সহযোগিতায় রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারিবেন বলিয়া কমিটির বিশ্বাস।

শিক্ষকের বেতন সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন ইহা কুড়ি হইতে পঁচিশ টাকার মধ্যে হইলে চলে ; কুড়ি টাকার কম কিছুতেই

হওয়া উচিত নয়। যে সময়ে তিনি বেতনের এই হার নির্ধারণ করিয়াছিলেন তখন হইতে বর্তমানে সকল জিনিসের বাজার দর অন্ততঃ চারগুণ বেশী হইয়াছে; অল্পবেতনের কর্মীর জীবন-যাপন একপ্রকার তুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই অনুপাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষককেও বাঁচিয়া থাকিতে এবং শিক্ষদান কার্যে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ উৎসাহ দেয়—এমন বেতন নির্ধারিত হওয়া উচিত। বনিয়াদী শিক্ষা প্রথম চালু করিবার সময় বেশী বেতন দিয়াও উচ্চশিক্ষিত বিশেষ যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে, কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন ব্যবস্থা ও আদর্শ প্রবর্ত্তনের সময় যথেষ্ট আন্তরিকতা ও দক্ষতার সহিত গোড়া-পত্তন হওয়া উচিত।

বনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের সহায়তার জন্য প্রয়োজন হইলে বিশেষজ্ঞ দক্ষ কারিগর নিয়োগ করিতে হইবে; ইহারা বিদ্যালয়ে উৎপাদিত জিনিসের কদর (quality) বাড়াইতে সাহায্য করিবে।

বনিয়াদী শিক্ষাভবনে শিক্ষকতার জন্য মহিলাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে এবং শিক্ষক নির্ব্বাচনের সময়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কেননা শিক্ষকের অনুরাগ, উৎসাহ, আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার উপরই বনিয়াদী বিদ্যালয়ের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করিবে। শুধু শিল্পশিক্ষার কারিগরী কারখানা বা শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় নীরস মুখস্থ শক্তি দেখানোর কসরৎখানা নয়, বনিয়াদী বিদ্যালয় হইবে উভয়ের

সুসমঞ্জস সমন্বয়ে জীবন্ত শিক্ষাকেন্দ্র—শিক্ষক হইবেন ইহার পরিচালক।

বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ত্রিশের বেশী না করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ ছাত্র বেশী হইলে শিক্ষকের পক্ষে তাঁহার গুরু-দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হইবে না।

একবার শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগের স্বল্পকালব্যাপী পুনঃ-শিক্ষার জন্য ট্রেনিং কলেজ ও শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে রিফ্রেসার কোর্স প্রবর্তন করিতে হইবে। ইহার ফলে শিক্ষকগণ নিজেদিগকে বর্তমানের সঙ্গে সমান তালে চলিবার যোগ্য করিয়া লইবার সুযোগ পাইবেন।

প্রত্যেক শিক্ষণ-শিক্ষালয়ের সঙ্গে বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য একটি বিদ্যালয় থাকিবে। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ এখানে আদর্শ বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবেন। পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া এখানকার কর্মপ্রণালী ও ফলাফল দেখিয়া তদনুযায়ী নিজেদের বিদ্যালয়ে কাজ চালাইবেন। এই শিক্ষণ-শিক্ষালয় জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল ছাত্রের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য কোন শিল্পকে অবলম্বন করিয়া ছাত্রের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া সাধারণ শিক্ষাদান করা। শিল্প-শিক্ষার অনুষঙ্গ হিসাবে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, মাতৃভাষা, সমাজ-বিজ্ঞান কেমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া চলে তাহা সকলের পক্ষে বুঝিয়া উঠা এবং নূতন নূতন উদ্ভাবনী

শক্তির সাহায্যে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষাবিভাগের বিশেষজ্ঞদিগকে বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক বিশেষ করিয়া শিক্ষকের জন্য ছবি-নক্সা-দেওয়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত নূতন ধরণের পাঠ্যপুস্তক একান্ত অপরিহার্য।

প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগ বা শিক্ষাসংসদ ছাড়া একটি সর্ব-ভারতীয় কেন্দ্রীয় জাতীয় শিক্ষাসংসদ স্থাপন করিতে হইবে। প্রদেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালন ব্যাপারে ইহার কোন দায়িত্ব থাকিবে না। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং জীবনের অন্যক্ষেত্রেরও গণ্যমান্য লোক লইয়া এই সংসদ গঠিত হইবে। ইহার লক্ষ্য হইবে:

(১) শিক্ষানীতি ও পরিচালন ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে সাহায্য করা।

(২) ভারতের এবং বহির্বিশ্বের শিক্ষার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করিয়া ফলাফল প্রকাশ করা।

(৩) বিদেশের এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের শিক্ষাকার্যের খবর সংগ্রহ করা।

(৪) শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে গবেষণা চালানো।

(৫) শিক্ষাব্রতীদিগের জন্য পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করা।

নাগরিকের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধানই শিক্ষাবিভাগের মত অন্যান্য জনহিতকর বিভাগের উদ্দেশ্য। কাজেই শিক্ষা-বিভাগ যাহাতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভ করিয়া

দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন উন্নত ও কল্যাণময় করিয়া তুলিতে পারে এজন্য সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ, কৃষিবিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগগুলির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বনিয়াদী শিক্ষার সমালোচনা

ভারতে বনিয়াদী শিক্ষার জনক মহাত্মা গান্ধী পল্লীবাসীর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বাস্তব জীবনের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানকারী এই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের নিম্নস্তরের শিক্ষা, গ্রামবাসীর শিক্ষা। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ছিল আরণ্যক সভ্যতা; সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের আমলে নগর সহর গড়িয়া উঠিলেও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭'১ জনই এখনো গ্রামে বাস করে, সহরে বাস করে মাত্র শতকরা ১২'৯ জন। গ্রামকে সহরে পরিণত করা চলিবে না, কেননা ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, ইংলণ্ডের মত শিল্পপ্রধান নয়। কাজেই গ্রামবাসীকে গ্রামে রাখিয়াই স্বাস্থ্যকর, রুচিসঙ্গত জীবনযাপনে শিক্ষিত করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি বা কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষা দেওয়াই বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানে সক্ষম, সুস্থ সবল পল্লীবাসী কর্তৃক অধ্যুষিত কর্মমুখর গ্রাম ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও অন্ন-

হীনতা দূর করিতে সমর্থ। স্বরাজ-সাধনার ক্ষেত্রে যেমন গান্ধীজী সংগঠন এবং প্রতিটি মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধনের চেষ্টা করিয়াছেন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া পল্লীসংগঠন ও গ্রামবাসীর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।

কোন কাজের মধ্যে দিয়া বালকবালিকার শিক্ষাদান শিশুর মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। যে বয়সে তাহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনকারী কর্মে আনন্দ লাভ করে সে সময়ে তাহাদিগকে নীরস পুঁথি মুখস্থ করাইয়া যে নির্জীব শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তাহাদের মানসিক বা দৈহিক কোন দিকেরই মঙ্গল সাধন করে না। কাজেই বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী অবৈজ্ঞানিক ও প্রাণহীন।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রধান সমালোচ্য বিষয় এই যে, নিম্ন হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত একটি সুসম্বন্ধ শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্গ হিসাবে ইহা প্রথম হইতেই পরিকল্পিত হয় নাই। গান্ধীজী বলিয়াছেন সাত লক্ষ পল্লীতে ভারতের আত্মা বাস করিতেছে, কাজেই পল্লীর শিক্ষার চিন্তাই তাঁহার কাছে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

পল্লীর সংখ্যা বেশী হইলেও সহরেও বালকবাহিকা রহিয়াছে; তাহাদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে? তাহা ছাড়া পল্লীর বালক হইলেই যে সকলকেই কৃষি অথবা কোন কুটিরশিল্প শিখিয়া চৌদ্দ বৎসর বয়সেই অর্থোপার্জনে ব্রতী হইবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি আছে? পল্লীর বালকবালিকাকে যদি আবশ্যিক

ভাবে বনিয়াদী বিদ্যালয়েই ৭ বৎসরকাল শিক্ষালাভ করিতে হয় তাহার ফলে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হইতে সক্ষম ভাষা প্রতিভাকে আমরা পাকা কারিগরে পরিণত করিয়া তাহাদের বৃহত্তর প্রতিভার বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারি। দেশে কৃষিশিল্প, ব্যবসাবানিজ্য প্রভৃতির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি বিশ্বের সভ্যসমাজে স্থানলাভের যোগ্য উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, সাহিত্যিক প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। দেশে দেশে স্বাধীন ভারতের সাম্য-মৈত্রী-মুক্তির বাণী উন্নতশিরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার যোগ্য ভারতবাসীর যেমন প্রয়োজন হইবে, বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে দানের উপযুক্ত গৌরবময় সংস্কৃতি সভ্যতাও ভারতকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কোন জাতির সাংস্কৃতিক মৃত্যু ঘটিলে শুধু রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে না। বস্তুত, সুস্থ সবল জীবনযাপন ও জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশের সুযোগের জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন।

বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যতালিকা প্রণয়নকারী জাকির হোসেন কমিটি বনিয়াদী শিক্ষার সমালোচনার উত্তরে বলিয়াছেন :

'এই পরিকল্পনার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে শংকান্বিত হইয়াছেন যে, হয় তো আমরা উচ্চশিক্ষার সংকোচ সাধন করিতে চাহিতেছি ; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা শুধু সাত বৎসরের

জন্য বনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যেই নিজেদিগকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি। এই পরিকল্পনা সার্বজনীন আবশ্যিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য। এই নূতন প্রণালী অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার সময় এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যোগ্য ছাত্রগণ তাহাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায় অর্থাৎ বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছিবার স্বাভাবিক সোপান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রাখিতে হইবে।'

ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ; গৌরবময় ইহার ঐতিহ্য। জ্ঞানে গরিমায়, সম্পদে শক্তিতে একদা এই পুণ্যভূমি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। ইহার বিদ্যাপীঠ দেশদেশান্তরের বিদ্যার্থীকে আকর্ষণ করিয়াছিল। দুর্গম দুরূহ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তাহারা ভারতের আলোকতীর্থে উপনীত হইত। ভারতীয় সভ্যতার শান্তশ্রী, ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা এবং ভারতবাসীর জীবনে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সমন্বয়ে যে পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূল এদেশের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে নিহিত। কালচক্রের আবর্তনে ভারতের সে শান্ত তপোবনের যুগ চলিয়া গিয়াছে; ভারতের নির্মল আকাশে ধূলিঝঞ্ঝার কালবৈশাখী বহুবার তাণ্ডব নৃত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। ভারতবাসী আঘাত পাইয়াছে, মুহ্যমান হইয়াছে কিন্তু সংস্কৃতি বিসর্জন দেয় নাই। অনেক

কাল পরে স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে ভারতীয় গৌরবের পুনরভ্যুদয়ের যুগ আসিয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতা, সম্পদ ও সমৃদ্ধি, শক্তি ও শান্তির জন্য দেশবাসীকে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিবার সময় শিক্ষাবিদ্‌দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

সার্জেণ্ট শিক্ষা-পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা চালু করিতে যে পরিমাণ টাকার হিসাব ধরা হইয়াছে তাহা বহন করা বর্তমানে ভারতের পক্ষে দুঃসাধ্য। পল্লীবাসী অধিকাংশ বালকবালিকার জন্য গান্ধীজী যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে উৎকৃষ্ট, শুধু সকল ছাত্রকেক বনিয়াদী শিক্ষার শেষ শ্রেণী পর্যন্ত ধরিয়া না রাখিয়া প্রতিভাবান্ কতককে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় যে সুপারিশ করা হইয়াছে তাহা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

বনিয়াদী বিদ্যালয়কে নিম্ন বনিয়াদী ও উচ্চ বনিয়াদী দুইভাগে ভাগ করিয়া নিম্ন বনিয়াদী শিক্ষার শেষে অর্থাৎ ১১+ বয়সে ছাত্রদের একটি নির্বাচন পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ছাত্রের বুদ্ধি, সামর্থ্য ও রুচি, গৃহের পরিবেশ, বংশের ধারা প্রভৃতি বিচার করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে তাহাদিগকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে; অন্য ছাত্ররা উচ্চ বনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। মাধ্যবিক বিদ্যালয়কেও সাধারণ বিদ্যাভবন

(Academic) ও শিল্পবিদ্যাভবন (Technical) শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে। শিল্পবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট মেধাবী ছাত্রদিগকে শিল্পবিদ্যাভবনে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে যাহাতে তাহারা সেখান হইতে উচ্চতর শিল্প শিক্ষার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে প্রবেশ করিতে পারে। সাহিত্য, দর্শন, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছাত্রগণ সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যাভবন হইতে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। কোন ছাত্রের প্রতিভা কিছু দেরীতে বিকাশ হইয়াছে দেখা গেলে তাহাকে উচ্চ বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করার সুযোগ থাকিবে।

বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নির্বাচন কালে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছাত্র সমাজের যে স্তরেরই হোক না কেন তাহার বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশ ঘটিলে তাহার দ্বারা যদি দেশের যে কোন দিকের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বোঝা যায় তবে তাহার আত্মোন্নতির সুযোগ দিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারও অবশ্যকর্তব্য হইয়া উঠিবে; মাধ্যমিক শিক্ষার অনুষঙ্গ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন করিতে হইবে। শিক্ষাকে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা বলিয়া গণ্য করিয়া প্রাথমিক হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ছাত্রদের বিভিন্ন রুচি, সামর্থ্য ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের জাতীয়

শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষার কোন একটি পর্যায়কে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা হইতে পৃথক্ করিয়া এককভাবে তাহার প্রণালী নির্ধারণ করিতে গেলে সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য-হীনতা দেখা দিতে পারে। ইহা দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে না।

দ্বিতীয়ত, শুধু কুটিরশিল্পের প্রসার হইলে ও পল্লীবাসীর অন্নবস্ত্রের অভাব মিটিলেই দেশে আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি সংঘটিত হইবে না। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিবিধ যন্ত্রশিল্পের প্রসার জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্যই করিতে হইবে। কুটিরশিল্পকে যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করিয়া সমাজজীবনে পল্লী ও সহরের মধ্যে সহযোগিতার সেতু স্থাপন করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, স্বাধীন ভারতের জন্য শিক্ষার সংস্কার পরিকল্পনা করিবার সময় ভারতের প্রাণশক্তির মূলের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। সাত্ত্বিকভাবের প্রাধান্য ও অধ্যাত্মশক্তিই ভারতীয় আর্যসভ্যতার শক্তিকেন্দ্র। এই আধ্যাত্মিক শক্তির জন্যই পরাধীনতার নিষ্পেষণে ভারতবাসী তাহার সকল বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া মানসিক শক্তির দিক্ হইতে একেবারে দেউলিয়া হইয়া যায় নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ 'আমাদের আশা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা এখন স্মরণ করিবার, মনন করিবার এবং তদনুযায়ী কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন :

'ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্ত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি। যতবার ভারত-জাতির বিনাশ-কাল আসন্ন বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুপ্ত উৎস হইতে উগ্র স্রোতে প্রবাহিত হইয়া মুমূর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও সৃজন করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অদ্ভুত মৃত্যুঞ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে।......ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইয়াছে। যখন আবার বহির্মুখী হইবে, আর সেই স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃতস্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।'

বহুদিনের রুদ্ধ অন্তর্মুখী শক্তি আজ বহির্মুখী হইতে চলিয়াছে। এই শক্তিবিকাশের, দেশের এবং বিশ্বমানবের কল্যাণে ইহাকে নিয়োগের পথ চিন্তানায়কদিগকে রচনা করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা সংস্কারে শিক্ষাবিদ্‌কে এই বহির্মুখী শক্তির বহুমুখিতা স্মরণ রাখিয়া, বর্তমান কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিতে হইবে। জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়, বহু-বিচিত্র সমৃদ্ধি ও শক্তি, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের পরিপূর্ণতা ও সুসমঞ্জস মিলন ইহাই হইবে নবভারতের আদর্শ।

পাঠ্যক্রম

বনিয়াদী শিল্প ও সাধারণ শিক্ষা

সূতাকাটা ও বয়নশিল্পে

সাত বৎসরের শিক্ষাক্রম

১। শিল্পকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে ঃ

(ক) সূতাকাটা

(খ) বয়ন

২। প্রথম ৫ বৎসর সূতাকাটা শিক্ষায় অতিবাহিত হইবে; শেষ দুই বৎসর বয়ন শিক্ষা এবং শিল্প-সংক্রান্ত কাঠের কাজ ও লোহার কামারের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৩। ছাত্রদের শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপ করিবার সুবিধার জন্য প্রতি বৎসরকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

৪। ছাত্রদের শিক্ষার জন্য তুলার বীচি ছাড়ানো ও পরিষ্কার করার পদ্ধতি বিদ্যালয়ে দেখাইতে হইবে; বিদ্যালয়ে শিল্পকাজে যে তূলা ব্যবহৃত হইবে তাহার বীচি ছাড়ানোর জন্য হাত চরকা ব্যবহার করা হইবে। এজন্য মাঠ হইতে পরিষ্কার তূলা অর্থাৎ পাতার টুক্‌রা-শূন্য ও কীটবিহীন তূলা সংগ্রহ করিতে হইবে।

৫। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেরা তূলা পেঁজিতে পারিবে না বলিয়া উপরের শ্রেণীর ছাত্রগণ তাহাদের জন্য পেঁজিয়া দিবে।

৬। শিক্ষককে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রথম অবস্থা হইতেই চরকায় বা তক্‌লিতে সূতা কাটিতে যেন তূলার অপচয় না হয়। শতকরা ১০ ভাগ অপচয় (পেঁজায় ৫% সমেত) সাধারণতঃ ধরা হইয়া থাকে—এই অনুপাতেই দাম নির্ধারিত

হইয়া থাকে। কোন প্রকারেই যেন ইহার চেয়ে বেশী অপচয় না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৭। যখন ৮ হইতে ১২ নম্বর পর্য্যন্ত সূতাকাটা হইতে থাকিবে তখন রোজিয়াম (rozium) অপেক্ষা নিম্নস্তরের তূলা ব্যবহার করা উচিত হইবে না। যখন ১৩ এবং তদপেক্ষা উপরের নম্বরেরর সূতাকাটা হইতে থাকিবে তখন দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলা যেমন, ভেরাম, সুরাটি, ক্যামবোডিয়া, জয়বন্ত অথবা পাঞ্জাব এবং আমেয়িকার ভাল তূলা ব্যবহার করিতে হইবে।

৮। শিল্পকাজের জন্য প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট এবং সারা বৎসরে ২৮৮ দিন (মাসে গড়ে ২৪ দিন হিসাবে) পাওয়া যাইবে।

প্রথম শ্রেণী ঃ প্রথম ছয়মাস

সূতাকাটা

১। নিম্নলিখিত কৌশল শিখাইতে হইবে ঃ

(ক) তূলা পরিষ্কার করা।

(খ) পেঁজা তূলা হইতে লাছি তৈয়ার করা।

(গ) জোড়া দেওয়ার কৌশল।

(ঘ) তক্‌লিতে ডান হাতে সূতাকাটা ;
আঙুল দিয়া সূতাকাটা ;
হাঁটুর উপরে সূতাকাটা ;
হাঁটুর নীচে সূতাকাটা।

(ঙ) তক্‌লিতে বাম হাতে সূতাকাটা—কিন্তু সূতার পাক ডান হাতের মতই হইবে।

উপরে উল্লিখিত তিন প্রকারে সূতাকাটা।

(ঢ) সূতা জড়ানো।

২। তক্‌লিতে সূতাকাটা পর্যায়ক্রমে ডান হাতে ও বাম হাতে অভ্যাস করাইতে হইবে।

৩। ছয় মাসের শেষে কাজের ক্ষিপ্রতা (speed) হইবে তিন ঘণ্টায় ১০ নম্বব সূতা ১ ৳ লাট্টি (১৬০ ফেটি)।

৪। ছয়মাসের দৈনিক ক্ষিপ্রতাব গড় হইবে—তিন ঘণ্টায় ১০ নম্বর সূতার ৳ লাট্টি অর্থাৎ ১৪৪ দিনে ২৭ গুণ্ডি (৬৪০ ফেটি)—ওজন ছয় ছটাক। তূলা পেঁজা ছাড়া সের প্রতি ৫০ মজুরি ধরিলে ছাত্রপ্রতি উপার্জন হইবে ১৻০ একটাকা দুই পয়সা।

প্রথম শ্রেণীঃ শেষের ছয়মাস

সূতাকাটা

১। এই ছয়মাসে তূলা ধুনা ও পেঁজা শিখাইতে হইবে।

২। ছয়মাসের শেষে এইরূপ কাজে ক্ষিপ্রতা হইবে—ঘণ্টায় ২ ৳ তোলা ওজনের তূলা পেঁজা ও লাছি তৈয়ার করা।

৩। ছয়মাসের শেষে তক্‌লিতে সূতাকাটার পটুতা হইবে—তিন ঘণ্টায় ১০ নম্বর সূতা (জড়ানো সমেত) ২ লাট্টি।

৪। এই ছয়মাসে তূলা পেঁজা সহ সূতাকাটার ক্ষিপ্রতা

হইবে—তিন ঘণ্টায় ১০ নম্বর সূতার ১২ লাচ্ছি। মোট প্রস্তুত সূতার পরিমাণ হইবে ৪৫ গুণ্ডি—ওজন সওয়া দুই সের। প্রতি ছাত্রের উপার্জন হইবে—সের প্রতি ১।৵০ মজুরি হিসাবে ২॥১০।

তকলিতে স্থতাকাটা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান

১। তকলিতে বেশী পরিমাণে সূতা জড়াইলে ঘূর্ণনের হার (সংখ্যা) কমে কেন?

২। তকলিতে ঢিলাভাবে সূতা জড়াইলে ঘূর্ণনের হার কমে কেন?

৩। তকলির ঘূর্ণনবেগ বেশী করার জন্য ছাই ব্যবহার করা হয় কেন?

দ্বিতীয় শ্রেণী : প্রথম ছয়মাস

সূতাকাটা

১। এই কয়মাসে তূলার বীজ ছাড়ানো শিখাইতে হইবে।

২। প্রথমে একখানা তক্তা ও একটি লৌহদণ্ডের সাহায্যে এই কাজ অভ্যাস করাইতে হইবে। আধ ঘণ্টায় এক ছটাক তূলা বীজশূন্য করার অভ্যাস হইলে বীজনিষ্কাশন যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে।

৩। ছয়মাসের শেষে পটুতা হইবে—আধ ঘণ্টায় ২০ তোলা তূলার বীজ নিষ্কাশন।

৪। এই সময়ের শেষে লাছি তৈয়ার করা সমেত ছাত্রের তূলা পেঁজার ক্ষমতা হইবে—ঘণ্টায় ৩ তোলা।

৫। এই সময়ের শেষে তক্‌লিতে সূতাকাটার ক্ষিপ্রতা হইবে—৩ ঘণ্টায় ১০ নম্বর সূতার ২$\frac{১}{৪}$ লাট্টি।

৬। তূলা পেঁজা সমেত তক্‌লিতে দৈনিক সূতাকাটার হার হইবে—৩ ঘণ্টায় ১২ নম্বর সূতার ১$\frac{১}{৫}$ লাট্টি। ছাত্র প্রতি মোট উৎপন্ন সূতার পরিমাণ হইবে ৬৩ গুণ্ডি—ওজন ২ সের ১০ ছটাক। সের প্রতি ১।৵০ মজুরি ধরিরা প্রতি ছাত্রের উপার্জন হইবে ৩৷৵১০। ইহার সঙ্গে বীজ ছাড়ানোর জন্য সের প্রতি।০ মজুরি ধরিলে মোট মজুরি হইবে ৫৵১৫।

দ্বিতীয় শ্রেণী : শেষের ছয়মাস

সূতাকাটা

১। এই কয়মাসে ছাত্রগণ দুই খাঁজে টাকুওয়ালা যারবেদা চরকায় সূতাকাটা শিখিবে।

২। পর্যায়ক্রমে ডান হাতে ও বামহাতে চরকায় সূতাকাটা অভ্যাস করিবে।

৩। ছয়মাসের শেষে ঘণ্টায় ৩$\frac{১}{২}$ তোলা তূলা পেঁজার ক্ষমতা আয়ত্ত করাইতে হইবে।

৪। এই সময়ের শেষ দিকে জড়ানো সমেত তক্‌লিতে সূতাকাটার ক্ষমতা হইবে—৩ ঘণ্টায় ১২ নম্বর সূতার ২$\frac{১}{২}$ লাট্টি;

৫। চরকায় সূতাকাটার ক্ষমতা হইবে—জড়ানো সমেত ৩ ঘণ্টায় ১৬ নম্বর সূতার ৩৪ ল ট্টি।

৬। এই সময়ে সূতার নম্বর নিরূপণ করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে।

৭। এই কয়েক মাসে ছাত্রের চরকায় সূতাকাটার পটুতা হইবে—৩ ঘণ্টায় ১৪ নম্বর সূতার ২ৡ লাট্টি। মোট সূতার পরিমাণ হইবে ৯০ গুণ্ডি—ওজন ৩ সের ৩ৡ ছটাক। পেঁজা সমেত সূতাকাটার মজুরি সের প্রতি ১৷৵০ হিসাবে হইবে ৫৶১০। ইহার সঙ্গে তূলার বীজনিষ্কাশনের জন্য সের প্রতি ।০ মজুরি ধরিলে সাকুল্য আয় হইবে ছাত্র প্রতি ৫৸৶১০।

সমস্যা

১। চরকার টাকু ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল কিংবা কোণাকুণি ভাবে রাখিলে কি সুবিধা বা অসুবিধা?

২। পুলি যাহাতে মোড়িয়ার ঠিক মধ্যস্থলে থাকিয়া ঘোরে যে জন্য কি করিতে হইবে?

৩। চরকার কোন্ অংশে তেল দিতে হইবে?

৪। চরকায় তেল দিবার প্রয়োজন কি?

৫। তেল দিবার পর চরকা অনায়াসে ঘোরে কেন?

ঘর্ষণজনিত প্রতিবন্ধকের কথা ছাত্রদিগকে জানাইতে হইবে; দরজার কব্জাতে, কূপের জল তুলিবার কপিকলে তেল দিবার ফলে কি সুবিধা হয় ছাত্রগণ লক্ষ্য করিবে।

তৃতীয় শ্রেণী : প্রথম ছয়মাস

সূতাকাটা

১। এই কয়মাসে ছাত্রদিগকে বিভিন্ন প্রকারের তূলার সহিত পরিচিত করাইতে হইবে। বিভিন্ন প্রকারের তূলার আঁশের দৈর্ঘ নির্ণয় এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় তূলা হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন নম্বরের সূতা সম্বন্ধে ছাত্রগণ ধারণা করিতে পারিবে।

২। এই সময়ের শেষে তূলা পেঁজা ও লাছি তৈয়ার করার পটুতা হইবে ঘণ্টায় ৪ তোলা।

৩। জড়ানো সমেত তক্‌লিতে সূতাকাটার পটুতা অর্জিত হইবে—৩ ঘণ্টায় ১২ নম্বর সূতার ২$\frac{১}{২}$ লাট্টি।

৪। চরকাতে সূতাকাটার অভ্যাস হইবে—৩ ঘণ্টায় ২০ নম্বর সূতার ৩$\frac{৩}{৪}$ লাট্টি।

৫। তূলা পেঁজা ও সূতাকাটার দৈনিক গড় হইবে—৩ ঘণ্টায় ২০ নম্বর সূতার ২$\frac{১}{২}$ লাট্টি। প্রতি ছাত্রের মোট উৎপাদিত সূতা হইবে—৯০ গুণ্ডি, ওজন ২$\frac{১}{৪}$ সের। সের প্রতি মজুরি (পেঁজা সহ) ২।০ হিসাবে প্রতি ছাত্রের উপার্জন হইবে ৫/০।

তৃতীয় শ্রেণী : শেষের ছয়মাস

সূতাকাটা

১। এই সময়ের শেষে তক্‌লিতে সূতা কাটিবার অভ্যাস হইবে—৩ ঘণ্টায় ১২ নম্বর সূতার ২$\frac{৩}{৪}$ লাট্টি।

২। চরকায় সূতা কাটিবে—৩ ঘণ্টায় ২০ নম্বর সূতার ৪½ লাট্টি।

৩। এই সময়ের তূলা পেঁজা ও সূতাকাটার দৈনিক গড় হইবে—৩ ঘণ্টায় ২০ নম্বর সূতার ৩¼ লাট্টি। মোট উৎপাদিত সূতা ছাত্রপ্রতি হইবে—১১৭ গুণ্ডি, ওজন ২ সের ১৪½ ছটাক; মজুরি সের প্রতি ২।০ হিসাবে ৬॥৫।

সমস্যা

১। যারবেদা চরকার সুবিধা কি?

২। পিছলাইয়া বা ফস্কাইয়া যাওয়ার কারণ কি?

৩। ধূনন যন্ত্রের ছিলা খুব শক্ত অথবা ঢিলা করিয়া বাঁধিলে তূলা ধূনিতে কি সুবিধা বা অসুবিধা হয়?

৪। যারবেদা চরকায় স্প্রিং-এর কার্যকারিতা কি?

চতুর্থ শ্রেণী : প্রথম ছয়মাস

সূতাকাটা

১। এই কয়মাসে ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখাইতে হইবে:

(ক) কেমন করিয়া সূতার শক্তি ও সমতা পরীক্ষা করা যায়;

(খ) কেমন করিয়া সূতাকাটার ক্ষিপ্রতা বাহির করা যায়।

২। তূলার বীজনিষ্কাষণ যন্ত্র ও ধূনন যন্ত্র 'মেরামত করা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

৩। এই ছয়মাসের শেষে ছাত্রদের চরকায় সূতাকাটার পটুতা হইবে—৩ ঘণ্টায় ২৪ নং সূতার ৪½ লাট্টি।

এই সময়ে দৈনিক ক্ষিপ্রতার গড় হইবে—৩ ঘণ্টায় ২৪ নং সূতার ৩½ লাট্টি। মোট উৎপাদিত সূতার পরিমাণ হইবে—১২৬ গুণ্ডি, ওজন ২ সের ১০ ছটাক। মজুরি সের প্রতি ২৬/০ হিসাবে ৭৷৷১৫।

চতুর্থ শ্রেণী : শেষের ছয়মাস

সূতাকাটা

১। এই সময়ে ছাত্রগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখিবে :

(ক) যারবেদা চরকার বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান ও মেরামত করা ;

(খ) বাঁশের তকলি প্রস্তুত করা।

২। এই সময়ের শেষে ছাত্রগণ তকলিতে সূতা কাটিবে—৩ ঘণ্টায় ১৪ নং সূতার ৩ লাট্টি।

৩। চরকায় সূতা কাটিবে—৩ ঘণ্টায় ২৮ নং সূতার ৫ লাট্টি।

৪। দৈনিক হার হইবে—৩ ঘণ্টায় ২৮ নং সূতার ৩½ লাট্টি। মোট উৎপাদিত সূতার পরিমাণ—১২৬ গুণ্ডি, ওজন ২¼ সের ; মজুরি সের প্রতি ৩৷৷৵০ হিসাবে ৮৵১০।

সমস্যা

১। অল্প ব্যাসের কপিকলের সাহায্যে তাড়াতাড়ি সূতাকাটা যায় কিন্তু সূতা জড়াইতে ইহাতে অসুবিধা হয় কেন?

২। যারবেদা চরকার দুইটি চাকার দূরত্ব পরস্পর হইতে কতটুকু হইবে?

৩। হিসাব অনুসারে যাহা হওয়া উচিত তাহা না হইয়া ঘূর্ণন প্রকৃতপক্ষে কিছু কম হয় কেন?

পঞ্চম শ্রেণী : প্রথম ছয়মাস

সূতাকাটা

১। এই সময়ে ছাত্রদিগকে অন্ধ্রদেশীয় প্রক্রিয়ায় তূলার বীজনিষ্কাশন, তূলাপেঁজা এবং ৪০ নং পর্য্যন্ত সূতাকাটা শিখাইতে হইবে; যারবেদা চরকায় ব্যবহার করিতে হইবে।

২। এই সময়ের শেষে সূতাকাটার ক্ষিপ্রতা হইবে—২ ঘণ্টায় ৪০ নং সূতার ২ লাট্টি।

৩। ছাত্রদিগকে 'মগন চরকায়' সূতাকাটা শিখাইতে হইবে।

৪। মগন চরকায় সূতাকাটার ক্ষিপ্রতা হইবে—১ ঘণ্টায় ২৪নং সূতার ২½ লাট্টি।

৫। দৈনিক ক্ষিপ্রতার গড় হইবে—যারবেদা চরকায়

২ ঘণ্টায় ৪০নং সূতার ১ৡ লাট্টি ; মগন চরকায় ১ ঘণ্টায় ২৪নং সূতার ১ৡ লাট্টি।

৬। ছয়মাসের মোট উৎপাদিত সূতার পরিমাণ ছাত্রপ্রতি—সূতার ৪০নং ৪৫ গুণ্ডি, ওজন ৯ ছটাক এবং ২৪নং সূতার ৫৪ গুণ্ডি, ওজন এক সের ২ ছটাক।

৭। মজুরি—৪০নং সূতার সের প্রতি ৬৷৹ হিসাবে ৩৷৫ এবং ২৪নং সূতার সের প্রতি ২৸৶৹ হিসাবে ৩৶১৫ ; ছাত্রের মোট উপার্জন হইবে—৬৸৹।

পঞ্চম শ্রেণী : শেষের ছয়মাস

সূতাকাটা

১। এই সময়ে ছাত্রগণ ৬০নং পর্যন্ত সূতা কাটিবে।

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাহাদিগকে শিখিতে হইবে :

(ক) এক গজ কাপড়ের জন্য কতটুকু সূতার প্রযোজন ;

(খ) কোন নির্দিষ্ট নম্বরের সূতার জন্য ইঞ্চিপ্রতি কত পাকের প্রয়োজন ;

(গ) চরকার চাকা ও টাকুর মধ্যে ঘূর্ণনের অনুপাত।

৩। এই সময়ে ছাত্রগণ শিখিবে কেমন করিয়া টাকু সোজা করা যায়।

৪। বিভিন্ন প্রকারের চরকার সঙ্গে তাহারা পরিচিত হইবে যেমন, যারবেদা চরকা, মগন চরকা, সব্‌লি চরকা।

৫। এই সময়ের শেষে ছাত্রগণ তক্‌লিতে সূতা কাটিবে—৩ ঘণ্টায় ১৬নং সূতার ৩ লাট্টি।

৬। বর্ষশেষে সূতাকাটার অভ্যাস হইবে—২ ঘণ্টায় ৬০নং সূতার ২ লাট্টি; মগন চরকায়—১ ঘণ্টায় ২৮নং সূতার ৩ লাট্টি।

৭। এই সময়ে সূতাকাটার দৈনিক হার হইবে—৬০নং সূতার ১১/৪ লাট্টি এবং ২৮নং সূতার ২ লাট্টি। মোট পরিমাণ হইবে ৬০নং সূতার ৪৫ গুণ্ডি, ওজন ৬ ছটাক এবং ২৮নং সূতার ৭২ গুণ্ডি, ওজন ১ সের ৪১/২ ছটাক।

৮। মজুরি—৬০নং সূতার সের প্রতি ১১৷৹ হিসাবে ৩৷৵৹ এবং ২৮নং সূতার সের প্রতি ৩৷৵৹ হিসাবে ৪৷৵৫, মোট উপার্জন হইবে—৮৶১৫।

পাঁচ বৎসরে ছাত্রপ্রতি আয়

১ম বর্ষ	....	....	৩৷/৹
২য় ,,	....	...	৯।/৩ পাই
৩য় ,,	....	....	১১৷/৯ ,,
৪র্থ ,,	....	...	১৫৷৴৩ ,,
৫ম ,,	....	....	১৫৷/৯ ,,
			মোট ৫৫৶/৹

শতকরা ২৫ ভাগ বাদ দিয়া ৫ বৎসরের মোট আয় দাঁড়াইবে—৪১৶/৯ পাই।

বয়ন বিভাগ

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী

বয়ন শিল্পের ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, দুই বৎসরের মধ্যে ছাত্রকে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয়। এইজন্য দুইটি বিকল্প প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে সাধারণ বয়ন ও ডুরি বয়ন দুই প্রকার বয়ন শিক্ষার ব্যবস্থাই থাকিবে, ছাত্র যে কোন একটি পছন্দ করিয়া লইতে পারিবে। দুই বৎসরে ছাত্র মোটামুটি রকম শিক্ষালাভ করিবে এবং এ বিষয়ে অধিকতর শিক্ষা বা ট্রেনিং পাইতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে দুই বৎসর পরেও কিছুদিন শিক্ষানবীশি করিতে হইবে।

এই সময়ে ছাত্রের বয়স ১৩।১৪ বৎসর হইবে, কাজেই তাহার শিল্পশিক্ষাও প্রাথমিক স্তরের হইবে।

প্রথম পাঁচ বৎসর শিক্ষার পর সূতাকাটার ছাত্রের অনেকটা দক্ষতা অর্জিত হইবে। সেইজন্য শেষের দুই বৎসরে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে সূতাকাটা শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু ছাত্রদিগকে গৃহে সূতাকাটার অভ্যাস রাখিতে হইবে এবং বিদ্যালয় হইতে সেই সূতার বিনিময়ে কাপড় অথবা সূতার দাম দিতে হইবে।

বয়ন

ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ প্রথম বর্ষ

বয়নশিক্ষাকে দুইটি ষাণ্মাসিক পর্যায়ে ভাগ না করিয়া দুই বৎসরে দুই শ্রেণীর উপযুক্ত শিক্ষাক্রম নির্ধারণ করা হইয়াছে। প্রথম বৎসরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখানো হইবে ঃ—

(ক) জড়াইয়া ফেটি বাঁধা

(খ) রীল বা কাঠিম ব্যবহার

(গ) মেরামত করা বা সুতা পরানো

(ঘ) টানা পরানো

(ঙ) বিস্তার সাধন, তাসান বা মাড় দেওয়া

(চ) ডবল বুনন

বৎসরের শেষে কাজে ছাত্রের ক্ষিপ্রতা হইবে এইরূপ ঃ

(ক) ফেটি বাঁধা .... ঘণ্টায় ৫ গুণ্ডি

(খ) রীলে জড়ানো.... ... ,, ৩ ,,

(গ) সূতা পরানো .... ,, ২২ পানজাম (শানার ৬০টি ছিদ্র)।

(গ) টানা পরানো .... ঘণ্টায় ২২ পান্‌জাম

(ঙ) বিস্তার, তাসান ইত্যাদি ৩ ঘণ্টায় সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(চ) ডবল বুনন .... ৩ ঘণ্টায় ২ গজ।

এক বৎসরে উল্লিখিত প্রক্রিয়া শিখিয়া প্রতি ছাত্র ১০৮ গজ কাপড় বুনিতে পারিবে। প্রতি ১০ গজের মজুরি ৵১০ হিসাবে মোট উপার্জন হইবে ৮৷৶০।

বয়ন

সপ্তম শ্রেণী ঃ দ্বিতীয় বর্ষ

এ বৎসরেও ডবল বুনন শিক্ষা চলিবে কিন্তু ঐ সঙ্গে অন্যান্য প্যাটার্ণ, যেমন হানিকম্ব বা মৌচাকি বুননের তোয়ালে, কোটের রঙিন ছিট প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ছাত্রগণ এই বৎসরে কোন্ কোন জাতীয় কাপড় তৈয়ার করিতে কোন্ নম্বরের সূতার প্রয়োজন তাহা শিক্ষা করিবে। বছরের শেষে ঠকঠকি তাঁতে ৩ ঘণ্টায় ৩½ গজ কাপড় বুনিবার দক্ষতা হইবে। প্রতি ছাত্রের মোট প্রস্তুত কাপড়ের পরিমাণ হইবে ২১৬ গজ; গজ প্রতি /১৫ মজুরি হিসাবে উপার্জন হইবে ১৬৵৶০।

দুই বৎসরে ছাত্রপ্রতি আয়

প্রথম বর্ষ	...	....	৮৷৶০
দ্বিতীয় বর্ষ	....	...	১৬৵৶০
			মোট ২৫৷/০

শতকরা ২৫ ভাগ বাদ দিয়া মোট আয় দাঁড়াইবে ১৮৵৶১৫।

টেপ ও ডুরি বয়ন

ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ প্রথম বর্ষ

এ বিভাগে ছাত্রদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখানো হইবে।

(ক) সূতা পাকানো

(খ) দড়ি তৈয়ার করা

(গ) টানা প্রস্তুত করা

(ঘ) 'ব'-সূতা প্রস্তুত করা

(ঙ) বিভিন্ন নক্সার টেপ, ডুরি, আসন, কার্পেট বুনানো।

টেপ, ডুরি, আসন, কার্পেট প্রভৃতি বয়নের জন্য বিভিন্ন হারে মজুরি দেওয়া হয়। সাধারণ কাপড়ের মজুরি অপেক্ষা একাজে মজুরি বেশী। মোটামুটি হিসাবের জন্য ছাত্রদের এ বৎসরের কাজের মজুরি ছাত্রপ্রতি ধরা হইয়াছে ৮৷৶০।

সপ্তম শ্রেণী ঃ দ্বিতীয় বর্ষ

কেমন করিয়া রঙিন ডুরি ও কার্পেট বোনা হয় এবৎসরে ছাত্রগণ তাহা শিক্ষা করিবে। সারা বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন নক্সার ডুরি ও কার্পেট বুনানো শিক্ষা দেওয়া হইবে।

সাধারণ বয়নের মত হিসাব ধরিলে এ বৎসরে ছাত্রপ্রতি উপার্জন হইবে ১৬৸৵০।

সাত বৎসরের মোট আয়

সূতাকাটা	....	...	৪১৮/১৫
বয়ন	...	....	১৮৮৵/১৫
			মোট ৬০৮/১০

গান্ধীজী প্রবর্তিত বনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের মাসিক বেতনে ধরা হইয়াছিল ২৫ টাকা।

৭ বৎসরে শিক্ষকের মোট বেতন হইবে—২১০০৲

ছাত্রের উপার্জিত অর্থের পরিমাণ হইবে—১৮২৫৲

১৯৩৭ সালে নিখিল ভারত কাটুনি সংঘের মহারাষ্ট্র শাখা কর্তৃক প্রদত্ত দিনমজুরির উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রদের প্রস্তুত জিনিসের মজুরি নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু বিগত দশ বৎসরে দেশে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে—আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব পড়িয়াছে। স্বাধীনতা অর্জনের ফলে যে রাষ্ট্রপরিবর্তন, তথা যুগপরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা এখনো জাতীয় জীবনের ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে অসাধারণ মুদ্রাস্ফীতি ও মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহার জের এখনো চলিতেছে। খাদ্যদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র, ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ও নিত্যব্যবহার্য অন্যান্য জিনিসের মূল্য প্রাক্-যুদ্ধকালীন অবস্থা হইতে চার-পাঁচ গুণ বেশী হইয়াছে। টাকার ক্রয়ক্ষমতা বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। অল্প বেতনের চাকুরিয়ার কোন

রকমে খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এমনভাবে শিক্ষকের বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে তাঁহাকে পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্য শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য কোন উপজীবিকার উপর নির্ভর করিতে না হয়।

শিক্ষক সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। বনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের গুরুত্ব আরো বেশী। এই বিদ্যালয়ের সাফল্যের জন্য, নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত, নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ শক্তিমান্ জাতি গঠনের জন্য যোগ্য শিক্ষকের সানুরাগ উৎসাহ ও সর্বশক্তি প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। জাতীয় সরকারকে শিক্ষকের ভদ্রভাবে জীবন যাপনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে। শিক্ষককেও জাতিগঠন এবং প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়া শিক্ষাকার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ কবিতে হইবে; ইহার জন্য চাই দীপ্ত স্বদেশানুরাগ, অনুসন্ধিৎসা, ছাত্রপ্রীতি, মনের তারুণ্য ও নিত্য জ্ঞানসঞ্চয়স্পৃহা।

কৃষি

বনিয়াদী বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে কৃষি-শিক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষিবিদ্যা শিক্ষার প্রথম স্তর, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী দ্বিতীয় স্তর। প্রথম স্তরে অর্থাৎ প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কৃষি বনিয়াদী শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা

হইবে না। এই কয় বৎসরে ছাত্রগণ জমির প্রকৃতি, সার প্রয়োগের ফল, উদ্ভিদের জীবন প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবে। এ বিষয় সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। ছাত্রগণ বিদ্যালয়-সংলগ্ন এক একর পরিমাণ বাগানে শাকসব্জী ও নানাবিধ তরকারি উৎপন্ন করিবে।

দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে ছাত্রগণ কৃষিকার্যকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। এই দুই বৎসরের কৃষিসংক্রান্ত শিক্ষার ক্রম এমনভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, পুঁথি হইতে অর্জিত এবং শিক্ষকের নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ছাত্রগণ বাস্তব কাযের মধ্যে দিয়া পরীক্ষা করিয়া নিজস্ব করিয়া লইতে পারিবে।

প্রথম শ্রেণী

এই শ্রেণীর ছাত্রদের বয়স হইবে ৭ বৎসর। ছোট একখণ্ড জমিতে বাগান তৈয়ার করা হইবে। ছাত্রগণ ছোট ছোট খুরপি ও গাছে জল দেওয়ার পাত্র ব্যবহার করিবে। প্রথম ছয়মাস ছাত্রগণ শিক্ষক ও উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের কাজ পর্যবেক্ষণ করিবে, পরের ছয়মাস নিম্নলিখিত কাজে অভ্যস্ত হইবে ঃ

১। বীজ বপন

২। চারাগাছে জল সেচন

৩। চারাগাছের যত্ন লওয়া ঃ

(ক) জল সেচন

(খ) আগাছা তুলিয়া ফেলা

(গ) ঘাস নিড়ান

(ঘ) অনিষ্টকারী পোকা সরাইয়া ফেলা

(ঙ) বাগানের গাছে সার প্রয়োগ

৪। বাগানে ফুলগাছ এবং সব্জীগাছের বীজ সংগ্রহ।

৫। পশু-পক্ষীর যত্ন; গৃহপালিত পাখী এবং পশুকে খাদ্যদান, পোষা শাবকদের যত্ন পরিচর্যা।

সূত্রানুক্রমিক (theoretical) শিক্ষা ঃ

১। গাছের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়—মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল এবং ফল।

২। কেমন করিযা বীজ হইতে অংকুরোদ্গম হয়—বীজ, মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল।

৩। বৃদ্ধির জন্য চারাগাছের কি প্রয়োজন—মাটি, জল, খাদ্য, আলো এবং বাতাস।

৪। পাখী এবং পশুর প্রয়োজনীয়তা।

উপরি উল্লিখিত কাজ এবং শিক্ষাদান ব্যতীত ছাত্রদিগকে পর্যবেক্ষণ করাইবার জন্য গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী

ব্যবহারিক (practical) শিক্ষা ঃ

১। বীজ বপন

২। কাঠের বাক্সে মাটি তুলিয়া ছোট বীজক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

৩। বাগানের মধ্যে ছোট ছোট বীজক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

(ক) কোপান

(খ) সার দেওয়া

(গ) খুরপি ব্যবহার করা

৪। সব্জীর এবং ফুলের চারাগাছ বীজক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে রোপণ—দূরত্ব নির্ধারণ, মাটিতে পুঁতিবার কৌশল, জল সেচন, চারাগাছের রক্ষার ব্যবস্থা।

৫। খুরপির সাহায্যে নিড়াইয়া দেওয়া।

৬। সার প্রয়োগ করা।

৭। অনিষ্টকারী কীট সরাইয়া ফেলা।

৮। বীজ বপন করা ছাড়া অন্য উপায়ে গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কৌশল—ডাল কাটিয়া রোপণ করা, কলম করা, কেমন করিয়া ইহা করিতে হয় লক্ষ্য করিবে।

৯। গৃহপালিত পশু-পক্ষীর যত্ন—পোষা প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করা।

১০। রুচি ও শিল্পশিক্ষা ঃ বাগানে কতকগুলি জ্যামিতিক আকারে নক্সা তৈয়ার করা ; মালা ও ফুলের তোড়া নির্মাণ ; ফুলের চারা এবং লতাগাছ ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য বাঁশের ঝুড়ি তৈয়ার করা।

সূত্রানুক্রমিক ঃ

১। নার্সারীর জন্য স্থান নির্বাচন এবং নার্সারী প্রস্তুত করার উপায়।

২। এজন্য কি প্রকারের মাটি এবং সারের প্রয়োজন।

৩। ভাল এবং খারাপ বীজ চিনিতে পারা।

৪। অংকুরোদ্গমে ভাল এবং খারাপ বীজের ফলাফল।

৫। চারাগাছের বিভিন্ন অংশের কাজ।

(ক) মূল—মাটিতে গাছকে আট্‌কাইয়া রাখে, খাদ্য গ্রহণ করে।

(খ) কাণ্ড—খাদ্য সারাদেহে ছড়াইয়া দিতে সাহায্য করে, জলের সঙ্গে লাল কালি মিশাইয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে কেমন করিয়া গাছ মূলের সাহায্যে খাদ্য টানিয়া লইয়া সারা দেহে পৌঁছাইয়া দেয়।

৬। গাছ রোপণ করিবার সময়—অপরাহ্ন, সূর্যের তেজ কমিলে। জল সেচনের সময়—ভোরবেলা, সন্ধ্যাবেলা।

৭। বীজ সংগ্রহ—কোথায়, এবং কেমন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। কৃষিসংক্রান্ত কোন প্রণালী দেখাইবার জন্য ছাত্রদিগকে মাঝে মাঝে কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইবে।

তৃতীয় শ্রেণী

ব্যবহারিক ঃ

এই শ্রেণীতে ফুল এবং সব্জী বাগানের যাবতীয় কাজ

নিজেরাই করিবে। তাহারা ছোট আকারের কোদালি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবে।

১। প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজের অনুবৃত্তি ;

২। চারাগাছ পাত্রে স্থানান্তরিত করা ;

৩। পাত্রের জন্য সার প্রস্তুত করা ;

৪। মেটে কলম করিয়া গাছের বংশবিস্তার ;

৫। অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গুটিপোকা পালন ;

৬। মাঝে মাঝে ফুল এবং সজী ক্ষেত নিড়াইয়া দেওয়া ;

৭। কতকগুলি পাত্রে সার প্রয়োগ করিয়া এবং কতকগুলিতে সার না দিয়া গাছের সতেজতা পরীক্ষা করা ;

৮। পশু-পালন।

সূত্রানুক্রমিক ঃ

১। অংকুরিত বীজ পরীক্ষা।

(ক) ভ্রূণ

(খ) বীজ-দল

ভ্রূণ বীজকোষস্থ অংকুরে এবং মূলে পরিণত হয় ; অংকুর উপরের দিকে উঠে, মূল মাটির নীচে চলিয়া যায়। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীজ-দল খসিয়া পড়ে।

২। মূল পর্যবেক্ষণ—থাবড়া মূল, আঁশ-ওয়ালা মূল।

৩। কাণ্ড পর্যবেক্ষণ—বাকল, কাঠ, গাঁইট, পাতা ইত্যাদি। মূল এবং কাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য।

৪। প্রজাপতি ও ফড়িঙের জীবনী।

৫। শস্যনাশক কীট—প্রতিকারের উপায়।

৬। চারা-গাছ বসাইবার উপযোগী পাত্র প্রস্তুত প্রণালী।

(ক) পাত্রে কি কি জিনিস দিতে হইবে।

(খ) পাতা-পচানো সার—ইহার অনুপাত।

৭। সারের প্রয়োজন এবং উপকারিতা—কৃত্রিম সার ব্যবহার।

৮। সাররূপে মল প্রয়োগ।

৯। দুগ্ধজাত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

চতুর্থ শ্রেণী

ব্যবহারিক ঃ

১। বাগানের জমিতে বর্ষাকালীন ফল ও তরকারী উৎপাদন—শিম, কাঁকুড়, বেগুন প্রভৃতি।

২। চারাগাছ স্থানান্তরিত করার যোগ্য জমি তৈয়ার করা।

৩। জমিতে সার প্রয়োগ।

৪। জলসেচের বন্দোবস্ত করা।

৫। জমির উপরে বিভিন্ন জাতীয় সার বিনিবেশ—য়্যামোনিয়াম সালফেট, নাইট্রেট ইত্যাদি।

৬। সার, চূর্ণ ও বালির সংমিশ্রণে কখনও বা বিনা মিশ্রণে চুয়ানো ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ।

৭। বিভিন্ন প্রকারের লাঙল পর্যবেক্ষণ—কাঠের লাঙল, লোহার লাঙল। ছাত্রগণ ইহাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিবে।

৮। সম্ভবপর হইলে ভূমি প্রকৃতি ও মাটির স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করিবার জন্য ছাত্রদিগকে নিকটবর্তী পাহাড়ে লইয়া যাইতে হইবে।

৯। হাঁস মুরগী পালন।

খাদ্যদান, বাসগৃহ ও চারণক্ষেত্র পরিচ্ছন্ন রাখা, ডিম সংগ্রহ, ডিম হইতে বাচ্চা উৎপাদন, বাচ্চাদের যত্ন।

সূত্রানুক্রমিক ঃ

১। শস্যের নাম নিরূপণ। বপনের কাল অনুসারে শস্যকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—রবিশস্য, খারিপশস্য।

২। মৃত্তিকা পর্যবেক্ষণ।

মৃত্তিকা গঠন। কিসের প্রভাবে মৃত্তিকার রূপান্তর ঘটে—বাতাস, জল, উত্তাপ।

৩। স্থানীয় মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্ধারণ।

৪। বেলে, আটাল মাটি ও বালি এবং প্যাঁক মিশ্রিত।

৫। চিনিবার উপায়—

স্পর্শ করিয়া, দানা দেখিয়া, রঙ ও ওজন দেখিয়া, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া, প্রত্যেক জাতীয় মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া, দানার সংস্থাপন বা সন্নিবেশ দেখিয়া। মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া উহা খারিপ, রবি শস্য অথবা বাগানের শাক-সব্জীর উপযোগী তাহা ছাত্রগণ স্থির করিতে শিখিবে।

৬। মৃত্তিকার আর্দ্রতা।

৭। আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ।

৮। সারের উপযোগিতা ও কার্য। কখন, কেমন করিয়া এবং কি পরিমাণে কৃত্রিম সার প্রয়োগ করিতে হইবে ছাত্রগণ তাহা শিখিবে।

পঞ্চম শ্রেণী

ব্যবহারিক ঃ

১। আগাছা পবিষ্কার করা, নিড়ান।

২। কাঠের এবং লোহার লাঙল। মাঠে ইহাদেব ব্যবহাব ছাত্রগণ লক্ষ্য করিবে।

৩। মই দেওয়া ; চাষ কবা এবং মই দেওযাব পার্থক্য লক্ষ্য করিতে-হইবে।

৪। সব্জী উৎপাদন ঃ গ্রীষ্মকালীন তবিতবকারি এবং তৎসহ শীতকালীন আনাজ-তরকারিও উৎপন্ন করিবে, যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, লেটুস, টমাটো, মটরশুঁটি ইত্যাদি।

৫। তুলা, জোয়ার এবং ছোলা গাছেব মূল পর্যবেক্ষণ।

৬। মূলা এবং গাজরের মূলেব অংশ ও আলু এবং আদার কাণ্ডের খণ্ডিত অংশ মাটিতে পুঁতিয়া ছাত্রগণ ফলাফল লক্ষ্য করিবে।

৭। ছাত্রগণ বিভিন্ন প্রকারের পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের শ্রেণীবিন্যাস করিবে—একপ্রকার শিরা-ওয়ালা পাতা, সরল পাতা, মিশ্রপাতা প্রভৃতি।

৮। ছাত্রগণ বাগানে ফুল ফুটিবার কাল লক্ষ্য করিবে।

৯। আগাছা এবং পাতা হইতে কম্পোষ্ট সার তৈয়ার করা শিখিবে।

১০। ছোট একখণ্ড জমিতে ছাত্রগণ সার প্রয়োগের এবং নিড়ানোর ফলাফল পর্যবেক্ষণ করিবে। এই বিষয়ে তুলনামূলক পরীক্ষার জন্য।

(ক) কিছুটা স্থানে সার দিতে হইবে এবং ঠিক সেই পরিমাণ অন্যস্থানে বিনা সারে ফসল ফলাইতে হইবে। জল দেওয়া বা অন্যান্য ব্যাপারে দুইখণ্ড জমিতেই একই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(খ) নিড়ানো জমি এবং অনিড়ানো জমির গাছের ও ফসলের তারতম্য ছাত্রগণ লক্ষ্য করিবে।

(গ) আগাছা-মুক্ত এবং যত্ন-লওয়া জমির ও যত্ন-বিহীন জমির ফসলের পরিমাণ ও আকারের পার্থক্য লক্ষ্য করিবে।

সূত্রানুক্রমিক ঃ

১। বিভিন্ন প্রকারের আগাছা।

২। নিড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। কখন, কি ভাবে নিড়াইতে হয়।

৩। আগাছার উপর চাষের ক্রিয়া।

(ক) দ্বিবর্ষব্যাপী উদ্ভিদের পক্ষে গভীর ;

(খ) এক বর্ষব্যাপী উদ্ভিদের পক্ষে অগভীর।

৪। বর্ষার পর নিড়াইয়া মাটি ঢিলা করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। ইহার ফল—

(ক) মাটির আর্দ্রতা রক্ষা ;

(খ) আগাছা বিনাশ।

৫। দেশী লাঙল ও লোহার লাঙলের তুলনা ; কাজে ও আকারে পার্থক্য ; দেশী লাঙল অপেক্ষা মৌসুমী লাঙলের অধিকতর সুবিধা।

৬। বাখারের কাজ ; বাখার ও লাঙলের কাজেব পার্থক্য। রবি-ক্ষেত্রে বাখার প্রয়োগের ফল।

৭। মূল পর্যবেক্ষণ—মূল দুইভাগে বিভক্ত—থাবড়া ও সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত।

৮। মূল ও কাণ্ড।

৯। মূলা, মিষ্ট আলু, গাজর প্রভৃতি মূল ও আলু, মানকচু এবং আদার কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ।

১০। বটগাছের ঝুরি এবং জোয়ার, গম ও কতক লতা-গাছের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত মূল পর্যবেক্ষণ।

১১। ফুলের বিভিন্ন অংশ, বর্ণ, গন্ধ এবং প্রস্ফুটিত হইবার কাল পর্যবেক্ষণ।

১২। সার প্রস্তুত প্রণালী ; গোময় ও গোমূত্র মিশ্রিত মাটি সাররূপে ব্যবহার।

ছাত্রগণ মাঠে কাজ করিয়া শস্য উৎপাদনে সাহায্য করিবে।

ষষ্ঠ শ্রেণী

ব্যবহারিক ঃ

১। লাঙল এবং বাখার চালনা।

২। শস্য উৎপাদন। বীজ বপনের জন্য জমি প্রস্তুত করা হইতে শস্য মাড়াই এবং পরিষ্কার করার রীতি শিক্ষা; কিছু রবিশস্য ও খারিপশস্য লইয়া এই কাজ হাতে-কলমে শিখিতে হইবে।

৩। চাষের কাজে প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিক্ষা।

৪। বাগানে ফসল উৎপাদন—লঙ্কা, আখ, আলু, আদা প্রভৃতি।

৫। সারের জন্য গর্তের মধ্যে গোবর ও গোমূত্র সংরক্ষণ।

৬। সবুজ সারের জন্য জমিতে শণ চাষ।

৭। গোবর ও গোমূত্র প্রয়োগ করিয়া জমিতে সার দেওয়ার বন্দোবস্ত।

৮। বাগানে ও ধানি জমিতে সারের জন্য শণ উৎপাদন।

৯। তরল সার প্রয়োগ।

১০। জমিতে পর পর ভিন্ন জাতীয় ফসল উৎপাদন।

১১। ফুল সংগ্রহ এবং তাহাদের শ্রেণীবিভাগ; কোন্ জাতীয় কীট ফুল গাছের এবং ফুলের অনিষ্ট করে ছাত্রগণ তাহা লক্ষ্য করিবে।

১২। উদ্যান-কর্ষণ বিদ্যা :

গাছের বংশবৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া ; কলম করিবার কৌশল।

১৩। কলমের গাছ রোপণ :

গর্ত খনন, সার প্রয়োগ, রোপণ, গাছের আকার অনুসারে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রাখা, জল সেচন, ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া।

১৪। বাগানে নির্দ্দিষ্ট ছোট জমিতে পরীক্ষামূলক চাষ :

(ক) এক জমিতে পর পর একই ফসল উৎপাদন ;

(খ) পর পর ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন ;

(গ) চাষ কবা এবং বাখারি-দেওয়া জমিতেও চাষ করা কিন্তু বিনা বাখারির জমির ফসলের পরিমাণের তারতম্য লক্ষ্য করা ;

(ঘ) জমির উপরের স্তরের মাটি ও নিম্নস্তরের মাটিতে উদ্ভিদেব বৃদ্ধির তারতম্য লক্ষ্য করা ; ছাত্রগণ উভয় প্রকার মাটি দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে চারা রোপণ করিয়া ফলাফল পর্যবেক্ষণ করিবে।

সূত্রানুক্রমিক :

১। বীজ সংরক্ষণ।

২। ভাল বীজ পরীক্ষা :

(ক) গুরুত্ব ;

(খ) অংকুর বিকাশের শতকরা হার।

৩। বীজের আকার অনুসারে বীজ-ক্ষেত্র রচনা ঃ

(ক) সূক্ষ্ম বীজের জন্য মাটির দানা সূক্ষ্ম করিতে হইবে ;

(খ) বড় বীজের জন্য দানা বড় রাখা।

৪। জল সেচন পদ্ধতি ঃ

(ক) নালা প্রস্তুত করা, (খ) জল দান, (গ) মৃত্তিকার প্রকৃতি ও দানা অনুসারে জল সেচনের নীতি।

৫। মৃত্তিকা ঃ

জমির উপরের স্তর ও দ্বিতীয় স্তরের মাটির তুলনা ঃ

(ক) কতটুক্ নিম্নে দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হয় ;

(খ) মৃত্তিকার দানা, রঙ ইত্যাদি ;

(গ) আটাল-ভাব ও আর্দ্রতা ;

(ঘ) মৃত্তিকায় বিদ্যমান জান্তব পদার্থের পরিমাণ ;

(ঙ) প্রথম স্তরের ও দ্বিতীয় স্তরের মাটিতে গাছের বৃদ্ধির তারতম্য :

(চ) লাঙল চালাইবার সময় যাহাতে দ্বিতীয় স্তরের মাটি প্রথম স্তরে উঠিয়া না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৬। লাঙল দিয়া চাষের প্রয়োজনীয়তা ঃ

(ক) আগাছা এবং অনিষ্টকারী কীট বিনাশ ;

(খ) জমি পরিষ্কৃত করা ;

(গ) মাটি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেওয়া ;

(ঘ) গাছের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া ;

(ঙ) কর্ষিত এবং অকর্ষিত জমির ধারণাশক্তি ;

(চ) রবিশস্যের উপর প্রভাব ;

(ছ) মৌসুমী লাঙলের উপযোগিতা এবং বর্ষাঋতুতে, বাদলা দিনের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্র-প্রখর দিনে বাখারি দ্বারা জমির মৃত্তিকা আল্‌গা করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা।

৭। বাগানে উৎপন্ন ফসল পর্যবেক্ষণ ঃ

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে উৎপাদিত ফসলের পরিচয় লাভ। নিম্নলিখিত বিষয়ের দিকে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে ঃ

(ক) সময় এবং বপন করিবার প্রণালী ;

(খ) একর প্রতি বীজের পরিমাণ ;

(গ) সারির ব্যবধান ;

(ঘ) ফসল উৎপন্ন করিতে বিভিন্ন কার্যক্রম ; কেমন করিয়া, কেন ?

(ঙ) ফসল তুলিবার সময় ;

(চ) একর প্রতি ফসলের পরিমাণ।

৮। লাঙল এবং বাখারের বিভিন্ন অংশ এবং কার্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ;

৯। মই—দিবার উদ্দেশ্য ও উপকারিতা।

১০। কমলা লেবু, আম এবং পেয়ারা গাছের বংশবিস্তার সাধনের নীতি।

১১। ফলের চাষ :

(ক) কমলা লেবু (খ) অন্যান্য লেবু (গ) পেয়ারা (ঘ) অন্যান্য ফল।

১২। ফসলের পরিবর্তন :

(ক) ইহার উপযোগিতা (খ) উদ্দেশ্য (গ) উর্বরা শক্তির উপর প্রভাব (ঘ) ইহা সম্পাদনের কৌশল।

১৩। ইক্ষু।

১৪। সার—ইহার শ্রেণীবিভাগ :

(ক) উদ্ভিদ—গ্যাসীয় পদার্থ ও অঙ্গারের সমষ্টি। ইহা কোথা হইতে আসে ?

(খ) সাবের প্রধান উপাদান : নাইট্রোজেন, পটাস এবং ফস্‌ফরাস।

(গ) উদ্ভিদের বৃদ্ধির উপর ইহাদের ক্রিয়া ;

(ঘ) স্ফীত-আয়তন সার, কেন্দ্রীভূত সার ;

(ঙ) সবুজ সার কোন্ ফসল দিয়া প্রস্তুত করা যায় ? সবুজ সার দিবার সময়।

১৫। জমির উর্বরা শক্তি অটুট রাখিবার অন্যান্য উপায়—ফসলের পরিবর্তন, বিচক্ষণতার সঙ্গে চাষ।

১৬। বাগানের এবং মাঠের চাষ সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান আহরণ।

১৭। গোয়াল ঘর নির্মাণের জন্য নক্সা ও পরিকল্পনা তৈয়ার করা।

১৮। কৃষি সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি মেরামত করিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য লোহার কামারের এবং কাঠের মিস্ত্রীর কাজে প্রাথমিক শিক্ষা।

সপ্তম শ্রেণী

ব্যবহারিক শিক্ষা ঃ

১। শস্য মাঠ হইতে তুলিবার পর মাড়াই ও পরিষ্কার করা। শস্য ঝাড়ন যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষা।

২। শস্য ধ্বংসকারী কীট সম্বন্ধে ছাত্রগণ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবে এবং কীট-বিনাশী ঔষধ প্রস্তুত করিতে শিখিবে।

৩। ফুল সম্বন্ধে পাঠ ; ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুসরণ।

৪। মাঠে এবং বাগানে শস্য ও ফল উৎপাদন।

৫। গুড় প্রস্তুত করাব প্রণালী।

৬। উদ্ভিদ যে অম্লজান ত্যাগ করে তাহার প্রমাণ।

৭। ইক্ষু মাড়াই যন্ত্র—বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান।

৮। টার্ণরেষ্ট ও সাবুল লাঙল ব্যবহার—বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান।

৯। পশু পালন।

প্রাণীর পরিচর্যা—ভাল থাকিবার ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, উপযুক্ত খাদ্য।

১০। দুগ্ধজাত দ্রব্য

দুধ হইতে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া; দুগ্ধবতী গাভী চিনিবার উপায়।

১১। গরুর রোগ:

(ক) সাধারণ অসুস্থতা, যেমন আঘাতজনিত ক্ষত, স্ফীতি, চর্মরোগ প্রভৃতির সাধারণ চিকিৎসা;

(খ) ছোঁয়াচে রোগ:

এরূপ রুগ্ন প্রাণী পর্যবেক্ষণ এবং তাহার চিকিৎসা।

১২। সম্ভবপর হইলে বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ সমবায় প্রথায় একটি দোকান চালাইবে।

১৩। হিসাব রাখার ব্যবস্থা

বিদ্যালয়-সংলগ্ন উদ্যানের এবং কৃষিক্ষেত্রের ফসল ও আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব ছাত্রদিগকে রাখিতে হইবে। ইহার জন্য নির্দিষ্ট খাতা থাকিবে।

১৪। বাগানে ছোট ছোট জমিখণ্ডে বিভিন্ন প্রণালীর এবং বিভিন্ন ফসলের চাষের পরীক্ষা করিতে হইবে। ছাত্রগণ ফলাফল লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিবে, যথা—

(ক) গাছ ঘন করিয়া লাগানোর ফল এবং পরস্পরের মধ্যে যথারীতি ফাঁক রাখিয়া লাগানোর ফল

(খ) সূর্যকিরণে এবং ছায়ায় শস্য উৎপাদনের ফল

(গ) বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকায়—যেমন বালি মাটি,

ভারী মাটি—সার দিয়া এবং সার না দিয়া চাষ করিলে কি প্রকার ফসল হয় তাহার পরীক্ষা

(ঘ) শুক্‌না ও ভিজা জমিতে চাষের পর তাহার মৃত্তিকার উপর আবহাওয়ার ফল।

সূত্রানুক্রমিক শিক্ষা :

১। (ক) শস্য ঝাড়াই

(খ) মাড়াই যন্ত্র

(গ) শস্যের তূষ ছাড়ানো যন্ত্র

২। শস্য নষ্টকারী কীট :

(ক) অনিষ্টকারী কীট—ইহাদের প্রকৃতি

(খ) ইহাদিগকে দমন করিবার স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম উপায়

(গ) উপকারী এবং অপকারী কীট

৩। ফুল ও ফল :

(ক) পুরুষ ও স্ত্রী ফুল

(খ) পুংকেশরের রেণু স্ত্রীফুলকে ফলে রূপান্তরিত করে—কি কি উপায়ে এই সংমিশ্রণ ঘটে

(গ) দ্বিদল বা পুটভেদী, অপুটভেদী, শুষ্ক, কোমল শাঁসযুক্ত প্রভৃতি শ্রেণীতে ফলের বিভাগ

(ঘ) বৃক্ষের বীজ ছড়াইবার উপায়

৪। বৃক্ষের পাতার মারফৎ অম্লজান ত্যাগ :

(ক) পুষ্টিকর খাদ্য

(খ) সবুজ রঙ ও সূর্যকিরণের ফল; বাষ্পাকারে উদ্গমন (transpiration)—অল্প বা অধিক বাষ্পোদ্গমনের উপায়

৫। যন্ত্রপাতি ঃ

(ক) ইক্ষু-মাড়াই যন্ত্র

(খ) খড়, বিচালি কাটিবার যন্ত্র

ইহাদের মূল্য, প্রস্তুত-জিনিসের পরিমাণ, চালাইবার খরচ।

৬। জমির আগাছা পরিষ্কার করিবার বিশেষ প্রণালী—লাঙল দিয়া গভীরভাবে চাষ এবং ঘন ঘন বাখারি চালনা, জমিতে শণ উৎপাদন।

৭। আগাছা ধ্বংস করিতে গভীর এবং অগভীরভাবে চাষেব ফলাফল।

৮। গো-প্রজনন ঃ প্রজনন এবং পালনের নিয়ম; উৎকৃষ্ট ষাঁড় এবং উপযুক্ত গাভী নির্বাচন; সংকর জাতীয় এবং স্বজাতীয় প্রাণী উৎপাদন।

৯। গবাদি পশুর রোগ ঃ

(ক) সুস্থ গরুর মধ্য হইতে রুগ্ন গরু চিনিয়া বাহির করা

(খ) রুগ্ন গরুকে পৃথক্ রাখিবার ব্যবস্থা

(গ) রুগ্ন প্রাণীর যত্ন—বাসগৃহ ও খাদ্য। সংক্রামক রোগ হইতে সুস্থ পশুকে নিরাপদ রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন।

১০। বাগান এবং মাঠের ফসল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান।

১১। সহযোগিতা—গ্রামে ইহা প্রয়োগ; ইহার উপকারিতা।

১২। কৃষিক্ষেত্রের হিসাব ঃ

(ক) যাবতীয় জিনিসের তালিকা পুস্তক

(খ) বিভিন্ন খাতে খরচের হিসাব খাতা

(গ) ক্যাশ বই

(ঘ) দুগ্ধজাত দ্রব্যের দোকান

(ঙ) হাজিরা খাতা—সাপ্তাহিক ও মাসিক

(চ) জমা খরচের খতিয়ান বই

১৩। বার্ষিক আয়ব্যয় এবং লাভলোকসানের চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা।

আগের শ্রেণীতে মৃত্তিকা কর্ষণ, সারপ্রয়োগ, ফসল প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব বিষয় শিখানো হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইবে এবং ছাত্রগণ সারা বৎসর নিজেরা ফসল উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকিয়া পুঁথিগত বিদ্যা এবং বিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করিবে। এইভাবে জ্ঞান এবং কর্ম জীবনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফলপ্রদ হইয়া উঠিবে।

সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়ের পাঠ্যতালিকা

মাতৃভাষা ও হিন্দুস্থানী

প্রথম শ্রেণী

১। কথোপকথন ঃ

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম ও আকৃতি বর্ণনা, পোষাক-পরিচ্ছদ, পাঠকক্ষ, শিল্পকাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম, প্রাকৃতিক ঘটনা, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা।

২। গল্প ও কাহিনী ঃ—

(ক) উপকথা (খ) পল্লীকাহিনী (গ) প্রকৃতির গল্প (ঘ) প্রাণিজগতের গল্প (ঙ) দেশ-বিদেশের গল্প (চ) আদি মানবের কাহিনী (ছ) বিদ্যালয়-জীবন ও পারিবারিক জীবনের গল্প।

৩। সরল কবিতা আবৃত্তি

৪। নাটক অভিনয়

৫। সরল শব্দ ও বাক্যগঠনের সামর্থ্য

প্রথম ছয়মাস বিদ্যালয়ে কেবল মাতৃভাষায় মৌখিক পাঠ দিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। মৌখিক ভাব-প্রকাশ :

(ক) বালকের শব্দ-জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিকরণ; শিল্পকাজ, অঙ্ক, প্রকৃতি-পাঠ, সামাজিক পাঠ প্রভৃতিতে যে সকল নূতন শব্দ-বালক শিখিয়াছে সেগুলির পুনরাবৃত্তি ও প্রয়োগ শিক্ষা।

(খ) বালকের জানাশোনা ঘটনা বা পরিচিত বিষয়ের বর্ণনা; বিভিন্ন গ্রাম্য শিল্পের বর্ণনা; পল্লীবাসীর জীবিকা, উৎসব, মেলা প্রভৃতির বর্ণনা।

২। আবৃত্তি ও নাটকীকরণ

৩। গল্প ও কাহিনী (প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী)

৪। পাঠ :—সরলভাষায় লিখিত পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয় বর্ণিত থাকিবে :

(ক) গাছপালা, জীবজন্তু—প্রাণিজগতের কথা (খ) বালকের সামাজিক পরিবেশ; তাহার গৃহ, গ্রাম ও বিদ্যালয় (গ) স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যপালন (ঘ) পল্লীমঙ্গল সমিতি (ঙ) শিল্প (চ) উৎসব (ছ) গল্প ও উপকথা (জ) বিদেশের বালক-বালিকার কাহিনী।

৫। লিখন : সরল শব্দ ও বাক্য

তৃতীয় শ্রেণী

১। মৌখিক ভাব-প্রকাশ: দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ, সরল গল্পকথন।

২। পাঠ: দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ। বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহামানবের কাহিনী পাঠ করিতে দিতে হইবে।

(ক) স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ অভ্যাস করাইতে হইবে

(খ) সহজ গদ্যাংশ নিঃশব্দে পাঠ করা অভ্যাস

৩। লিখন:

(ক) ছোট ছোট বাক্যের শ্রুতলিখন। (খ) সহজ চিঠি, কোন কিছুর বর্ণনা, গল্প বা কাহিনী লিখন

(গ) প্রতিদিনকার আবহাওয়া লিপিবদ্ধ করা

৪। আবৃত্তি, নাটকীকরণ

চতুর্থ শ্রেণী

১। মৌখিক ভাব-প্রকাশ: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য ও তৎসহ

(ক) সামাজিক পাঠ, শিল্পকাজ ও সাধারণ বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করার অভ্যাস গঠন

(খ) ছাত্রদের উৎসাহ জাগ্রত হয় এরূপ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনায় অংশ গ্রহণ।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের লইয়া একটি বিতর্ক-সভা স্থাপন করিয়া এ বিষয়ে কর্মতৎপরতা দেখাইতে হইবে।

২। পাঠঃ তৃতীয় শ্রেণীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে।

(ক) গ্রাম্য শিল্প ও শিল্পীদের গল্প; বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনীয় শিল্পেব কাহিনী, যথা—গৃহ, অট্টালিকা নির্মাণ, বস্ত্র তৈয়ারি, মাটির পুতুল, বাসনকোসম তৈয়ারী ইত্যাদি।

(খ) বড় আবিষ্কার ও আবিষ্কারের কাহিনী।

(ভ) নূতন দেশ আবিষ্কারের কাহিনী।

ঘ) পৃথিবীর কোন বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীব জীবনযাপন প্রণালী।

(ঙ) মহামানবের কাহিনী—যেমন জোরোয়াষ্টার, সক্রেটিস, গ্যারিবল্ডী, হোসেন, লিন্‌কন, পাস্তুর, ফ্র্যাঙ্কলিন, জোয়ান অব আর্ক, ফ্লোবেন্স নাইটিংগেল, টলষ্টয়, বুকার, ওয়াশিংটন, সান্ ইয়াৎ সেন, গান্ধী (চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য)।

৩। লিখনঃ

(ক) গল্প, মৌলিক রচনা (খ) শ্রুতলিখন (গ) সরল ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠি (খ) ব্যক্তিগত ও সমগ্র শ্রেণীর শিল্প-শিক্ষা এবং অন্যান্য আনন্দদায়ক

অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দৈনিক এবং মাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করণ

(ঙ) ছোটদের (চতুর্থ ও পঞ্চম মানের ছাত্রদের) সাময়িক পত্রিকার (ম্যাগাজিনের) জন্য লেখা। বিদ্যালয়ের এই সাময়িক পত্রিকায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়ও থাকিবে ঃ

(১) মৌলিক শিল্প-শিক্ষায় শ্রেণীব অগ্রগতি সম্বন্ধে বিবরণ।

(২) দৈনিক এবং মাসিক আবহাওয়ার বিবরণ

(৩) স্বাস্থ্য-সমাচার—শ্রেণী, পবিবার, গ্রাম-সংক্রান্ত

(৪) ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণের বিবরণ

(৫) চলতি সংবাদ

পঞ্চম শ্রেণী

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ এবং লিখন এ শ্রেণীতেও চলিবে। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত নূতন বিষয়গুলি প্রবর্তন কবিতে হইবে ঃ

(ক) মাতৃভাষায় বাক্যগঠনের সরল প্রক্রিয়া ; শব্দের প্রয়োগ

(খ) অভিধান ব্যবহার প্রণালী শিক্ষাদান

(গ) হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ ; ছাত্রের মাতৃভাষার সহিত ইহার সম্বন্ধ। উর্দু অথবা হিন্দি অক্ষর-পরিচয়—ইহার মারফৎ হিন্দুস্থানী শিক্ষা ; সহজ কথোপকথন ; হিন্দুস্থানী প্রথম পাঠ।

ষষ্ঠ শ্রেণী

১। সাধারণ পাঠ ঃ

শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণ নিজেরা চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী-লিখিত নানা বিষয়ের বই পড়িবে। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়ে কৌতূহল-উদ্দীপক পুস্তক তাহাদিগকে দিতে হইবে ঃ

(ক) আবিষ্কারের কথা—যেমন উত্তর মেরু অভিযান, এভারেষ্ট অভিযান

(খ) পল্লীমঙ্গল ও পল্লীস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ছবি-দেওয়া পুস্তক

(গ) ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কৃষি, ভারতীয় এবং অন্য দেশীয় চাষীর জীবন

২। সাহিত্য-কথা ঃ

(ক) মাতৃভাষার নাম-করা সাহিত্য হইতে গৃহীত অংশ

(খ) ভারতীয় সাহিত্যের শিশু-সংকলন (ভারতীয় অন্যান্য ভাষা হইতে ছাত্রের মাতৃভাষায় রূপান্তরিত শিশু-সিরিজ)

৩। মাতৃভাষায় ব্যাকরণ ঃ

শব্দগঠন, বাক্যগঠন, সুষ্ঠু রচনা কৌশল

৪। আত্ম-প্রকাশ—মৌখিক এবং লিখিতভাবে ঃ

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যের সহিত—

(ক) দৈনিক খবরের বুলেটিন প্রস্তুত করা

(খ) বিত্থালয়ের পত্রিকা (ম্যাগাজিন) সম্পাদন (ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর জন্য)

(গ) বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করা

(ঘ) ব্যবসা-সংক্রান্ত ফরম পূরণ করা

(ঙ) সামাজিক পত্রলিখন—নিমন্ত্রণ লিপি, শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন, মার্জনা ভিক্ষা ইত্যাদি

(ছ) কোন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিতে ও কোন বিষয়ে আলোচনার অংশ গ্রহণে সামর্থ্য

৫। হিন্দুস্থানী শিক্ষা ঃ

দ্বিতীয় ভাগ পাঠ ; লেখা এবং সহজ কথোপকথন

সপ্তম শ্রেণী

১। সাধারণ পাঠ ঃ ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুরূপ

২। সাহিত্য-পাঠ ঃ

(ক) মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইতে সংগৃহীত অংশ—সময়ানুক্রমে সজ্জিত ; সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(খ) ভারতীয় সাহিত্যের সংকলন

(গ) বিশ্বসাহিত্যের সংকলন (অনুবাদ)

পাঠ্য-পুস্তকে সেরা সাহিত্যের কতক অংশ ভালভাবে

পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। পৃথিবীর প্রধান ধর্মসমূহের কাহিনী ও ধর্মপুস্তকের অংশ বিশেষও পাঠ্য হইবে।

৩। মাতৃভাষার ব্যাকরণ ও ইতিহাস—ভারতের অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার সম্বন্ধ।

৪। বক্তৃতায় ও লেখায় ভাব-প্রকাশ :

(ক) ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য অনুশীলন

(খ) স্বাস্থ্য-অভিযান, গ্রামের স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সম্পাদিত কাজের বিবরণ প্রস্তুত করা

(গ) কোন কাজের পরিকল্পনা রচনা

(ঘ) ছাত্র কর্তৃক নির্বাচিত কোন বিষয়ে পুস্তিকা প্রণয়ন

(ঙ) ছাত্রগণ আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করিবে ; বয়স্ক গ্রামবাসী যেন সানন্দে যোগ দেয় এরূপ হওয়া চাই।

বিদ্যালয়ে শেষের দুই বৎসর ছাত্রগণ সমাজ এবং গ্রাম-জীবনের পক্ষে কল্যাণকর কার্যের উদ্যোক্তা হইবে। পল্লীর স্বাস্থ্য, বয়স্ক ব্যক্তির শিক্ষা, জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা হইবে অগ্রণী। উৎসব-সভায় তাহারা সংক্ষিপ্ত এবং সময়োপযোগী বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত হইবে।

৫। হিন্দুস্থানী শিক্ষা : ছাত্রগণ অর্জন করিবে—

(ক) সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করার এবং আলাপ-আলোচনা চালাইবার সামর্থ্য

(খ) ব্যবসা সংক্রান্ত সহজ পত্রাদি লিখিবার অভ্যাস

(গ) সহজ পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা, খবরের কাগজ প্রভৃতি পড়িবার যোগ্যতা।

গণিত

প্রথম শ্রেণী

প্রথম ছয়মাস ঃ

১। স্থূলবস্তুর সাহায্যে একশত পর্যন্ত গণনা ; ছাত্রগণকে বুঝাইতে হইবে যে, আমাদের গণনা প্রণালী দশ সংখ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। দশ দশ, পাঁচ পাঁচ, দুই দুই করিয়া ১০০ পর্য্যন্ত গণনা।

৩। দেখামাত্র ছোট এবং বড় সংখ্যা নির্ণয়।

দ্বিতীয় ছয়মাস ঃ

১। স্থূলবস্তুর সাহায্যে ১৬০ পর্যন্ত গণনা ; গণনার দশমিকের প্রয়োগ সম্বন্ধে জ্ঞানদান।

২। মানসাঙ্ক—যোগবিয়োগ। উত্তর দশের বেশী হইবে না। ছাত্রগণ ১০ সংখ্যার মধ্যে যোগবিয়োগে রীতিমত অভ্যস্ত হইবে।

৩। + এবং — চিহ্নের অর্থবোধ।

৪। ১৯ পর্যন্ত সরল যোগবিয়োগের প্রশ্নের অঙ্ক।

৫। ১৬০ পর্যন্ত সংখ্যা লিখন।

৬। গজ, ফুট, ইঞ্চি, হাতের মাপ; সের ছটাক তোলার পরিমাপ

৭। সরল জ্যামিতিক আকৃতির সঙ্গে পরিচয়:

সরল রেখা, বক্র রেখা, সরল রেখা দুইটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম দূরত্বের জ্ঞাপক।

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। ৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা পঠন ও লিখন।

২। ২০ পর্যন্ত যোগবিয়োগের নামতা।

৩। উপর-নীচ এবং পাশাপাশি—দুই এবং তিন অঙ্ক-বিশিষ্ট রাশির যোগ—ফল ৯৯৯-এর বেশী হইবে না।

৪। দুই অথবা তিন অঙ্কবিশিষ্ট রাশি হইতে বিয়োগ।

৫। দশের ঘর পর্যন্ত নামতা; × এবং ÷ চিহ্নের অর্থবোধ।

৬। সরল গুণন—ফল তিন অঙ্কবিশিষ্ট রাশির বেশী হইবে না।

৭। সরল ভাগ—তিন অঙ্কবিশিষ্ট রাশিকে ১ হইতে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা দ্বারা ভাগ।

৮। দৈর্ঘ্য ও ওজন মাপার অভ্যাস:

টাকার আর্যা—টাকা, আনা, পাই

ওজনের আর্যা—পঁশুরি, সের, ছটাক, তোলা অথবা ঐ জাতীয় স্থানীয় মাপ।

দৈর্ঘ্যের মাপ—গজ, ফুট, ইঞ্চি, গুণ্ডি, লাট্টি, কালি ইত্যাদি।

৯। সাধারণ বহুভুজের পরিচয়—

সমচতুর্ভুজ আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, বৃত্ত।

তৃতীয় শ্রেণী

১। সাত অঙ্কবিশিষ্ট রাশির গণনা ও লিখন

২। যোগবিয়োগ—পূর্বানুবৃত্তি। যোগবিয়োগের প্রশ্নের অঙ্কের নিয়ম শিক্ষা; ছাত্রগণ দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে অঙ্ক কষিবে।

৩। গুণন—১৬র ঘর পর্যন্ত নামতা

৪। দীর্ঘ গুণন—ফল সাত অঙ্কবিশিষ্ট রাশির বেশী হইবে না।

৫। দীর্ঘ ভাগ—তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার দ্বারা ভাগ

৬। ঊর্ধ্বগ এবং নিম্নগ লঘুকরণ (টাকা, দৈর্ঘ্য, ওজন)

(ক) টাকা, আনা, পাই

(খ) গজ, ফুট, ইঞ্চি

(গ) সের, ছটাক, তোলা

৭। মিশ্র যোগবিয়োগ এবং তৎসংক্রান্ত সরল প্রশ্নের অঙ্ক

৮। ভারতীয় পদ্ধতিতে টাকা, আনা, পয়সা ও মণ, সের, ছটাক লিখন

৯। ভগ্নাংশের ধারণা—$\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{২}$, $\frac{৩}{৪}$

১০। স্থূলপদার্থের সহযোগে $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{২}$, $\frac{৩}{৪}$ প্রভৃতি হইতে $\frac{১৫}{১৬}$ পর্যন্ত ভগ্নাংশেব নামতা গঠন শিক্ষা

১১। কোণ পরিচয়—সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ, সমকোণ

১২। ,সাধাবণ স্থূল জিনিসের পরিচয়—

নল, কোণ, গোলক, ঘনক

১৩। এককাবলী বা আর্যা ঃ

ওজনেব পবিমাণ—মণ, সেব, পঁশুরি, কাঁন্দি।

দৈর্ঘ্যের পরিমাণ—গজ, পোল, ফার্লং, মাইল, পবিসব সম্বন্ধীয় স্থানীয মাপ

সময়েব পবিমাণ—সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর।

চতুর্থ শ্রেণী

১। সংখ্যা গণনা ও লিখন শেষ

২। গণিতেব সাধাবণ চারিটি নিয়ম শেষ

৩। মিশ্র যোগবিয়োগ

৪। মিশ্র গুণন, ভাগ

৫। কোয়ার্টার প্রণালীতে টাকা আনা পাই, মণ সের

ছটাকের যোগবিয়োগ গুণন, ভাগ, (ভাগ করিবার সময় ভগ্নাংশ না দিয়া পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করিতে হইবে)।

৬। ১০, ১২, ১৪, ১৬, ২০ হরবিশিষ্ট সরল ভগ্নাংশ

৭। উপরি উক্ত সমস্যা সমূহের উৎপাদকের ল. সা. গু. নির্ণয়

৮। উক্ত হরবিশিষ্ট ভগ্নাংশের যোগবিয়োগ

৯। বৃটিশ ও ভারতীয় ওজন মাপের তুলনা—পাউণ্ড, সের, টন, ক্যাণ্ডি

১০। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে অধীত এককাবলী বা আর্যাসমূহ গঠনের সূত্র

১১। হিসাব রক্ষণ—ব্যক্তিগত শিল্পকাজের মৌজুদ দ্রব্যের হিসাব রক্ষণ

১২। আয়ত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়; এই প্রসঙ্গে ছাত্রগণ অঙ্কন অভ্যাস করিবে ঃ

(ক) প্রদত্ত কোন রেখার উপর লম্ব

(খ) প্রদত্ত কোন সরল রেখার উপর সমান্তরাল একটি রেখা

পঞ্চম শ্রেণী

১। মিশ্র ও অমিশ্র প্রথম চারিটি নিয়মের পুনরাবৃত্তি

২। ল. সা. গু.; গ. সা. গু.

৩। সামান্য ভগ্নাংশ (জটিল ভগ্নাংশ বাদ দিতে হইবে)

৪। সরল সাংকেতিক অথবা চলিত নিয়ম এবং মিশ্র সাংকেতিক বা মিশ্র চলিত নিয়ম

৫। ঐকিক নিয়ম

হিসাব রক্ষা (Book-Keeping) :

১। বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা (গৃহ, কৃষি উদ্যান, উৎসব ইত্যাদির)

২। মৌজুদ জিনিসের তালিকা ও রেকর্ড প্রস্তুত করা

৩। ক্যাস বই, রোকড় এবং খতিয়ান বই

৪। মাসিক জমাখরচের হিসাব

৫। লাভ ও ক্ষতির হিসাব

ব্যবহারিক জ্যামিতি :

১। ক্ষেত্রফল নির্ণয়—ত্রিভুজ, সামান্তরিক

২। বৃত্ত, পরিধির সঙ্গে ব্যাসের অনুপাত, বৃত্তের ক্ষেত্রফল

৩। জরীপ কার্য—স্কেল অনুপাতে ক্ষেত্র বিশেষ অঙ্কন ; বিঘা এবং একরের তুলনা

এই প্রসঙ্গে ছাত্রগণ নিম্নলিখিত অঙ্কন অভ্যাস করিবে :

(ক) কোন প্রদত্ত কোণের অনুরূপ কোণ প্রস্তুত করা

(খ) কোন প্রদত্ত ত্রিভুজের অনুরূপ ত্রিভুজ অঙ্কন করা ; কোন আয়তক্ষেত্র অথবা সামান্তরিকের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজ অঙ্কিত করা

(গ) কোন প্রদত্ত বৃত্ত, বৃত্তাংশ বা ধনুর মধ্য বিন্দু নির্ণয়

ষষ্ঠ শ্রেণী

১। দশমিকের ভগ্নাংশ পঠন ও লিখন

২। দশমিক ভগ্নাংশের যোগবিয়োগ গুণভাগ

৩। আসন্নমান নির্ণয়

৪। শতকরা হিসাব

৫। সুদকষা

৬। লাভ ক্ষতি

হিসাব রক্ষা ঃ

১। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যের অনুরূপ

২। নগদ ও হাওলাতি কারবার

ব্যবহারিক জ্যামিতি ঃ

১। বর্গফল নির্ণয়—পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ অনুসরণ; পাট্টাওয়ারি জমির মাপ ইত্যাদি

২। ঘনফল নির্ণয়—ঘনক্ষেত্র, নল মাটি কাটা, দেওয়াল গাঁথা, কূপ খনন প্রভৃতি সংক্রান্ত কাজে ইহার প্রয়োগ

সপ্তম শ্রেণী

১। পূর্বপাঠের পুনরাবৃত্তি

২। অনুপাত ও সমানুপাত—ত্রৈরাশিক

৩। সময়, কাজ এবং গতি

৪। ক্ষেত্রফল, ঘনফল, সুদ প্রভৃতির নিয়ম সম্বন্ধীয় সরল সমীকরণ

৫। রৈখিক পরিমাপ

৬। বর্গমূল

হিসাব ঃ

১। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব

২। লাভ ক্ষতির হিসাব

৩। বাকীজায় বা আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাবপত্র

ব্যবহারিক জ্যামিতি ঃ

১। পূর্বপাঠের পুনরাবৃত্তি

২। সমতল ক্ষেত্র এবং ঘনক্ষেত্রের যথাক্রমে ক্ষেত্রফল এবং ঘনফল নির্ণয়

৩। স্কেল অনুসারে ক্ষেত্র বিশেষের অঙ্কন

(সামাজিক পাঠ)

প্রথম শ্রেণী

১। আদি মানবের গল্প ঃ

কেমন করিয়া সে তাহার অভাব পূরণ করিত ; কি ভাবে ক্রমে সভ্যতার সূত্রপাত করিয়াছিল।

(ক) তাহার আশ্রয়-স্থান—পাহাড়ের গুহা, হ্রদের তীরবর্তী কুটির।

(খ) তাহার পরিচ্ছদ—গাছের পাতা, বাকল, পশুর চামড়া ইত্যাদি হইতে ক্রমে পশম বস্ত্র, তূলার কাপড়, রেশম

(গ) তাহার জীবিকার উপায়—পশু-শিকার, পশুপালন, কৃষি

(ঘ) তাহার অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি—কাঠ, পাথর, ব্রোঞ্জ, লোহা

(ঙ) তাহার ভাব প্রকাশের বাহন—বাক্য, আদিম লিখন, অঙ্কন

(চ) তাহার সঙ্গী ও সহকারী—ঘোড়া, গরু, কুকুর প্রভৃতি

আদি মানবের কাহিনী শিশুদের চিত্তাকর্ষক করিয়া গল্পে প্রকাশ করিতে হইবে।

২। প্রাচীনকালের মানুষের জীবন ঃ

প্রাচীন মিশর, প্রাচীন চীন, প্রাচীন ভারতের লোকের জীবন কাহিনী, যথা

(ক) মিশরের পিরামিড নির্মাণে রত একজন ক্রীতদাসের কাহিনী

(খ) প্রথম পাঁচজন চীন সম্রাটের কাহিনী

(গ) মোহেন-জো-দড়োর একটি বালকের গল্প

(ঘ) শুনঃসেপার গল্প (বৈদিক যুগ)

৩। দূরদেশের মানুষের জীবন ঃ

আরব, বেদুইন, এস্কিমো, আফ্রিকা (পিগ্‌মী) বামন, লোহিত

ভারতীয়। মাতৃভাষায় মৌখিক পাঠ দিবার সময় এই বিষয় অবলম্বন করিতে হইবে।

৪। নাগরিকের শিক্ষা :

(১) বিদ্যালয়ে শিশুর জীবন :

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রতিপালন করিতে অভ্যাস করাইয়া ছাত্রদিগকে নাগরিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা :

(ক) দৈহিক শুচিতা

(খ) পোষাক পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা

(গ) পাইখানা এবং প্রস্রাবখানার যথাযোগ্য ব্যবহাব

(ঘ) ,বাজে কাগজ রাখার ও আবর্জনা ফেলার জন্য ঝুড়ি ব্যবহার

(ঙ) শ্রেণী এবং আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখা

(চ) বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের তত্ত্বাবধান

সামাজিক দায়িত্ব :

(ক) বিদ্যালয়ের সহপাঠি এবং শিক্ষকদিগকে যথাযোগ্য শিষ্ট সম্ভাষণ

(খ) ভদ্র ভাষা ব্যবহার

(গ) বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস

(ঘ) কিছু বলিতে চাহিলে, যে বলিতেছে তাহার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার অভ্যাস

(ঙ) সারি করিয়া দাঁড়াইয়া নিজের পালার জন্য প্রতীক্ষা করার অভ্যাস

শিল্পকাজ ঃ

(ক) শিল্পকাজে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ও মাল-মসলার সদ্ব্যবহার

(খ) অপর সঙ্গীদের সহিত সহযোগিতায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার

(গ) দল বাঁধিয়া কাজ করিবার অভ্যাস

খেলাধূলা ঃ

(ক) খেলায় ন্যায়ের পক্ষপাতী হওয়া (প্রতারণা করিয়া) জয়লাভের চেষ্টা না করা)

(খ) অপর পক্ষের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ না করা

(গ) সকল জয় ও লাভের উপর সত্যের মর্যাদা দান

দায়িত্ব পালন ঃ

উপরি উল্লিখিত শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়াও বিদ্যালয়ে প্রত্যেক বালকের নির্দিষ্ট কর্তব্য থাকিবে। তাহা পালন করার মধ্য দিয়াই সে ভবিষ্যতের নাগরিকের শিক্ষায় অভ্যস্ত হইবে। ৭ হইতে ৯ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদলের জন্য নিম্ননির্দিষ্ট কাজ দেওয়া চলে ঃ

(ক) পাঠকক্ষ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব

(খ) বিদ্যাভবন-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব

(গ) বিদ্যালয়ে পানীয় জলের তত্ত্বাবধান

(ঘ) বিদ্যাভবনের যাদুঘরের জন্য নানা জাতীয় পাতা, ফল, পাথর, পালক, গাছের বাকল, কাঠ সংগ্রহ করা

(ঙ) উৎসব উপলক্ষে বিদ্যাভবন সাজানো

(চ) গ্রামবাসী এবং ছাত্রদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো

(ছ) নূতন ছাত্রকে সাহায্য করা

(২) গৃহে শিশুর জীবন :

গৃহ শিশুর পক্ষে আত্মীয় পরিজনের সুশৃঙ্খল যৌথ পরিবার। এই পরিবারে প্রত্যেকের স্থান ও কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা :

(ক) পরিবারে পিতামাতার স্থান ; পরিবারে ভাইবোনের ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের স্থান

(খ) পরিবারে শিশুর স্থান—বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি আচরণ

(গ) পরিবারে শিশুর নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন

৫। স্বাস্থ্যচর্চ্চা :

(ক) খেলা—সরঞ্জাম ব্যতিরেকে গ্রাম্যক্রীড়া

(খ) কল্পনা উদ্দীপক ও অনুকরণীয় খেলা

(গ) একসঙ্গে তালে তালে ব্যায়াম

(ঘ) লোকনৃত্য

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। বর্তমান কালে আদিম অধিবাসী :

আফ্রিকার অধিবাসী, অষ্ট্রেলিয়ার বুশমেন (জংলা মানুষ), সিংহলের বেদ্দা, ভারতীয় আদিবাসী।

২। প্রাচীন যুগের মানুষ :

প্রাচীন য়ীহুদী, প্রাচীন রোমক, প্রাচীন ভারতীয় (উপনিষদের যুগ)। এই সম্বন্ধে গল্প শুনাইতে হইবে—

মুসার গল্প, এব্রাহিমের গল্প, মার্কাস অরেলিয়াস ও রেগুলাসের গল্প, নচিকেতা ও গার্গীর গল্প।

৩। দূরদেশের মানুষের জীবন :

একটি আফ্রিদি বালকের গল্প; সুইজারল্যাণ্ডের কোন গ্রামের একটি বালকের গল্প; পারস্যের কোন গ্রামের একটি বালকের গল্প; জাপানের কোন গ্রামের একটি বালকের গল্প।

গল্প, পাঠ, নাটকীকরণ প্রভৃতির ভিতর দিয়া মাতৃভাষা শিখাইবার সময় এবিষয় শিখানো চলিবে।

৪। নাগরিকের শিক্ষা :

পল্লীবাসীর জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ :

খাদ্য, বস্ত্র, গৃহের অবস্থা, জীবিকা, জল সরবরাহ, গ্রামের বাজার, উপাসনা স্থান, আমোদ উৎসব, মেলা।

৫। নাগরিকের বাস্তব শিক্ষা ঃ

(ক) বিদ্যালয়ে শিশু (খ) গৃহে শিশু—প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

(গ) শিশু এবং তাহার গ্রাম ঃ

(১) বাড়ীর চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

(২) গ্রামের রাস্তা পরিষ্কার রাখা (সম্ভব হইলে ছাত্রগণ রাস্তার স্থানে স্থানে আবর্জনা ফেলিবার জন্য ঝুড়ি রাখিয়া গ্রামবাসীকে তাহার মধ্যে আবর্জনা ফেলিতে অনুরোধ করিবে)।

(৩) গ্রামের কূয়ার জল অপরিষ্কার না করা

(৪) বিদ্যালয়ে উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া গ্রামবাসীকে আনন্দ দান করা

(৫) প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন

৬। শরীর চর্চ্চা—প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ

তৃতীয় শ্রেণী

১। প্রাচীন কালের মানুষ ঃ

প্রাচীন ভারত (বৌদ্ধ যুগ), প্রাচীন পারস্য, প্রাচীন গ্রীস ; গল্পের মধ্যে দিয়া এসব যুগের কাহিনী বলিতে হইবে।

বৌদ্ধযুগ

বুদ্ধদেবের গল্প, অশোকের গল্প, মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার গল্প, মধ্য এশিয়া বা চীনদেশের একজন বৌদ্ধ শ্রমণের গল্প, নালন্দার একটি ছাত্রের গল্প।

প্রাচীন পারস্য

কাবার গল্প, থার্মোপলির যুদ্ধের কাহিনী, মহাবীর দরায়ুসের রাজসভায় একজন ভারতীয় চিকিৎসকের কাহিনী।

প্রাচীন গ্রীস

একজন গ্রীক্ ক্রীতদাসের গল্প, সক্রেটিসের গল্প, অলিম্পিক ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণকারী জনৈক যুবকের গল্প, ফিডিপ্পিসের গল্প (ম্যারাথন প্রতিযোগিতা), আলেকজাণ্ডারের গল্প, মেগাস্থিনিসের গল্প।

২। দূরদেশে মানুষের জীবন ঃ

নিউ ইয়র্কের একটি বালকের গল্প, চীনদেশের একটি বালকের গল্প, রাশিয়ার যৌথ কৃষিক্ষেত্রের একটি বালকের গল্প, ভারতীয় চা-বাগানের একটি বালকেব গল্প (মাতৃভাষা শিক্ষার সঙ্গে ইহার অধিকাংশ গল্প বলা চলিবে)।

৩। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে জেলার সর্বত্র পরিভ্রমণ। এই সময় ছাত্রগণ নিম্নলিখিত বিষয় লক্ষ্য করিবে ঃ

ভূমি প্রকৃতি, জলবায়ু, শস্য, শিল্প, স্থানীয় ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্ন, যানবাহন, দেবস্থান।

চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িবার সময় ছাত্রগণ জেলার শিল্পকাজ ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ কবিবার জন্য জেলার সর্বত্র ভ্রমণ করিবে।

(ক) জেলার একটি মানচিত্র প্রস্তুত করা

(খ) পাঠকক্ষ, বিদ্যাভবন, বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ প্রভৃতির পরিকল্পনা অঙ্কন

৪। ভূগোলক পাঠ ঃ

পৃথিবীর আকৃতি, স্থল ও জলভাগ, প্রধান সমুদ্রপথ (শ্লেটে-ভূগোলকে আঁকিয়া দেখাইতে হইবে) ভারত হইতে ইউরোপ, ভারত হইতে আরব ও আফ্রিকা, ইউরোপ হইতে আমেরিকা।

৫। পল্লীপাঠ ঃ

(ক) গ্রাম ও তাহার শাসনব্যবস্থা ; গ্রাম্য কর্মচারী, গ্রাম পঞ্চায়েৎ—ইহার কর্তব্য

(খ) গ্রামের বাজার, ডাক্তারখানা, ডাকঘর, খোয়াড়, রাস্তা, খেলার মাঠ, নিকটবর্তী রেলষ্টেশন

৬। হাতে-কলমে কাজ ঃ

(ক) বিদ্যালয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুরূপ স্বায়ত্তশাসনশীল পঞ্চায়েৎ গঠন

(খ) ৯ হইতে ১২ বৎসরের বালকবালিকা লইয়া সমাজ-সেবক দল গঠন। তাহাদের কাজ হইবে ঃ

৭। নাগরিকের কাজ ঃ

(ক) পথ ও কূয়া পরিষ্কারভাবে সংরক্ষণ

(খ) পশুর উৎপাত হইতে শস্য রক্ষা করা

(গ) ৯ বৎসরের কম বয়স্কদের খেলাধূলার আয়োজন

(ঘ) শিশু ও গ্রামবাসী বয়স্কদের আমোদ উৎসবের ব্যবস্থা

(ঙ) ঋতু উৎসব ও জাতীয় উৎসবে যোগদান

(চ) দেওয়াল পঞ্জিকা প্রস্তুত করা

(ছ) গ্রামের মেলা, উৎসব প্রভৃতিতে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ

চতুর্থ শ্রেণী

১। প্রাচীনকালের গল্প ঃ

প্রাচীন ভারত, বৌদ্ধযুগের চীনদেশ, বিশাল ভারত, প্রথম যুগের খৃস্টধর্মাবলম্বিগণ।

(ক) প্রাচীন ভারত ঃ সমুদ্রগুপ্তের গল্প, কালিদাস, আর্যভট্ট, ভারতে ব্যবসায়ী জনৈক আরব বণিক, বিদেশে বাণিজ্যরত জনৈক ভারতীয়, হর্ষবর্ধন, পৃথ্বীরাজ, হারুণ-অল-রসিদের রাজসভায় জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক।

(খ) বৌদ্ধযুগের চীনদেশ ঃ চীন পরিব্রাজক ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের গল্প

(গ) বিশাল ভারত ঃ একজন ভারতীয় বণিক অথবা শিল্পীর জাভা অথবা শ্যামদেশে গমন ও তথায় বসতি স্থাপনের কাহিনী।

(ঘ) যীশুর গল্প ঃ সিরিয় খৃস্টানদের কাহিনী

২। মানুষের ভৌগোলিক পরিবেশ ঃ

জেলার শিল্পকাজের বিবরণ সংগ্রহ করা ; এই উপলক্ষে একখানা মানচিত্র তৈয়ার করাইতে হইবে।

প্রদেশের-ভূ-প্রকৃতি : প্রাকৃতিক বিভাগ, জলবায়ু, কৃষি, শিল্প, যানবাহন।

৩। পৃথিবীর বিভিন্নদেশে পশু শিকার, মৎস্য শিকার ও বনজ জিনিসের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা অর্জনের কাহিনী।

ছাত্রদের মিলিত চেষ্টায় মাটিদ্বারা প্রদেশের একটি 'রিলিফ' মানচিত্র প্রস্তুত করাইতে হইবে ; চার্ট, নক্সা, পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রস্তুত করা শিক্ষা দিতে হইবে।

৪। আবিষ্কারের গল্প : মার্কো পোলো, ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বস

৫। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে তূলা পেঁজা ও সূতা তৈয়ারির বিভিন্ন পন্থা বর্ণনা

৬। নাগরিকের শিক্ষা :

সহরবাসীর জীবন পর্যালোচনা করিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভালভাবে জানিতে হইবে :

(ক) সহরের সহিত গ্রামের সম্বন্ধ—পরস্পরের উপর নির্ভরশীল—গ্রাম হইতে সহরে গিয়া বসতি করিবার ঝোঁক।

(খ) সহরের শাসন ব্যবস্থা : মিউনিসিপ্যালিটি (পৌরসভা), নাগরিকের অধিকার ও কর্ত্তব্য, কর, পুলিস, আইন আদালত

(গ) জনসেবা প্রতিষ্ঠান : হাসপাতাল, শিশুমঙ্গল কেন্দ্র, পাঠাগার, ডাকঘর, জল সরবরাহ-কেন্দ্র, রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত, খেলার মাঠ, আখড়া।

(ঘ) ধর্মস্থান—উপাসনা স্থান, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

(ঙ) আমোদ-ভবন : নাট্যশালা, চলচ্চিত্র

(চ) শিক্ষাকেন্দ্র : বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয়, শিল্প-শিক্ষালয়।

সম্ভবপর হইলে ছাত্রগণ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিকটবর্তী কোন সহর পরিদর্শনে যাইবে।

৭। বর্তমানকালীন ঘটনা

পাঠকেন্দ্রের সহযোগিতায় দৈনিক খববের কাগজ পাঠ ভূগোলের পাঠে মানচিত্রে স্থান নির্দেশ ও মাতৃভাষা শিক্ষার প্রসঙ্গে বর্তমানের ঘটনার আলোচনা করিলে অনেক বিষয় একই সঙ্গে আয়ত্ত করা সহজ হইবে।

৮। হাতে কলমে শিক্ষা :

(ক) বিদ্যালয়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন

(খ) সমাজসেবক দল গঠন (প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ)

(গ) জাতীয়, ধর্ম বা ঋতু উৎসব অনুষ্ঠান

(ঘ) পাঠচক্র গঠন ; বর্তমানের ঘটনা লইয়া আলোচনা সভা

৯। নাগরিকের কাজ—তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ

পঞ্চম শ্রেণী

১। ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যত্র মুসলমান সভ্যতার গল্প :

(ক) আরবের সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ এবং মোহাম্মদের জীবনী

(খ) ইসলামের ইতিহাসের কয়েকজন বীরের জীবনী—ওমর আলী, হোসেন, খলিফা আবদুল আজিজ

(গ) ভারতের সহিত মুসলমানদের সংশ্রব—মুসলমান ভ্রমণকারী এবং বণিক—মোঃ বিন্ কাশিম্ খাজা মৈনুদ্দীন চিস্তি

(ঘ) ভারতীয় মুসলিম সভ্যতার কাহিনী—

(১) হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে পরস্পরের উপর উভয়ের প্রভাব—আমীর খস্রু, কবীর, গুরু নানক, আকবর, দারাশুকো

(২) সাধারণ সামাজিক জীবন : খাদ্য, পরিচ্ছদ, আমোদ-উৎসব, সামাজিক রীতিনীতি, ভদ্রতা

(৩) একই প্রকার রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক জীবন যাপন : শেরশাহ, আকবর, টোড়রমল

(৪) ভাষা ও সাহিত্য : পারসী, সাহিত্য ও আদালতের ভাষা, পারসী ভাষায় পণ্ডিত হিন্দু লেখক, সাহিত্যিক, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় পণ্ডিত মুসলমান লেখক ; মুসলমান কর্তৃক সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলা ভাষার সমাদর, হিন্দুস্থানী ভাষা উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের ভিত্তি।

(৫) শিল্প, সংগীত : সংগীতে মুসলিম প্রভাব—আমীর খসরু, তানসেন। অংকন : মোগল, রাজপুত ও কাঙ্গড়া অংকন প্রণালী। স্থাপত্য : কুতুব মিনার, ফতেপুর সিক্রি, তাজমহল। হস্তাক্ষর ও পাণ্ডুলিপি চিত্রভূষিত করণ।

(৬) হস্তশিল্প : বয়ন, রঙ ও ছাপান, সোনা ও রূপার কাজ, সূচীশিল্পী গালিচা প্রস্তুত করা. উদ্যান রচনা।

(৭) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের জীবনী, তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিতে হইবে :

আল্‌বেরুনি, ইবন্‌ বাতুতা, ফিরোজ শা তোগলক, বাবর, চাঁদ বিবি, নূরজাহান। সাধু সন্ত : দাদু, নানক, বাবা ফরিদ।

(৬) ইস্‌লাম সভ্যতার দান :

আলী (জ্ঞানী মানুষ), বেলাল (নিগ্রো গণতন্ত্র), হারুণ-অর-রসিদ (শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক), সাল্‌হা উদ্দীন (মুসলমান বীরত্বের পরিচায়ক), তৃতীয় আবদুর রহমান (স্পেনে মূর সভ্যতা), মুসলমান সাম্রাজ্যের বিস্তার (ভূগোল পাঠের পর্যায়ভুক্ত)।

২। ব্যবহারিক কাজ :

(ক) ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য মানচিত্র, চার্ট, নক্সা প্রণয়ন

(খ) ভূমণ্ডলের মানচিত্রে মুসলমান সাম্রাজ্যের আয়তন নির্দ্দেশ।

৩। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা পাঠ ঃ

ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প মানচিত্র, চার্ট, নক্সা তৈয়ার করাইতে হইবে।

৭। দেশ আবিষ্কারের কাহিনী ঃ

লিভিংষ্টোন, কুক, পিয়ারী, শ্যাকৃলটন

৫। ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বয়ন শিল্পের ইতিহাস ঃ শিল্প-শিক্ষার ঘণ্টায় মৌখিক আলোচনা এবং লিখিত পাঠ।

৬। নাগরিকের শিক্ষা ঃ

বর্তমানের ঘটনাবলী পাঠ—

(খ) দল বাঁধিয়া পত্রিকা পাঠ

(খ) দৈনিক খবরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করা (ভাষা শিক্ষার সঙ্গে এ বিষয়ের সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে)

জেলার বিবরণ—

(ক) জেলা এবং স্থানীয় বোর্ড; কৃষি, সেচ, যৌগ প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য, ঔষধ, শিক্ষা।

(খ) শাসন ঃ মহকুমা, জেলার কর্মচারী এবং তাঁহাদের কর্তব্য; আইন আদালত, পুলিস

(গ) জনকল্যাণকর জনসেবা প্রতিষ্ঠান

(ঘ) আনন্দ বিধায়ক প্রতিষ্ঠান ও জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

৭। নাগরিকের কাজ—চতুর্থ শ্রেণীর পাঠের অনুবৃত্তি

ষষ্ঠ শ্রেণী

১। ভারতের ইতিহাস—বর্তমান যুগ

(ক) মোগল সাম্রাজ্যের পতন—শিবাজী ও মারাঠাদের অভ্যুদয়

(খ) হিন্দু-মুসলমান সভ্যতার অবনতি

(গ) প্রথম ইউরোপীয় বণিক, ব্যবসায়ী, সৈন্য ও ধর্ম-প্রচারকদিগের কাহিনী

(ঘ) ভারতে ইংরাজের রাজত্ব স্থাপন

(ঙ) রণজিৎ সিংহ, শিখদের অভ্যুদয়

২। ভারতীয় সভ্যতার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

(ক) ধর্ম (খ) সামাজিক জীবন (গ) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন (ঘ) ভাষা ও সাহিত্য (ঙ) শিক্ষা (চ) শিল্পবাণিজ্য (ছ) কুটির শিল্প

বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে উপরি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা।

৩। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস

৪। ভারতে বয়ন শিল্পের ইতিহাস—ইহার অবনতি—শিল্পকাজের সম্পর্কে ইহার অবতারণা করিতে হইবে।

৫। মানুষের ভৌগোলিক পরিবেশ :

(ক) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের—বিশেষ করিয়া—ইউরেশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থা ; প্রাকৃতিক কারণে মানুষের জীবনের ও জীবিকার বৈচিত্র্য।

(খ) আধুনিক দেশ আবিষ্কারের কাহিনী—এভারেষ্ট অভিযান, রুশদিগের উত্তর মেরু অভিযান

৬। নাগরিকের শিক্ষা :

শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণ গ্রামের ধর্মজীবন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবন পর্যালোচনা করিবে। ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্রগণ গ্রাম্যজীবনের নিম্নলিখিত দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পল্লীর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য কর্মতৎপর হইবে :

(ক) জনসাধারণের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রয়োজন নিরূপণ

(খ) গ্রামের পথঘাট, জলাশয়, কূপ, বাড়ীঘর প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং পানীয় জল বিশুদ্ধ ও পথঘাট পরিষ্কার রাখিতে সচেষ্ট হওয়া

(গ) মশা, মাছি, ছারপোকা এবং অন্যান্য ক্ষতিকর কীট হইতে আত্মরক্ষা

(ঘ) ঔষধরূপে ব্যবহার্য গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য তাহাদের চাষ

(ঙ) স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতার ব্যবস্থা

(চ) সংক্রামক রোগের প্রতিষেধ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান প্রচার

(ছ) গ্রামে বয়স্ক-শিক্ষায় ব্যবস্থা—সাময়িক পত্রিকা, খবরের কাগজ পাঠ, কীর্ত্তন, কথকতা, সাধারণ বক্তৃতার ব্যবস্থা; শিক্ষা বিস্তার।

(জ) বন, উদ্যান এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান সংরক্ষণ। পুরাতন মন্দির, মসজিদ্ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের সংরক্ষণ।

(ঝ) গ্রামে সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য

(ঞ) গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের শিল্প-শিক্ষার কেন্দ্র পরিচালনা।

(ট) জাতীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান; গ্রামের শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের আমোদের জন্য খেলাধূলার বন্দোবস্ত।

সপ্তম শ্রেণী

বর্তমান জগৎ

১। আধুনিক কালের জীবনে বিজ্ঞানের স্থান—বিজ্ঞানের বলে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কিভাবে কাজে লাগাইয়াছে:

(ক) দ্রুতগামী যানবাহন—রেলগাড়ী, মোটর, জাহাজ, উড়োজাহাজ

(খ) দ্রুত খবর আদান-প্রদান—প্রেস, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার যন্ত্র, টেলিভিসন্

(গ) বর্তমানে শিল্পের প্রসার—শিল্পবিপ্লব

(ঘ) বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

(ঙ) বিজ্ঞান ও কৃষি

(চ) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান—খাদ্য, বস্ত্র, আলো, গৃহ।

(ছ) বিজ্ঞান ও আধুনিক যুদ্ধ—শক্তির অপব্যবহার।

২। বর্তমান জগতে শিল্প-প্রসার ও সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস।

(ক) পাশ্চাত্য দেশে যন্ত্রশিল্প ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ।

(খ) যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার—পাশ্চাত্যের যন্ত্রশিল্পে উন্নত কোন দেশ জাপান কর্তৃক এশিয়া ও আফ্রিকার কতকগুলি জাতির শোষণ

(গ) প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪—১৮)।

(ঙ) ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ; সোভিয়েটের কথা

৩। বর্তমান জগতে গণতন্ত্র

(ক) গণতন্ত্রের অর্থ

(খ) প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংঘ

(গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা

(ঘ) ফরাসী বিপ্লবের কথা

(ঙ) বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

(চ) ইউরোপে গণতন্ত্রের বিলোপের কাহিনী

এই প্রসঙ্গে ছাত্রগণ বর্তমান জগতের রাষ্ট্রনৈতিক হালচাল সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিবে

৪। বর্তমানকালীন চলতি ঘটনা

(ক) বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(খ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী প্রতিষ্ঠান :

(১) জাতি-সংঘ—ইহার কার্যকলাপ, ইহার ব্যর্থতা

(২) শান্তি প্রতিষ্ঠান

(৩) বিশ্বশক্তি হিসাবে সত্যাগ্রহ

৫। বর্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা

(ক) সামাজিক—পল্লী-সংস্কার ; অস্পৃশ্যতা ও হরিজন আন্দোলন—মুসলমানদের মধ্যে সমাজ সংস্কার ; বর্তমান ভারতে নারীর স্থান

(খ) রাজনৈতিক—বৃটিশ আমলে হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি—ভারতের দারিদ্র্যের সমস্যা—স্বদেশী শিল্পের, গ্রাম্য-শিল্পের পুনরুজ্জীবন ; ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রসার

(গ) ভাষা—ভারতে বহু ভাষার অস্তিত্ব ; সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানীর প্রয়োজনীয়তা

(ঘ) সাংস্কৃতিক—ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় শিক্ষার জন্য আন্দোলন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের, বিশেষ করিয়া যে সকল দেশের সঙ্গে ভারতের আর্থিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাদের অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic Geography) আলোচনা (গ্রামের বাজার অথবা জেলার মেলা উপলক্ষ্য করিয়া এ আলোচনা সুরু করিতে হইবে)

৬। ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বয়নশিল্পে ইতিহাস (সূতাকাটা ও বয়নশিল্প প্রসঙ্গে ইহার অবতারণা করিতে হইবে)।

৭। ব্যবহারিক শিক্ষা—ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুরূপ

সাধারণ বিজ্ঞান

প্রথম শ্রেণী

১। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রধান শস্য, গাছপালা, পশুপক্ষীর নাম জানা ও চেনা

৪। সূর্যের সাহায্যে দিক নির্ণয়; বিভিন্ন ঋতু; বায়ু-প্রবাহের দিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন; গাছপালা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও মানুষের উপর এই পরিবর্তনের প্রভাব

(ক) বছরের বিভিন্ন সময়ে গাছের রঙ; পাতা পড়িয়া যাওয়া, গাছের প্রধান অংশ—পাতা, কাণ্ড, মূলের মধ্যে পার্থক্য; বীজের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও অংকুরের খাদ্য নিহিত; আলু, রসুন

(খ) কীটপতঙ্গ বসন্ত ও বর্ষা ঋতু অপেক্ষা শীতকালে

কম। বর্ষায় সাপ দেখা যায় বেশী। শীতকালে তাহারা কোথায় যায় ?

(গ) মানুষের পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তন ; গাত্রবাস কেমন করিয়া শীতের হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করে ?

৩। আমরা সর্বদা বায়ু দ্বারা বেষ্টিত। বাতাস একটি বাস্তব পদার্থ ; মানুষ বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় এবং বাঁচিয়া থাকে ; বাতাসের গতি আছে।

৪। জলের উৎস (কোথায় পাওয়া যায়)—নদী, ঝরণা, পুষ্করিণী, কূপ—বিভিন্নরূপে চক্রের মত জলের আবর্তন—মেঘ—শিশির—বৃষ্টি ; বাষ্প হইয়া জল কেমন করিয়া শুকাইয়া যায় লক্ষ্য করা।

৫। বাতাস না হইলে আগুন জ্বলিতে পারে না ; আগুন সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া ; কাপড়ে আগুন লাগিলে দৌড়াইতে নাই।

৬। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়িয়া তোলা ; দৈহিক পরিচ্ছন্নতা—মুখ, হাত, নখ, দাঁত—পরিষ্কার রাখা—দাঁতের ব্যবহার ; কাপড় পরিষ্কার করা ; গ্রামে সহজ প্রাপ্য নানাবিধ জিনিসের দ্বারা কাপড়চোপড় ধৌত করা।

(ছাত্রগণ নিজেরা যাহাতে পর্যবেক্ষণ করিতে অভ্যস্ত ও সমর্থ হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ; মাঝে মাঝে তাহাদিগকে ভ্রমণে লইয়া যাইতে হইবে)

৭। প্রাচীনতম কাল হইতে মানুষ কেমন করিয়া চন্দ্র-সূর্য-

তারকা দেখিয়া সময় নিরূপণ ও দিক নির্ণয় করিতেছে তাহার গল্প ; কেমন করিয়া চাষী, পর্যটক, নাবিক, সেনাপতিরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত হইয়াছে তাহার কাহিনী ; চাঁদ ও সূর্য্যের উদয় অস্ত। ছাত্রদিগকে লক্ষ্য করিতে উৎসাহ দিতে হইবে যে, যে-তারাটি সকালে অস্ত গিয়াছে তাহাকেই আবার সন্ধ্যার কিছু পরে দেখা যাইতেছে। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি —চন্দ্রের উজ্জ্বল এবং অন্ধকার অংশ ; তাহার দ্বারা কি বোঝা যায় ?

জানালার ভিতর দিয়া সূর্যরশ্মি বিপরীত দিকের দেওয়ালে যেখানে পড়ে সেই স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া ছাত্রগণ সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তের ঠিক স্থান নির্দেশ করিবে। সূর্যের গতি—২২শে জুন উত্তর অয়নান্ত দিন ও ২২শে ডিসেম্বর দক্ষিণ অয়নান্ত দিন ; ধ্রুব নক্ষত্র ও সপ্তর্ষি দেখিয়া উত্তর দিক নির্ণয় ; বৎসরের চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ হইলে তাহা লক্ষ্য করা।

৮। শরীর-চর্চা

(ক) শরীর সংস্থান ড্রিল

(খ) দাঁড়ানো—সুন্দরভাবে, সোজা হইয়া ; স্বচ্ছন্দ গতি

(গ) শ্বাস-প্রশ্বাস—মাথা উঁচু, বুক সামনে প্রসারিত, নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস

(ঘ) স্থানত্যাগ—আদেশ—ওঠ, দাঁড়াও, এগিয়ে চলো, সারিতে একজন করে চলো ইত্যাদি

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। নিম্নলিখিতগুলির সহিত পরিচিত হইবে ঃ

(ক) গাছপালার সাধারণ আকৃতি

(খ) গাছপালার কাণ্ড ও বাকলের আকার

(গ) গাছপালার পাতার আকার

(ঘ) ফুলের সাধারণ আকৃতি, রঙ প্রভৃতি

(ঙ) বিদ্যালয়ের অঞ্চলের অন্ততঃ পাঁচটি সাধারণ গাছের ফল ও বীজের আকার ইত্যাদি।

২। তদঞ্চলে উৎপন্ন অন্ততঃ দশটি শস্য ও সব্জির সম্বন্ধে উপরি উল্লিখিত বিষয়ে জ্ঞান; কখন বুনিতে হয়, কতদিনে চারা উৎপন্ন হয়. কখন কাটিতে হয় এসবও শিখিবে।

৩। গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অন্ততঃ চারি জাতীয় গৃহপালিত এবং তিন জাতীয় বন্যপশুর আকৃতি, চরা ফেরা, খাদ্য, ডাক প্রভৃতি লক্ষ্য করিবে; জলচর প্রাণী; ব্যাঙের ক্রমপরিণতি।

৪। পাখী—সাধারণ আকৃতি, রঙ, উড়িবার ভঙ্গী, বাসা প্রস্তুত করার ও খাইবার রীতি; ডিম পাড়িবার কাল; যেগুলি পাড়াগাঁয়ে দেখা যায় তাহাদের অন্ততঃ পাঁচ প্রকার পাখীর ডিমের আকার, রঙ। বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে পাখীর জন্য পানীয় জলাধার রাখা ও খাবার দিবার ব্যবস্থা।

৫। বাতাসে যে ধূলা বিত্তমান তাহা লক্ষ্য করা; গ্রীষ্মকালে বাতাসে ধূলির স্তর; শুকনা ধূলির ঝড়; ঈষৎ অন্ধকার কক্ষে প্রবিষ্ট সূর্যালোকে ধূলিকণা পর্যবেক্ষণ; ধূলিদ্বারা রোগবিস্তার; ইহা নিবারণের উপায়।

৬। জল—গাছপালা, প্রাণী এবং মানুষের জীবনে ইহার প্রয়োজন; দূষিত ও বিশুদ্ধ জল; জলবাহিত সাধারণ সংক্রামক রোগ; গ্রাম্য কূপ

(১ হইতে ৬ পর্যন্ত বিষয়গুলি ছাত্রগণ নিজেরা কৌতূহলের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করিবে।)

৭। নাক দিয়া নিশ্বাস লইবার নির্দেশ; বিশুদ্ধ বাতাসের উপকারিতা; স্বাস্থ্যের পক্ষে গাঢ় ঘুমের উপযোগিতা

৮। দিন, মাস বৎসর এগুলি মানুষের খামখেয়ালি মত নির্দিষ্ট নয়—জোতির্বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মের উপর ইহারা প্রতিষ্ঠিত।

দিন—পৃথিবীর মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্তনের সময়—দিনরাত্রি ২৪ ঘণ্টায় অথবা ৬০ ঘটিতে বিভক্ত;

মাস—পৃথিবীর চতুর্দিকে চন্দ্রের একবার আবর্তনের সময়—এক পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা হইতে অন্য পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা পর্যন্ত প্রায় ৩০ দিন।

ঋতু—শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ—কিভাবে হয়, কেন হয়?

৯। শরীর চর্চা—প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ

তৃতীয় শ্রেণী

১। উদ্ভিদের খাদ্য, জল ও সূর্যকিরণের দরকার; একই পরিমাণ জমিতে কম বেশী সার, জল ও রৌদ্রালোক দিয়া ফসল উৎপাদনের পরীক্ষা; জলে অনেক জিনিস গলিয়া যায়; এইরূপ গলিত পদার্থ গাছের খাদ্য; মূল, কাণ্ড, পাতা ফুল ও ফলের কার্য।

২। বীজ এবং বীজ হইতে অংকুরোদ্গম। নিম্নলিখিত জাতীয় বীজের তিনটি করিয়া লইয়া পরীক্ষা:

(ক) গম, ভুট্টা, যব (খ) মটর, কার্পাস, তিসি (গ) নিম, ভেরাণ্ডা; একদল ও দ্বিদল বীজের পার্থক্য প্রদর্শন।

কিভাবে বীজ গাছ হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে: বাতাসে, প্রাণী কর্তৃক, ফলের খোসার জোরে, জলদ্বারা।

৩। অন্ততঃ তিনটি গৃহপালিত (বিস্তারিত ভাবে)—গরু, বিড়াল, কুকুর কি ভাবে তাহারা বাচ্চার যত্ন নেয়; প্রকৃতি-জগতে পরস্পরের উপর পরস্পরের নির্ভরতা—প্রাণী উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল; মানুষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর নির্ভর করে।

৪। মাকড়সা, কীটপতঙ্গ—ইহাদিগকে চেনা; ইহাদের খাদ্য, গৃহ, অভ্যাস; মাছি—ডিম হইতে শুককীট—তারপর মূককীট—তারপর মাছি, মাছির উৎপত্তিস্থান—মাছি ময়লা ও রোগের বাহন; গৃহ হইতে মাছি তাড়াইবার উপায়।

৫। নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের পার্থক্য পরীক্ষা দ্বারা দেখানো; দহন ক্রিয়ার প্রকৃতি; বাঁচিয়া থাকিতে বাতাসের প্রয়োজনীয়তা।

৬। বিশুদ্ধ ও দূষিত জল; কেমন করিয়া জল শোধন করিতে হয়—চুয়াইয়া, ফিল্‌টার দ্বারা ও ফুটাইয়া।

৭। গৃহের পরিচ্ছন্নতা—ময়লা, গোবর, আবর্জনা নিষ্কাশন—সার হিসাবে ইহাদের মূল্য।

৮। পুষ্টিকর খাদ্য—স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল প্রণালীতে খাওয়ার অভ্যাস; উপযুক্ত নিদ্রা, ব্যায়াম

৯। জ্যোতির্বিজ্ঞান—প্রথম শ্রেণীর ৭ নং এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮নং পাঠ্য বিষয়ের বিশদ আলোচনা ও অধ্যয়ন। বিভিন্ন রাশির (তারকা পুঞ্জের) কাল্পনিক আকৃতি ছাত্রগণ অঙ্কন করিতে অভ্যস্ত হইবে।

চতুর্থ শ্রেণী

১। উদ্ভিদের দেহযন্ত্র—পাতার সাহায্যে বায়ু ও সূর্য কিরণ হইতে খাদ্য গ্রহণ; অঙ্গারজান গ্রহণ—অম্লজান ত্যাগ মূল ও তাহাদের কাজ; সূক্ষ্ম মূল,—কি ভাবে গাছ মূল দ্বারা জল গ্রহণ করে।

২। গ্রামের পুষ্করিণী; জলচর পক্ষী, তাহাদের খাদ্য, অভ্যাস, কণ্ঠস্বর, কোথায় কি ভাবে তাহারা বাসা বাঁধে; ঋতুভেদে তাহাদের স্থানান্তর গমন।

৩। কীটপতঙ্গ—মশা; মশার জন্ম; মশা ও স্বাস্থ্য সমস্যা; কি রকম স্থানে মশার উৎপত্তি; ম্যালেরিয়া ও ইহার প্রতিষেধক; ম্যালেরিয়ার জন্য সমাজের ক্ষতি; মৌমাছি ও পিঁপড়া; ইহাদের মধ্যে কর্মবিভাগ ও যৌথ কর্মপ্রণালী।

৪। মাকড়সা, বিছা, সাপ—মাকড়সার বৈশিষ্ট্য; কীট হইতে তাহাদের পার্থ্যক্য; মানুষের পক্ষে ইহাদের উপকারিতা; অপকারী কীটপতঙ্গের বিনাশ। বিষধর ও নির্বিষ সাপ চিনিবার উপায়; নির্বিষ সাপ কৃষকের কি উপকারে আসে—বৃশ্চিক বা সর্প দংশনে প্রাথমিক চিকিৎসা।

৫। জলের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল, বায়বীয়; বাষ্পীকরণ ও ঘনীকরণ।

৬। বায়ু যে একটি পদার্থ তাহার পরীক্ষা; গ্যাস স্থান অধিকার করিয়া থাকে; বাতাসের ওজন আছে এবং চাপ দেয়—ইহার পরীক্ষা; তাপের পরিবর্তনের ফলে গ্যাস তরল অথবা কঠিন—সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়; বাষ্পীভবনের দ্বারা উত্তপ্ত জিনিসের শীতল হওয়ার পরীক্ষা।

৭। মানব দেহঃ শ্বাসযন্ত্র ও রক্ত সঞ্চালনী প্রণালী, সাধারণ সংক্রামক রোগ; কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, ম্যালেরিয়া; কি ভাবে এগুলি হয়, কেমন করিয়া ইহাদের বিস্তার রোধ করা যায়।

৮। জ্যোতির্বিজ্ঞান—তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ

পঞ্চম শ্রেণী

১। উদ্ভিদ্ একং প্রাণিবিত্তার পাঠের অনুক্রম। তৎসহ ছাত্রগণ পড়িবে

(ক) ফুল—ইহার বিভিন্ন অংশ ও কার্য

(খ) বীজ ও ফল

(গ) বীজ ও ফলের বিস্তার সাধন

(ঘ) বিভিন্ন প্রণালীতে গাছের বংশ বিস্তার—ডাল পুঁতিয়া, কলম কাটিয়া, চারা লাগাইয়া ;

(ঙ) যে সকল কীটপতঙ্গ ও পাখী বীজ ছড়াইতে সহায়তা করে ;

(চ) বিষধর ও নির্বিষ সাপ ; বিষক্রিয়ার উপসর্গ ; সর্পাঘাত ও কুকুরের কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা।

২। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও তাহাদের পুষ্টিকারিতা ; খাদ্যের পরিপাক ; পরিপাক যন্ত্র ; খাদ্য গ্রহণের সময় ; সাধারণ পানীয় পাত্র—একই পাত্র সাধারণের ব্যবহারে কুফল।

৩। বাতাস—ইহার উপাদান ; দূষিত পদার্থ, গাছ কি ভাবে বাতাস বিশুদ্ধ করে ; বহুজনপূর্ণ বন্ধ ঘরে বাতাস ; ঘরে বাতাস প্রবাহিত হওয়া ; বৃষ্টিহীনতা ; বাতাসের চাপ।

৪। জল—উপাদান ; দূষিত পদার্থ ; শোধন ; কলেরা, আমাশয়, আন্ত্রিক রোগ, ক্রিমি দূষিত জল দ্বারা বিস্তার লাভ করে ; প্রতিষেধ।

৫। দিক্-দর্শন যন্ত্র—চুম্বক—চুম্বকের ধর্ম

৬। বিদ্যুৎ ও বজ্র—ঘর্ষণজনিত তড়িৎ

৭। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদিগের কাহিনী—তাঁহাদের সত্যানুসন্ধান

৮। সৌরজগৎ—নবগ্রহ—ধূমকেতু, গ্রহ, উপগ্রহ, শনির বলয়। চাঁদের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী

১। পূর্বের কয়েক শ্রেণীর পাঠের পুনরাবৃত্তি

২। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতে উদাহরণ লইয়া অ্যাসিড, অ্যালকালি, লবণ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান

৩। মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাল রকম জ্ঞান। মানবদেহ একটি দুর্গ বিশেষ

(ক) বহির্প্রাচীর—চর্ম

(খ) প্রাচীরের উপর প্রহরী—পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক (দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শশক্তি)

(গ) দুর্গ

(১) বাতাস—শ্বাস প্রণালী

(২) সঞ্জীবন—রক্তসঞ্চালনী প্রণালী

(৩) খাদ্য গ্রহণ—পরিপাক প্রণালী

(৪) নর্দমা—নিষ্কাশন প্রণালী

(ক) চর্ম (খ) বৃক্ক (গ) শ্বাস প্রশ্বাস (ঘ) অন্ত্র

(৫) রক্ষণ—জীবাণু

(৬) কর্মচারী ও খবর আদানপ্রদান—স্নায়ুমণ্ডলী

৪। শেষের দুই বৎসরে স্বাস্থ্যচর্চা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার উপর জোর দিতে হইবে। রোগ হওয়ার পর নিরাময় হওয়া অপেক্ষা নীরোগ থাকাই বাঞ্ছনীয়; সুস্থ সবল জীবন যাপনের উপকারিতা; স্বাস্থ্যহীনতার কারণ: অজ্ঞতা, উদা-

সীনতা, দারিদ্র্য, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, অতিভোজন, ভোগে অসংযম। যক্ষা, কুষ্ঠ—ইহাদের কারণ, লক্ষণ, প্রতিষেধ; ব্যক্তিগত রোগভোগ, সামাজিক ক্ষতি; রোগের প্রতিষেধকল্পে ব্যক্তিগতভাবে সকলের চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা; এই দুই বৎসরে ছাত্রগণ গ্রামের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে।

৫। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পূর্বে সকল ছাত্রকেই নিম্নলিখিত অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হইবে:

(১) দৈনিক স্নানের অভ্যাস ২) প্রতিদিন ব্যায়াম করিবার অভ্যাস (৩) বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণের অভ্যাস (৪) সকল বিষয়ে মিতাচার (৫) হাসিবার অভ্যাস

৬। পৃথিবীর জন্ম ও জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে গল্প

৭। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির উপর আধিপত্য; রোগ নিবারণে মানুষের কৃতিত্ব; যানবাহন ও শিল্পের উৎপত্তি।

৮। গৃহে ব্যবহৃত সরল যন্ত্রপাতি: কপিকল, স্ক্রু, বল্টু, দোলক, ঘড়ি; কাজ ও কাজের ক্ষমতা; বাষ্পচালিত ইঞ্জিন, মোটর ইঞ্জিন, চুম্বক; বৈদ্যুতিক ব্যাটারি, বিদ্যুৎ প্রবাহ, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

৯। প্রাথমিক চিকিৎসা: বিভিন্ন প্রকারের ক্ষত, আগুনে পোড়া, নাকে আঘাত, কুকুরের কামড়; সাপে কাটা; হাত ভাঙ্গা, হাড় স্থানচ্যুত হওয়া; ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; চোখে কুটা

বা অন্য কিছু পড়া ; জলে ডোবা ; কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের চেষ্টা ; আহতকে স্থানান্তরে লওয়া।

১০। অন্ততঃ দশজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জীবনী—তাঁহাদের সত্যানুসন্ধান

১১। পৃথিবীর চতুর্দিকে চাঁদের পরিক্রমা দ্বারা মাধ্যাকর্ষণ প্রমাণ করা ; শুক্র গ্রহ সকালে এবং সন্ধ্যায় দেখা যায় কেন ? উল্কাপাত—নীহারিকা ; আলোক বর্ষ দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব স্থাপন। প্রধান প্রধান নক্ষত্র ; ছায়াপথ কি ? নীহারিকার আকৃতি।

বর্ষপঞ্জী। চান্দ্র এবং সৌর বর্ষ ;

পোপ গ্রিগরির সংস্কার ; সংস্কারের আধুনিক প্রস্তাব ; সূর্য অথবা নক্ষত্র দেখিয়া দিনরাত্রির সময় নিরূপণ ; চন্দ্রকলার অবস্থা (হ্রাস) বৃদ্ধি) দেখিয়া তারিখ নির্ণয় ; রাশির মধ্যে চন্দ্রের অবস্থান দেখিয়া মাস নিরূপণ ; বিশিষ্ট তারকা দেখিয়া ঋতু নির্ণয়।

নক্ষত্র দেখিয়া দিক নির্ণয়

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি—সৌরকিরণ বিশ্লেষণ (spectrum analysis) কি ? মানমন্দির—উজ্জয়িনী, জয়পুর, সেকেন্দ্রাবাদ, কোদাই কনাল—গ্রীণউইচ, মাউণ্ট উইলসন।

নক্ষত্রের অভ্যন্তরে কি আছে ?

অংকন

প্রথম শ্রেণী

১। রঙের পার্থক্য নির্ণয়—লাল ও সবুজ, হলদে ও কালো ; গাছ, ফুল, ফল, পাখীর রঙ নিরূপণ

রঙের নাম শিক্ষা করা।

আকৃতি ও সম্বন্ধ, নীল আকাশ ও সবুজ মাঠ ; ক্রেয়ন দ্বারা ও সবুজ কাগজে অংকন। বিভিন্ন জাতীয় গাছের পাতা অংকন—বটপাকুড়ের, কলা গাছের পাতা ইত্যাদি।

সাধারণ তরিতরকারি ও ফলের চিত্র—সাধারণতঃ বড় আকারের—কুমড়া, বেগুন, তরমুজ, আম প্রভৃতি।

রঙিন পেন্সিল দিয়া স্মৃতি হইতে কোন দেখা জিনিসের ছবি আঁকা। (ঠিক ভাবে পেন্সিল ধরা এবং আঁকিবার সময় সমগ্র বাহুর সহজ চালনা অভ্যাস করাইতে হইবে)

দ্বিতীয় শ্রেণী

দৈনিক পাঠসংক্রান্ত কতক বিষয়ের চিত্র অংকন। কালো অথবা বাদামী রঙের পেন্সিল ব্যবহার। ত্রিভুজ, বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত প্রভৃতি দ্বারা বর্ডার আঁকা।

নদী, গাছ, পাখী প্রভৃতির প্রাকৃতিক দৃশ্য রঙ দিয়া আঁকা। কাগজে গাছ আঁকাইয়া ছুরি বা কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক্ করিয়া লওয়া।

স্বাভাবিক রঙ দিয়া প্রাণীর চিত্র অংকন, লতাপাতা সহ সাধারণ তরিতরকারি অংকন।

অংকনের শুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন।

তৃতীয় শ্রেণী

স্মৃতি হইতে চিত্র অংকন—গৃহপালিত প্রাণী—পাঠে যে সকল জিনিসের উল্লেখ আছে তাহাদের চিত্র।

বাড়ির কোন দৃশ্য; বাড়ীঘর, গাছপালা, প্রাণী আঁকার অভ্যাস।

কমলা রঙ, সবুজ লাল প্রভৃতি দিয়া বর্ডার আঁকার অভ্যাস

রঙের মিশ্রণ—লাল ও নীল, নীল ও হল্‌দে

চতুর্থ শ্রেণী

রঙিন প্রাকৃতিক দৃশ্য—ফুল, পাতা, প্রজাপতি

নিকটের এবং দূরের জিনিস অংকনের পদ্ধতি; কাছের গাছ, দূরের গাছ

জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে ফুল পাতা প্রভৃতি এক রঙ দিয়া আঁকা

সজ্জাচিত্র—স্থানীয় রীতি অনুযায়ী; রঙ গোলা, আলপনা

খেলাধূলারত এবং কার্যরত বালকবালিকা ও প্রাণীর রেখাচিত্র

সামাজিক পাঠ বা সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ের চিত্র (poster) অংকন

পঞ্চম শ্রেণী

এই শ্রেণীতে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ও অধিকতর নিখুঁত অংকন অভ্যাস করাইতে হইবে। পূর্ব শ্রেণীর অংকিত বিষয়-গুলি আবার নিখুঁত ভাবে আঁকানো চলে।

অংকিতব্য জিনিসের আকার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য, রঙ প্রভৃতি যত্নের সহিত লক্ষ্য করিতে হইবে।

মাপ, রঙ, ছায়া (shades) ; আতপ্ত ও শীতল রঙ ; রঙের চার্ট : প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকনে রঙের মাপ (scale)।

বিভিন্ন অবস্থানে পাতার চিত্র, পেন্সিল, কালী ও রঙের চিত্র
পুস্তকের মলাটের জন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য
ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাঠ অংকন
বালকবালিকা ও প্রাণীর বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি আঁকা
বিদ্যালয়ের চিত্র

ষষ্ঠ শ্রেণী

জিনিস আঁকানো ও ডিজাইন তৈয়ার করানোর অভ্যাস চলিবে।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী পশুপক্ষীর চিত্রযুক্ত একখানা চিত্রপুস্তক ছাত্রগণ প্রস্তুত করিবে।

গ্রামে সমাজ-কল্যাণের নিমিত্ত কোন অভিযানের পক্ষে প্রয়োজনীয় পোষ্টার বা ছবি প্রস্তুত করা

স্কেল অনুসারে অঙ্কনঃ কোন চিত্র নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী ছোট বা বড় করা।

সপ্তম শ্রেণী

ডিজাইন ও বাস্তব জিনিস দেখিয়া আঁকানো

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী একখানা ছবির বই প্রস্তুত করা ; ৪টি প্রাকৃতিক দৃশ্য ; রঙিন ডিজাইন

পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত পোষ্টার বা বড় ছবি অংকন

স্থূল জিনিস অংকন ;

শিল্প-শিক্ষা সংক্রান্ত জিনিসের চিত্র অংকন ;

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ রঙ ব্যবহার করিবে। সাদা এবং কালো রঙ পরে প্রবর্তন্ করিতে হইবে। ভাল চিত্রকে আদর্শ (model) করিয়া অংকন—সকল শ্রেণীর ছাত্রগণই অভ্যাস করিবে।

সূতা কাটা ও বয়নশিল্পের সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের সংযোগ সাধন

শিক্ষাকে জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও জীবন্ত করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পাঠ্যবিষয় নির্ধারিত হইয়াছে। পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিবার সময় তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর নজর রাখা হইয়াছে—বালকের সামাজিক ও তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শিল্প শিক্ষা যাহার ভিতর দিয়া উভয় পরিবেশ মিলিয়া ছাত্রকে বাস্তব জীবনের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারে।

শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে ; শিল্প শিক্ষার প্রসঙ্গে শিক্ষক যত স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিবেন শিক্ষা ততই জীবন্ত হইয়া উঠিবে। এখানেই শিক্ষকের কৃতিত্ব। অঙ্ক, সামাজিক পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান, অংকন ও মাতৃভাষাকে কি ভাবে শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় তাহার আভাস দেওয়া হইল। উৎসাহী বুদ্ধিমান শিক্ষক সংযোগ সাধনের আরো বহু উপায় আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণী

গণিত

লাটাইতে সূতা জড়াইবার সময় গণনা। তুলার লাছি গণনা, সূতা কাটিতে যে যে জিনিসের প্রয়োজন সেগুলি গণনা।

দশমিকের ধারণা—হাতের ১০ আঙুল গণনা ; তক্‌লি, লাটাই প্রভৃতি ১০টি করিয়া সাজাইয়া গণনা। ব্যায়াম করিবার সময় ছাত্রগণ ১০ জন করিয়া সারিতে দাঁড়াইবে ; তুলার লাছি ১০টি করিয়া একত্র রাখিয়া পুঁটুলি করিতে হইবে।

সূতাকাটা প্রতিযোগিতায় নম্বর দিয়া যোগ শিখাইতে হইবে ; সূতা কাটিবার জন্য যতগুলি তুলার লাছি দেওয়া হইল এবং সূতা কাটার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিল তাহার সাহায্যে বিয়োগ শিক্ষাদান।

তুলার লাছির ওজন ; সূতার মাপ

সুতাকাটায় ১৬ পর্যন্ত গণনার প্রয়োজন, কেননা ১৬০ পাকে এক লাটি, ১৬ লাটিতেএক কালি এবং এক পাক ৪ ফুট এক তার-এর সমান।

সামাজিক পাঠ

আদিম মানবের পরিচ্ছদ—গাছের পাতা, বাকল, পশুর চামড়া হইতে ক্রমে পশুর লোম, তুলা এবং রেশমের বস্ত্র।

বিভিন্ন দেশে মানুষের পরিচ্ছদ—আরববাসী, এস্কিমো, আফ্রিকার বামন; শীতপ্রধান দেশ ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পরিচ্ছদ; পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা।

সাধারণ বিজ্ঞান

তুলাগাছের বিভিন্ন অংশের নাম ও কার্য; ঋতুভেদে পরিচ্ছদের পরিবর্তন; কি ভাবে পরিচ্ছদ শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করে। তুলা পেঁজা ও সূতাকাটায় জলবায়ুর আর্দ্রতার প্রভাব; সকাল বেলা তুলা তুলিবার সময়। তুলাবীজের অংকুরোদ্গম।

অংকন

কার্পাস তুলাগাছ, ফুল ফলের চিত্র অংকন

মাতৃভাষা

বয়নশিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির নাম ও সূতাকাটা, তুলা পেঁজা প্রভৃতি বর্ণনা। সমবেত সংগীত; সূতা কাটিবার সময় লোক-সংগীত।

দ্বিতীয় শ্রেণী

গণিত

সূতাকাটা ও জড়ানোর মারফৎ বড় সংখ্যার সহিত পরিচয়, ১৬০ পাকে এক গুণ্ডি।

অনুরূপভাবে এবং তূলার লাছি গণনার সাহায্যে যোগ-বিয়োগ অভ্যাস করানো ; এই প্রসঙ্গে সরল প্রশ্নের অঙ্ক

সূতা ইত্যাদির ওজন, মাপ, দাম নিরূপণ

২, ৫ এবং ১০টি জিনিস একত্র করিয়া গণনা—গুণন শিক্ষা

সামাজিক পাঠ

বর্তমান যুগে প্রাচীন অধিবাসীদের পরিচ্ছদ (১)

প্রাচীন যুগে আদিবাসীদের পরিচ্ছদ (২)

দূরদেশে আদিবাসীদের পরিচ্ছদ (৩)

গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিচ্ছদ ; পরিমাণ; স্বদেশী, বিদেশী, পরিধানের রীতি

সাধারণ বিজ্ঞান

কার্পাস গাছের আকার, কাণ্ড ও বাকল ; পাতার আকৃতি , ফুলের রঙ ও আকার, বীজ, বীজ বুনিবার ও তূলা তুলিবার কাল ; অংকুরোদ্গমের সময়। ধূলা রোধ করিতে তূলার পট্টি

অংকন

কার্পাস গাছ ও ফুল অংকন

মাতৃভাষা

শিল্পকাজের মৌখিক বর্ণনা ; সামাজিক পাঠ ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পাঠ।

যন্ত্রপাতির নাম (বিশেষ্য) ও কাজ (ক্রিয়া) লিখন ; ঐগুলির দ্বারা সরল বাক্য গঠন।

তৃতীয় শ্রেণী

গণিত

(ক) সংখ্যা লিখন ; গ্রাম, জেলা, প্রদেশ এবং সমগ্র দেশের তূলার উৎপাদন ; তূলার রপ্তানি ; তূলা এবং তূলাজাত দ্রব্যের আমদানি

(খ) শিল্পকাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যা—গ্রাম, জেলা, প্রদেশ, ভারতবর্ষ

(গ) আবাদী জমির পরিমাণ—কার্পাস, গম ইত্যাদির উপযোগী

এই সকল সংখ্যার সাহায্যে বড় বড় যোগবিয়োগ শিখানো চলিবে। কতকগুলি সমান সংখ্যাকে বারে বারে যোগ এবং বারে বারে বিয়োগ করা অপেক্ষা গুণন ও ভাগ করিলে যে কাজ সহজ হয় কার্যে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে।

ওজন ও মাপ শিক্ষা ; ছাত্রগণ বিভিন্ন আর্যা শিখিবে।

সাধারণ স্থূল জিনিসের সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইবার জন্য ছাত্র-দিগকে চরকার বিভিন্ন অংশ দেখাইতে হইবে ; তূলার স্তূপ বা বীজ ভাগ করিয়া অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বুঝাইতে হইবে।

সূতাকাটার জন্য প্রতি শ্রেণীর প্রতি ছাত্র কত করিয়া মজুরি পাইতে পারে এবং প্রতি শ্রেণীতে কতখানি দীর্ঘ সূতাকাটা হইয়াছে তাহার হিসাব প্রসঙ্গে নিম্নগ উর্ধ্বগ লঘুকরণ শিক্ষাদান।

সামাজিক পাঠ

১। বৌদ্ধ যুগে পরিচ্ছদ—বৌদ্ধ শ্রমণ বা ভিক্ষুর পোষাক—প্রাচীন পারস্য এবং গ্রীস—প্রাচীনযুগে পরিচ্ছদের সরলতা ও সৌন্দর্য (১নং)

২। পরিচ্ছদের বর্ণনা ও বৈশিষ্ট্য (২নং—কাজের, বিশ্রামের এবং নিদ্রার সময়কার পরিচ্ছদ)

৩। গ্রামে উৎপন্ন কাপড়—জনপ্রতি গড়ে কতখানি ব্যবহৃত হয়, কি পরিমাণ গ্রামে প্রস্তুত হয়, কি পরিমাণ বাহির হইতে আসে (৩নং)

সাধারণ বিজ্ঞান

তূলা-বীজের অংকুরোদ্গম পরীক্ষা ; বীজ বপন ; তূলা-গাছের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা।

কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখিবার উপায়—গ্রামে সহজলভ্য জিনিস দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করা।

অংকন

আদিম যুগের মানুষের পরিচ্ছদ অংকন

মাতৃভাষা

শিল্পকাজ সংক্রান্ত মৌখিক বর্ণনা ও আলোচনা; শিল্প বিষয়ে লিখিত উপদেশাবলী নীরবে পাঠ।

পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট অংশ পাঠ; শিল্পকাজের রোজনামচা লেখার রীতি।

চতুর্থ শ্রেণী

গণিত

কত লোক এই শিল্পে রত আছে আদমসুমারি হইতে তাহার সংখ্যা পাওয়া যাইবে; বস্ত্র ও তুলা উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি প্রভৃতির হিসাব লইয়া অঙ্ক।

শিল্পকাজে মজুরির হিসাব করিতে মিশ্র গুণন প্রভৃতি আসিবে।

সরল হিসাব রাখার নিয়ম; প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির হিসাব।

সামাজিক পাঠ

প্রাচীন ভারতে বস্ত্র ব্যবসায়

তৃতীয় শ্রেণীর ৩নং বিষয়ের বিশদ আলোচনা।

জেলার বস্ত্র-উৎপাদন কেন্দ্র

ভারতের ইতিহাসে বস্ত্র ব্যবসায়ের স্থান; ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যপথ; জলপথ আবিষ্কারের প্রেরণা।

গ্রামে এবং জেলায় বস্ত্র প্রস্তুতকারীর সংখ্যা; মোট প্রয়োজন মিটাইতে কতজন প্রস্তুতকারীর দরকার; বয়নে বিভিন্ন প্রণালী ব্যবহারের জন্য এই সংখ্যার তারতম্য; কাপড়ের কল;

গ্রাম হইতে লোকের সহরে গমন —এইরূপ লোকের সংখ্যা, ইহার বিপদ ; পরিকল্পনার প্রয়োজন ।

সাধারণ বিজ্ঞান

কার্পাস চারা লইয়া অংকুরোদ্গাম পরীক্ষা ।

তূলা লইয়া পরীক্ষা—তূলার আঁশের ফাঁকে ফাঁকে বাতাস বিদ্যমান ; পেঁজা তূলা ফাঁপিয়া অনেকখানি স্থান জুড়িয়া থাকে—বেশী বাতাস থাকে ইহার ফাঁকে ফাঁকে ; বায়ু উত্তাপ পরিবাহক নয় ।

অংকন

সামাজিক পাঠসংক্রান্ত বিষয়ের চার্ট ও ছবি প্রস্তুত করা ।

মাতৃভাষা

সামাজিক পাঠসংক্রান্ত বিষয়ের মৌখিক বর্ণনা ও আলোচনা ঐ বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক পাঠ ; ঐ বিষয় লেখা ; শিল্পক্রিয়ার এবং সাধারণ বিজ্ঞানের পরীক্ষার বর্ণনা ; নিখিল ভারত কাটুনি সংঘ ; নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সমিতির নিকট খবরের জন্য চিঠি লেখা ; জেলা সমিতি অথবা গ্রাম পঞ্চায়েৎ ।

প্রত্যেক ছাত্রের এবং সমগ্র শ্রেণীর শিল্পকাজের রোজনামচা অথবা মাসিক হিসাব রাখা ।

পঞ্চম শ্রেণী

গণিত

সূতার পরিমাণ, বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ, খরচ, মজুরি প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রশ্নের অঙ্ক ।

সূতা, কাপড়, মজুরি সংক্রান্ত সাংকেতিক অথবা চলিত নিয়মের অঙ্ক, বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা বিষয়ক হিসাব রাখা।

সামাজিক পাঠ

ইসলাম ধর্মের প্রবর্ত্তকের সরল পরিচ্ছদ; সে সময়ে আরবে কি ভালে কাপড় প্রস্তুত হইত।

হিন্দু-মুসলমান সংস্পর্শের পর ভারতে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন; কাপড় তৈয়ারিতে উন্নতি; বয়ন, রঙ করা, ছাপান; গালিচা প্রস্তুত করণ; বস্ত্রশিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্র; সেখান কার ভৌগলিক ও জলবায়বীয় অবস্থা; রাষ্ট্রকর্তৃক রক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতা; বস্ত্র ব্যবসায়ের স্থলপথ ও জলপথ; পাশ্চাত্যের সঙ্গে লাভজনক ব্যবসা; ব্যক্তিগত ও সরকারী কারখানা।

পৃথিবীতে বস্ত্র, তূলা ও পশম উৎপাদনের অঞ্চলগুলির বিষয় পাঠ। কার্পাস গাছের উপর মানুষের নির্ভরতা।

যৌথ প্রতিষ্ঠানের মারফৎ খাদিবস্ত্র বিক্রয়ের সম্ভাবনা; জেলায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা; ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক জীবনে খাদির প্রয়োজনীয়তা। কার্পাস বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা।

অংকন

সামাজিক পাঠ ও সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয় সংক্রান্ত কতক বিষয়ের ছবি প্রস্তুত করা; পেন্সিল, কালি ও রঙ দিয়া কার্পাস পাতা, ফুল ও ফলের ছবি আঁকানো।

মাতৃভাষা ও হিন্দুস্থানী

পাঠ্যপুস্তকে ও অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তকে বয়ন সংক্রান্ত বহু বিষয়ের পাঠ দেওয়া চলে।

খাদি উৎপাদন, বিক্রয় প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয় জানিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে চিঠি লেখা।

শিল্পকাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা।

যন্ত্রপাতির হিন্দুস্থানী নাম ও তাহাদের কার্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

ষষ্ঠ শ্রেণী

গণিত

বিদ্যালয়ের দোকানে কাজ—আয়ব্যয়ের অঙ্ক;

শিল্পকাজ অপচয়ের শতকরা পরিমাণ নির্ণয়;

চবকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে কি পবিমাণ কাঠের প্রয়োজন,

স্থূল জিনিসের কালি।

ডুবি প্রস্তুত করিহে কাপড়ের খবচ; পোষাক তৈয়ারের খরচ।

সামাজিক পাঠ

পাশ্চাত্ত্য দেশে কার্পাসের প্রয়োজনীয়তা; ভারতে বৃটিশ অধিকাবের কাহিনী; পূর্ব-ভারতীয় বাণিজ্যের মূল কারণ; প্রথম সুবিধা; ইউরোপীয় কোম্পানী ও মজুরদের মধ্যে সম্বন্ধ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ভারতীয় বণিক; ভারতীয় কৃষক, মজুর ও বণিকের শোষণ; শিল্প বিপ্লব; ভারতীয় বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা; বৃটিশ শিল্পবাণিজ্য প্রসারের জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংস।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস; স্বদেশী আন্দোল; গান্ধীজীর নেতৃত্ব; ভারতের মুক্তির প্রতীক চরকা ও খাদি; খাদির অর্থনৈতিক দিক। গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শিল্প-শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের তূলা; মানচিত্র পাঠ ও প্রস্তুত করা; ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় তূলা সংগ্রহ করা; তূলা উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতি—যেমন জমি, আর্দ্রতা, তাপ; ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণ; ভারতীয় তূলার আমদানি রপ্তানি। পৃথিবীর বিভিন্ন বস্ত্র উৎপাদনকারী দেশে তূলা উৎপাদনকারী দেশ সমূহ হইতে আমদানী রপ্তানি।

কাঁচামাল ও বাজার দখলের চেষ্টায় শিল্পপ্রধান দেশগুলির প্রতিযোগিতা; চলতি ঘটনার সঙ্গে সংযোগ সাধন।

সাধারণ বিজ্ঞান

জলের প্রাকৃতিক ধর্ম; ইহার রাসায়নিক উৎপাদান; জল-সেচের যান্ত্রিক কৌশল; বীজের অংকুর; অপকারী কীটপতঙ্গ; উপকারী ও অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ।

অংকন

খাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে ছবি প্রস্তুত করা; স্কেল অনুসারে অংকন।

মাতৃভাষা ও হিন্দুস্থানী

সামাজিক পাঠ ও সাধারণ বিজ্ঞানের উল্লিখিত বিষয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ও জ্ঞানপ্রদ রচনা পাঠ্যপুস্তকে স্থান দিতে

হইবে। শিল্পকাজ ও অন্যান্য সংগঠনের কাজের বিবরণের মধ্য দিয়া রচনাশক্তির বিকাশ ঘটাইতে হইবে।

সপ্তম শ্রেণী

গণিত

ছাত্রগণ সুদের হার ও সুদকষা শিখিবে; বিদ্যালয়ে সেভিংস্ ব্যাংক্ চালাইতে ইহার প্রয়োজন হইবে। শিল্পকাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে সময়, ক্ষিপ্রতা, কাজের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্নের অঙ্ক আসিবে।

ছাত্রদের কাজের অগ্রগতি দেখাইবাব জন্য 'গ্রাফের' প্রবর্তন; কাপড় তৈয়ারিতে বর্গমূলের অঙ্ক, পারস্পরিক অনুপাত ইত্যাদি বিষয়ক অঙ্ক।

সামাজিক পাঠ

বস্ত্রশিল্পের উপর শিল্পবিপ্লবের প্রভাব; বস্ত্র ব্যবসায়ে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ; যন্ত্রশিল্পের প্রসার, তৎসহ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার—তূলা উৎপাদনকারী অঞ্চল ও শিল্পকাজে অনুন্নত দেশের বাজার দখলের জন্য নানাদেশে কাড়াকাড়ি, মহাযুদ্ধ।

তূলা-উৎপাদনকারী অঞ্চলেব উন্নতি; পৃথিবীর তূলা উৎপাদন; বস্ত্র আমদানি ও রপ্তানি।

তূলা উৎপাদনের বিভিন্ন ব্যবস্থা—ব্যক্তিগত জমি, যৌথ কৃষি; মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রের তূলা উৎপাদন—যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের সহিত দাস-ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধ; গৃহ-যুদ্ধ।

ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বয়নশিল্পের রীতি ও কৌশল।

সাধারণ বিজ্ঞান

কাপড় পরিষ্কার করা, রঙ করা, ছাপান; সূতা কাটা ও বয়ন সংক্রান্ত উন্নতির কাজে যন্ত্র কেশালের প্রয়োগ।

অংকন

শিল্প শ্রেণীতে প্রস্তুত জিনিসের ছবি প্রস্তুত করা।

মাতৃভাষা ও হিন্দুস্থানী

ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুরূপ।

নঈ তালিম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন। দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে ইহার পিছনে। রাজনৈতিক জীবনের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে নূতন সমাজ ও অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতে নূতম আদর্শ ও উদ্যমের প্রয়োজন। বহুদিনের শোষিত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে জাতির নব জাগরণকে কল্যাণকর ধারায় প্রবাহিত করিতে দেশকে অর্থ-সম্পদে, জ্ঞান-গৌরবে মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে যোগ্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ আবশ্যক। লোকায়ত্ত সরকার জনগণের মঙ্গলের প্রতি অবহিত হইয়াছেন, ইহা এক বিপুল সম্ভাবনাময় নবযুগের সূচনা করিতেছে।

স্বাধীন পশ্চিম বাঙলার প্রথম মন্ত্রিসভা অর্থাৎ ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অচলায়তনে নাড়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রথম সোপান হিসাবে শিক্ষকের ট্রেনিং ইত্যাদির ব্যবস্থাও সুরু হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক পরিকল্পিত বনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি মুসলিম লীগের শাসনকালে বাঙলা দেশে গৃহীত হয় নাই। ভারতের কংগ্রেসী প্রদেশে ইহার পরীক্ষামূলক প্রবর্তন হইয়াছিল। তাহার ফলা-ফল দেখিয়া এই নূতন শিক্ষা প্রণালীর দোষগুণ বিচার করিতে

হইবে। বাঙলা দেশে বনিয়াদী শিক্ষা সরকারীভাবে গৃহীত না হওয়ায় ইহার প্রতি এতদিন জনসাধারণের খুব বেশী কৌতূহল জাগ্রত হয় নাই। বর্তমান যখন এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের আলোচনা ও আয়োজন হইতেছে তখন ইহার স্বরূপ কি এবং অন্যান্য প্রদেশে ইহাতে কিরূপ সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা জানা দরকার।

আমাদের বন্ধ্যা প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিকার কল্পে বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার উদ্ভব। শিক্ষার বন্ধ্যাত্ব ও ব্যর্থতার প্রধান কারণ—ইহার মধ্যে দেশের পক্ষে কল্যাণকর, মানুষ তৈয়ার করার উপযোগী কোন বলিষ্ঠ আদর্শ নাই; দ্বিতীয় কারণ—অর্থাভাবে প্রাথমিক শিক্ষা এতদিন নিদারুণভাবে অবহেলিত হইয়া আসিয়াছে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মূল ভিত্তি যে প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে নিহিত এই চরম সত্যটি উপেক্ষিত হওয়ায় শিক্ষা-ইমারতের বনিয়াদী কাঁচা গাঁথুনি দিয়া বালুর উপর স্থাপন করিয়া গম্বুজে শ্বেত পাথরের উপর মীনা এবং চুনির কারুকার্য করার প্রয়াস চলিয়াছে। সার্থক শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান অন্তরায়—অর্থাভাব ও আদর্শের অভাব—গান্ধীজী বাস্তব কর্ম্মপ্রণালীর মধ্য দিয়া দূর করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বনিয়াদী শিক্ষা বা নঈ তালিমের আদর্শ মহাত্মাজীর জীবন-দর্শনের সঙ্গে জড়িত। তিনি গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্বাধীন, সবল, সুস্থ কর্ম্মক্ষম নাগরিক যাহারা পরস্পরের সহযোগিতায় শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ রচনা করিবে, নিজেদে

লুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া জীবনকে শ্রীমণ্ডিত ও দেশকে সম্পদ-ভূষিত করিবে। গান্ধীজীব সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আদর্শ এই নূতন শিক্ষার ভিতব দিয়া তিনি রূপায়িত করিযা তুলিতে চাহিয়াছেন।

বনিয়াদী শিক্ষা কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষা; কোন শিল্পকাজের মাধ্যমে-শেখা প্রাথমিক শিক্ষা। শুধু প্রাথমিক শিক্ষা বলিলে ভুল হইবে। সাত বৎসরের জন্য যে শিক্ষাক্রম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস, ভূগোল ব্যবহারিক গণিত, মাতৃভাষা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান বর্ত্তমান প্রবেশিকা-মানের ছাত্রদের জ্ঞান অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম হইবে না। ইংরাজীব পরিবর্ত্তে ছাত্রগণ হিন্দি শিখিবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় জ্ঞানবারিপায়ী অপেক্ষা স্বচেষ্টায় সক্রিয় শিক্ষাগ্রহণকারী বিদ্যার্থী যে মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রণালীর উপব অধিকতর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তাহা শিক্ষাবিদ্‌গণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। শিশুকে বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাহার মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তির বৃদ্ধি ও ব্যবহারি কাজে পটুতা অর্জন করাও শিক্ষার অন্তর্গত। এদেশে শিক্ষিত মহলে কায়িক শ্রমকে অবজ্ঞা করিয়া মানসিক শ্রমকে উচ্চস্থান দেওয়ার ফলে যে অকল্যাণকর এবং ভ্রান্ত আত্মমর্যাদাবোধের সৃষ্টি হইয়াছে গান্ধীজী তাহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নঈ তালিম এ বিষয়ে সাহায্য করিবে।

দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতি গ্রহণ পরিকল্পনা-রচয়িতার বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশের—বৃটেনের—শিক্ষাকাঠামোর অনুকরণে যে শিক্ষাসৌধের ভাব-কল্পনা অংকিত হইয়াছে তাহা চিন্তায় সুখকর হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সার্জেণ্ট পরিকল্পনার হিসাব মত বাঙলা দেশে শিক্ষার বার্ষিক খরচ ধরা হইয়াছে ৫৭ কোটি টাকা—প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৪০ কোটি টাকা! বর্তমানে যেখানে সমগ্র শিক্ষার বাবদ ৩ কোটি টাকার কম খরচ হইতেছে সেখানে ৫৭ কোটি টাকা খরচ বরাদ্দ ধরিলে জনসাধারণের করের পরিমাণ শুধু শিক্ষার জন্যই ১৯ গুণ বাড়াইতে হয়। ইহা ছাড়া জাতিগঠনের, দেশ-রক্ষার, সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় আরো কত বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে হইবে। স্বর্গের অমৃতফল আর পারিজাত-মন্দার কুসুমের জন্য ঊর্ধ্বমুখে প্রতীক্ষা করিয়া না থাকিয়া মহাত্মাজী নিজের কুটির-সংলগ্ন জমিখণ্ডে দেশী ফল-ফুলের আবাদ করার পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন ঃ 'আমার মধ্যে ভাববিলাসীর সঙ্গে একজন বাস্তববাদী মানুষও রহিয়াছে।' নিজের জীবন-দর্শনের'সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতবর্ষের ৭ লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি বালকবালিকার প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশ তিনি করিয়াছেন। অর্থাভাবের দরুণ শিক্ষাব্যবস্থা অচল থাকিবে ইহা তিনি মানিয়া লইতে রাজী নন।

গান্ধীজী কর্তৃক প্রস্তাবিত মূল নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌গণ যে শিক্ষা-পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম রচনা করিয়াছেন তাহা বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহাধ, মাদ্রাজ, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষামূলক-ভাবে গৃহীত হয় এবং শিক্ষকের শিক্ষণ ও ছাত্রদের নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সুরু হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে অর্থাৎ কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলে প্রাচীন আমলাতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বনিয়াদী শিক্ষা সরকারের সহানুভূতি ও সানুরাগ পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হয়। কোন কোন স্থানে সরকার বনিয়াদী বিদ্যালয় তুলিয়া দিলে জনসাধারণ নিজেদের চেষ্টায় তাহা চালু রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থিত একটি রাজনৈতিক দলের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বনিয়াদী শিক্ষার ভাগ্যে অনুগ্রহ নিগ্রহ, আদর উপেক্ষা উভয়ই জুটিয়াছে। পরিকল্পনা-রচয়িতার ব্যক্তি-গত প্রভাবের জন্য ইহার পক্ষে প্রথমে অনুকূল পরিবেশ রচিত হইলেও নূতন শিক্ষাপ্রণালীকে নিজের প্রাণশক্তি ও গুণাবলীর উপর নির্ভর করিয়া অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

১৯৪১ সালে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে বনিয়াদী শিক্ষার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহার উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন ডক্টর জাকির হোসেন। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, কাশ্মীর ষ্টেট এব বেসরকারী বনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে একশতের অধিক সংখ্যাক শিক্ষাব্রতী ও

শিক্ষাবিদ্ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন চলে। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল: বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য বিষয়, শিল্পকাজের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার সংযোগ সাধনের উপায় ও শিক্ষকের ট্রেনিং। নিম্নলিখিত মন্তব্যটি সম্মেলনে গৃহীত হয়:

গভর্ণমেণ্ট এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় যে সকল বনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে তাহাদের বিবরণীতে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে যে, ছাত্রদের সাধারণ স্বাস্থ্য, আচরণ এবং শিক্ষার উন্নতি আশাপ্রদ। বনিয়াদী শিক্ষালয়ের ছাত্রগণ অধিকতর কার্যক্ষম, প্রফুল্ল, আত্মনির্ভরশীল; তাহাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সহযোগিতামূলক অভ্যাসে তাহারা অভ্যস্ত হইতেছে এবং সামাজিক কুসংস্কার ভাঙিয়া পড়িতেছে। নূতন আদর্শ এবং নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া যে নূতন শিক্ষাপ্রণালী চালু করা হইয়াছে তাহার প্রথম অবস্থার অসুবিধাগুলি বিবেচনা করিলে ভবিষ্যতে আরো অধিকতর সুফল লাভের আশা করা যায়।

* * *

একটি বনিয়াদী শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সমিতি বিহারে ২৭টি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্য পর্যবেক্ষণ করিয়া ছাত্রদের নৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক উন্নতির পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তাঁহাদের বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক এবং প্রাণবন্ত। বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যে সকল গুণের স্ফুরণ আশা করা যায়

বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে এই নূতন শিক্ষাব স্বরূপ অনেকখানি বোঝা যাইবে।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ফল হইবে ছাত্রের হস্তশিল্পে নিপুণতা —তাহার ক্রিয়াকুশলতা বৃদ্ধি পাইবে; দ্বিতীয় ফল—উপর হইতে চাপানো শৃঙ্খলাবোধের পরিবর্ত্তে কাজের মধ্য দিয়া শৃঙ্খলা-জ্ঞানের স্ফুরণ; তৃতীয় ফল—বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ; চতুর্থ ফল—সপ্রতিভ ও সক্রিয় অভ্যাস গঠন—আলস্য পরিহার করিয়া ছাত্রগণ দৈহিক এবং মানসিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিবে; পঞ্চম ফল—সুশৃঙ্খলভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাজ করিবার অভ্যাস; ষষ্ঠ ফল—কাজে আনন্দলাভ কবিবার ক্ষমতা; সপ্তম ফল—কৌতূহল জাগ্রত করা, অনুসন্ধিৎসা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়ানো; অষ্টম ফল—ছাত্রদেব সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পবিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা; নবম ফল—সহযোগিতা ও সেবাব অনুপ্রেরণা লাভ।

বিশেষজ্ঞ সমিতি বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উপরি উল্লিখিত কাম্য গুণের অধিকাংশই দেখিতে পাইয়াছেন—কোনটি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কোনটি সবে সুরু হইয়াছে। তাঁহা-দের মতে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা, সুশৃঙ্খল সপ্রতিভ আচরণ ও সঙ্কোচ-শূন্য হইয়া কথাবার্ত্তা বলা—এসব বিষয়ে বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র অপেক্ষা অনেক অগ্রসর।

পাটনা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রী ইউ, সি, চট্টোপাধ্যায় বিহারের চম্পারণ জেলায় বেতিয়া থানায় বনিয়াদী এবং সাধারণ

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিদ্যাবাস্থ্যর তুলনামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ চার বৎসর কাল একই রকম পরিবেশে শুধু ভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিল। পরীক্ষার বিষয় ছিল: সাহিত্যপাঠ ও রচনা, গণিত, সামাজিক পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। পরীক্ষক তাঁহার বিবরণীর উপসংহারে লিখিয়াছেন:

'আমার পর্যবেক্ষণ হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, একই অঞ্চলের ছাত্রগণ বনিয়াদী বিদ্যালয়ে চার বৎসর যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহা সেখানকার সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক বেশী—মৌখিক পাঠ, প্রাথমিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি ও সামাজিক পাঠ বিষয়ে এই অগ্রগতি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে।'

আগষ্ট আন্দোলনের পর কারাগারের বাহিরে আসিয়া গান্ধীজী বনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিলেন। বালকবালিকার শিক্ষার জন্য যে পদ্ধতির পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন তাহাকে শুধু শিশুর শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ না রাখিয়া শিশুর অশিক্ষিত পিতামাতাকে জ্ঞানলোক দানের দায়িত্বও ইহার উপর অর্পিত হইয়াছে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন:

'আমাদের বর্তমান সাফল্যেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব না। শিশুদিগের গৃহে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে; তাহাদের পিতামাতাকে শিক্ষিত করিতে হইবে। বনিয়াদী শিক্ষাকে প্রকৃতই জীবনের জন্য শিক্ষা হইতে হইবে।......এখন ৭ বৎসর

হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার মধ্যেই আমাদের এই শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। 'নঈ তালিম বা নূতন শিক্ষার প্রয়োগ-ক্ষেত্র মাতৃগর্ভ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনে প্রসারিত হইয়াছে।

'এই নঈ তালিম অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়। এই শিক্ষার খরচ শিক্ষ-প্রক্রিয়া হইতেই উৎপাদন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে যতই বিরূপ সমালোচনা হোক না কেন, আমি জানি যে, যে-শিক্ষা আর্থিকদিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ তাহাই সত্যকার শিক্ষা। এ আদর্শ নূতন এবং বৈপ্লবিক কিন্তু ইহার জন্য আমি লজ্জিত নই। তোমরা যদি কাজ করিতে পার, তোমরা যদি প্রমাণ করিতে পার যে, ইহা মনের বিকাশ সাধনের সত্যকার পথ তাহা হইলে যাহারা আজ আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে, তাহারাই একদিন আমাদের প্রশংসায় মুখর হইবে, নঈ তালিম সার্বজানমভাবে গৃহীত হইবে এবং যে সাতলক্ষ গ্রাম আমাদের ব্যাপক দারিদ্রের চিহ্নস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে তাহা আমাদের সমৃদ্ধির আকর হইয়া উঠিবে। এই সমৃদ্ধি বাহির হইতে আসিতে পারে না; ভিতরের দিক হইতে ইহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। নঈ তালিমের ইহাই লক্ষ্য, ইহার কম কিছু নয়।'
(নঈ তালিমের অষ্টম বার্ষিক বিবরণী ১৯৩৮-৪৬—পৃঃ ২৩)

আমাদের বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছায়া নাই, কাজেই ইহা ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিশেষ সহায়তা করে না। বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য,

গান্ধীজীর কথায়, সমগ্র ব্যক্তিত্বের সাক্ষরতা। 'ইহার আদর্শ হইল এমন এক নূতন পৃথিবী রচনা যেখানে জাতি বা বর্ণভেদ থাকিবে না,—যাহা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও সহযোগিতাপূর্ণ এবং অহিংসা যার ভিত্তি।'

ভারতের রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে, স্বরাজ সাধনার পথে গান্ধীজীর দান যেরূপ মহান, নবভারত রচনায়, নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তোলার ব্যাপারেও তাঁহার চিন্তার আলোক তেমনি কল্যাণকর পথের নির্দেশ দিয়াছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে গান্ধীজী-পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীর মিল নাই। বিদেশের ধনতান্ত্রিক অর্থশালী দেশ-সমূহের শিক্ষাপ্রণালীও ইহার অনুরূপ আদর্শে গঠিত হয় নাই, কেননা জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, মানবের মর্যাদাবোধ গান্ধীজীর যেমন, অন্যান্য রাষ্ট্রের নায়কগণের তেমন নয়। বিদেশী দ্রব্য-মাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বদেশজাত জিনিষের অপকৃষ্টতাবোধ যাঁহা-দের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা নব শিক্ষাপ্রণালীকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। বিদেশের চাকচিক্য ও আড়ম্বরে তাঁহাদের চক্ষু মুগ্ধ ও মন মোহগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের আদর্শ, ভারতের বৈশিষ্ট, ইহার ঐতিহ্য, ইহার সমস্যা স্বতন্ত্র। গান্ধীজীর শিক্ষার ধারার আলোচনা প্রসঙ্গে রোমাঁ রোলাঁ বলিয়াছিলেন:

'নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতের মালমসলা হইতেই এক নূতন আত্মা গড়িয়া তুলিতে হইবে—যে আত্মা

হইবে নিখাদ, শক্তিমান। এই আত্মাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই ত্যাগী, ঋষিতুল্য মানবের এক বাহিনী—যেমন ছিল খৃষ্টের'।

নঈ তালিম বা বনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক নূতন প্রাণবান সমাজ গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ শিক্ষা-প্রণালী পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করিয়া যে ফললাভ করা গিয়াছে তাহাতে আরো ব্যাপক প্রয়োগে অধিকতর সুফল আশা করা যায়। শিশুর উচ্চতর জ্ঞানলাভে এবং সুপ্ত মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করিয়া বনিয়াদী শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে জুড়িয়া দিবার প্রস্তাব সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। বনিয়াদী শিক্ষাক্রমের উচ্চ ও নিম্ন দুই পর্যায়ে ভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্র নির্বাচন, সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে জীবন্ত আদর্শ সঞ্চার ও আন্তরিকতার সহিত ইহার অনুসরণ ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে নূতন অধ্যায় রচনা করিবে। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নঈ তামিলের ব্যবহারিক প্রয়োগের সুফল আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন ঃ

'আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নঈ তালিম যুগান্তর সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তবে ইহার নূতন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের দেশে অধুনা প্রচলিত পুরাতন ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।' (শিক্ষক, পৌষ—১৩৫৪)

জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে শ্রেয় ও প্রেয়কে লাভ করা সহজ-সাধ্য নয়। জাতীয় জীবনের এই শ্রেয়োলাভের সাধনা কঠিন হইলে, দুঃসাধ্য হইলেও দায়িত্ব পরিহার করিয়া সহজ পথ বাছিয়া লইলে আমাদের অযোগ্যতা ও মানসিক দুর্বলতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। যে-পথ কল্যাণের পথ বলিয়া নির্ধারিত হয় তাহা দুস্তর হইলেও নিষ্ঠার সহিত অনুসরণীয়।

পরিশিষ্ট

পশ্চিম বাঙ্‌লার শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত পাঠ্যতালিকা

প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী

ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জ্ঞান এবং সামাজিকতাবোধ জাগানো ছোটদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। যেখানে বনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাক্-বনিয়াদী শ্রেণী সংযুক্ত থাকে সেখানে প্রথম অবস্থাতেই এই সকল বিষয়ের ভিত্তি পত্তন করিয়া প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে এই গুণগুলির বিকাশ এবং পরিবর্ধন সাধন করা যায়। যেখানে প্রথম শ্রেণী হইতেই বিদ্যালয়ে পাঠ সুরু হয় সেখানে এই তিনটি বিষয়কে পাঠ্যতালিকায় প্রধান স্থান দিতে হইবে। এই শিক্ষাসূচী শুধু বিদ্যাভবনে অনুসরণ করিলেই চলিবে না, ছাত্রদের পিতামাতার সহযোগিতায় গৃহেও ইহার অনুসরণ করিতে হইবে।

পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক শিক্ষাবিষয়ক পাঠ্যতালিকা প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে ভারী মনে হইতে পারে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই পাঠ্য বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ৭ বৎসরের উপযোগী করিয়া রচিত, ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে শুধু ইহার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। পাঁচ হইতে নয় বৎসর বয়স্ক শিশুর পক্ষে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে কেবল কতকগুলি বিষয় জানানো নয়, যথোচিত অভ্যাস এবং মানসিক ভাব গড়িয়া তোলা। ছাত্রদের উপযোগী অতি সরল ভাষায় এই জ্ঞান দান করা চলিতে পারে।

ছাত্রদের বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর পর উপরের শ্রেণীতে যখন তাহারা উঠিতে থাকিবে তখন তাহাদের সুসম্বদ্ধ জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য

১। পরিচ্ছন্নতা

(অ) ব্যক্তিগত :

(ক) উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে শুচিতা রক্ষা করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা শিখানো। (শৈশবে ইহা উপেক্ষিত হইলে পরে খারাপ অভ্যাস সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন) কখন, কেমন করিয়া এবং কেন?

(খ) প্রক্রিয়ার পরিচ্ছন্নতা—জল, মাটি এবং পাত্রের যথাযোগ্য ব্যবহার।

(গ) হাত, পা, মাথা, চোখ, নাক, মুখ, দাঁত এবং কানের পরিচ্ছন্নতা। কেমন করিয়া কুলকুচা করিতে হয়। দাঁত মাজিবার জিনিস সংগ্রহ। কেমন করিয়া এবং কেন?

(ঘ) থুথু ফেলা ও নাক ঝাড়া—কেমন করিয়া, কোথায়?

(ঙ) মাথার পরিচ্ছন্নতা—কেন, কেমন করিয়া? উকুন নাশের উপায় কি?

(চ) স্নান—কেন, কেমন করিয়া?

(ছ) পরিধেয় ধৌত করা—কেমন করিয়া, কেন? তদঞ্চলে সহজ-প্রাপ্য ক্ষারজাতীয় পদার্থ।

(জ) পোষাক-পরিচ্ছদ ও বিছানা পরিচ্ছন্ন করা ও সাজাইয়া রাখা।

(ঝ) ব্যবহৃত বাসনকোসন ও নিজস্ব দ্রব্যাদি গোছানোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

(ঞ) পানীয় জল বিশুদ্ধ ও যথাযথভাবে রাখা—জল ফুটানো ও ঢাকিয়া রাখা।

(ট) খাওয়ার আগে এবং পরে বাসন ও ভোজনের স্থান পরিষ্কার করা। খাদ্যের উপর মাছি বসিতে দেওয়া উচিত নয় কেন ?

(ঠ) পরিষ্কার করার উপকরণ, যেমন—মাটি, ছাই, সাবান প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়। কেমন করিয়া এগুলি ব্যবহার করিতে হয় এবং পরিচ্ছন্নভাবে রাখিতে হয়।

(আ) পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা :

(ক) পাঠ-শ্রেণী ও বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ

(খ) পাঠ-শ্রেণীর আলমারী

(গ) শিল্পকাজ, বাগানের কাজ, কলাবিদ্যা সংক্রান্ত কাজ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও খেলাধূলা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখা।

(ঘ) আবর্জনার যথাযোগ্য ব্যবহার।

(ঙ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উপযোগী জিনিস তৈয়ার করা, গোছাইয়া রাখা এবং মেরামত করায় ছাত্রগণ সাহায্য করিবে।

২। **স্বাস্থ্য**

(অ) ব্যক্তিগত :

(ক) ভোজন—কখন, কেন, কেমন করিয়া, কতখানি ? অসুখের সময় রুটি অথবা ভাত খাইতে নাই কেন ?

সম্ভবপর হইলে প্রতি বনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জলখাবার দিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত শিক্ষা ও সামাজিকতা বোধ জাগাইবার জন্যও ইহা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়।

(খ) পানীয় জল—কতখানি, কখন কেমন করিয়া ? ইহা বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে কেন ? কেমন করিয়া পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখা যায় ?

(গ) মলমূত্র ত্যাগ—কেমন করিয়া, কখন, কেন ?

(ঘ) নিদ্রা ও বিশ্রাম—কেমন করিয়া, কোথায় এবং কেন? কতক্ষণ? মুখ না ঢাকিয়া কেন? দরজা-জানালা বন্ধ এবং বহু লোকপূর্ণ ঘরে নয় কেন?

(ঙ) নিশ্বাস-প্রশ্বাস—কেমন করিয়া? মুখের পরিবর্তে নাক দিয়া কেন?

(চ) দেহের ওজন—কেন? ক্রমশঃ ওজন বাড়িবে কেন? ওজন কমিলে কি বুঝায়?

(আ) সাধারণ অসুখ:

অজীর্ণ জ্বর, ঠাণ্ডা লাগা, ফোঁড়া, চুলকানি, চোখ ওঠা, সর্দি লাগা। কেন হয়? প্রতিষেধক কি?

(ই) ছোঁয়াচে রোগ:

চোখ ওঠা, চর্মরোগ, বসন্ত প্রভৃতি। কেমন করিয়া ইহারা বিস্তার লাভ করে? প্রতিষেধক কি?

(ঈ) প্রাথমিক সাহায্য:

আঁচড় লাগা, ক্ষত, পোড়া। গায়ে আগুন ধরিলে দৌড়াইতে নাই কেন? নাক এবং কানের মধ্যে ছোট ছোট জিনিস ঢুকাইয়া দেওয়ার বিপদ।

৩। সামাজিক শিক্ষা

(অ) সাধারণ:

(ক) বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়ঃকনিষ্ঠ এবং সাধারণ দর্শক ও অতিথিকে অভিবাদন করিবার রীতি

(খ) গৃহে ছোট ভাইবোনের প্রতি এবং বিদ্যালয়ে কম বয়স্ক ছাত্রদের প্রতি আচরণ

(গ) সভায়, জনতার মধ্যে কেমন করিয়া দাঁড়াইতে হয়, বসিতে হয়, কথা বলিতে হয়

(ঘ) অন্যের কথা বলিবার সময় বাধা দিতে নাই

(ঙ) কথোপকথনে রত দুই ব্যক্তির মাঝখান দিয়া যাইতে নাই

(চ) পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইতে নাই

(ছ) কথা বলিবার সময় চিৎকার করিতে নাই

(জ) খারাপ কথা ব্যবহার করিতে নাই

(ঝ) নম্রভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং উত্তর করার অভ্যাস

(ঞ) অন্যের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করা

(ট) সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়ানো

(ঠ) না চাহিয়া অন্যের জিনিস লইতে নাই

(আ) খাদ্য-গ্রহণে :

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের খাবার দিবার বন্দোবস্ত থাকিলে রান্না করা, স্থান পরিষ্কার করা, পরিবেশন করা প্রভৃতির মধ্যে দিয়া এ শিক্ষা দেওয়া চলে।

(ক) ভদ্র ও শান্তভাবে খাইতে বসা

(খ) নিজের পালার জন্য অপেক্ষা করা

(গ) যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লওয়া

(ঘ) খাদ্য সামান্য পরিমাণ থাকিলে তাহাই ন্যায্যভাবে ভাগ করিয়া লওয়া

(ঙ) ভদ্রভাবে আহার করা

(চ) আহারের এবং পরিবেশনের বাসন পরিষ্কার করিয়া সরাইয়া রাখা।

(ই) শিল্পকাজে :

(ক) শিল্পকাজে ব্যবহৃত দ্রব্য ও যন্ত্রাদির যথাযোগ্য ব্যবহার

(খ) অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার

(গ) প্রত্যেকের পালার জন্য অপেক্ষা করা

(ঘ) দলবদ্ধভাবে কাজ করা

(ঙ) কাজের শেষে পাঠ-শ্রেণী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আসবাবপত্র সাজাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করা।

(ঈ) খেলায় :

(ক) ন্যায়নিষ্ঠা, অন্যের দুর্বলতার সুযোগ না লওয়া

(খ) অন্য শিশুদিগকে খেলিতে আহ্বান করা

(উ) গৃহে :

(ক) পিতামাতাকে সাহায্য করা

(খ) ছোট ভাইবোনদের যত্ন লওয়া

(গ) গৃহ এবং গৃহের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখিতে সহায়তা করা

(ঘ) গৃহে পালিত পশু ও হাঁস মুরগীর তত্ত্বাবধানে সাহায্য করা

(ঙ) ফসল ক্ষেতের তদারক করিতে সাহায্য করা

(চ) অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা করা

(ঊ) দায়িত্ব গ্রহণ :

ছাত্রদিগকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে দায়িত্বগ্রহণে অভ্যস্ত করানো বনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ছাত্রজীবনের প্রথম হইতেই এ অভ্যাসের গোড়া পত্তন করিতে হইবে। শিশুদের পরিষদ গঠন এবং মন্ত্রী নির্বাচন করিয়া তাহাদের উপর বিভিন্ন কাজের

দায়িত্ব দেওয়া চলে। শিক্ষকের সহায়তায় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ নিম্নোক্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে :

(ক) পাঠ-কক্ষ ও বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখা।

(খ) শিল্পকাজ, বাগানের কাজ ও খেলাধুলার সরঞ্জাম পরিষ্কার করা ও গোছাইয়া রাখা।

(গ) বিদ্যালয়ে প্রদত্ত খাবার পরিবেশন ও পরিষ্কার রাখা।

(ঘ) বিদ্যালয়ে প্রার্থনার অনুষ্ঠান

(ঙ) উৎসব ও আপ্যায়ন অনুষ্ঠান

(চ) নূতন ছাত্রদিগকে সাহায্য করা।

৪। শিল্পকাজ

যে-অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন হয় সেখানে ছাত্রগণ শিক্ষকের সহায়তায় ক্ষেত্রে তুলা চয়ন হইতে সুরু করিয়া বয়নের আনুষঙ্গিক প্রাথমিক কাজগুলি শিখিতে পারিবে। তুলা পেঁজার কাজ শিক্ষক অথবা বনিয়াদী বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্রগণ করিয়া দিবে।

(অ) প্রক্রিয়া :

(ক) তুলা চয়ন

(খ) যেখানে তুলা উৎপন্ন হয় না সেখানে তুলা চয়ন ও ধুনার পরিবর্তে পেঁজার জন্য পরিষ্কার করা

(গ) পেঁজা তুলা হইতে লাছি তৈয়ার করা

(ঘ) তকলিতে সূতাকাটা

(ঙ) তকলিতে বা চরকায় সূতা পাকানো

(চ) জড়ানো

(ছ) দ্বিগুন করা

(আ) কাজের মান :

কার্য দিন	....	২০০
শিল্পকাজে ঘণ্টায় গড়	....	দৈনিক ২ ঘণ্টা ; ১ ঘণ্টা সুতাকাটা, ১ ঘণ্টা অন্য কাজ
মোট কার্যকাল	....	৪০০ ঘণ্টা
উৎপাদনের গড়	...	ঘণ্টায় ৪০ পাক
সারা বছরের উৎপাদন	....	শিশু প্রতি ১২½ হ্যাংক (পাকানো সুতার ৬ হ্যাংক)

(ই)

গড় নম্বর	...	৮ হইতে ১০ নম্বর সুতা
শক্তি	...	৬০%
সমতা	...	৬০%
অপচয়	...	৫%

প্রথম বৎসরে শিশুকে সূতার পরিমাণ অপেক্ষা সূতার কদরের দিকে বেশী নজর দিতে হইবে। সূতার শক্তি ও সমতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শিল্পকাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞান :

(ক) বস্ত্র তৈয়ারির যাবতীয় প্রক্রিয়া—তুলা উৎপাদন হইতে বস্ত্র তৈয়ার পর্যন্ত

(খ) উৎপাদিত সূতা গণিবার এবং যোগ করিবার সামর্থ্য

(গ) ভাল তকলি চিনিবার ক্ষমতা

(ঘ) ভাল সূতা চিনিবার ক্ষমতা

৫। বাগানে কাজ

এই শ্রেণীর ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের বাগানে কাজ এবং তাহাদের নিজেদের মাঠের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং বয়স্ক ছাত্রদিগকে বিদ্যাভবনের বাগানে ও পিতা বা অন্য আত্মীয়কে নিজেদের মাঠের কাজে সাধ্যমত সাহায্য করিবে। ইহা ছাড়া তাহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক একখণ্ড করিয়া জমি থাকিবে, এখানে তাহারা শিক্ষকের সহায়তায় ফুল ও সব্জি উৎপাদন করিবে। বাগানে কাজের যন্ত্রপাতি ছোটদের উপযোগী করিয়া ছোট আকৃতির করিতে হইবে।

ব্যবহারিক কাজ :

(ক) চাষ-করা বা কোপান জমি প্রস্তুত করা

(খ) বীজ বপন করা

(গ) চারাগাছের যত্ন লওয়া

জল সেচন করা, নিড়াইয়া দেওয়া, আগাছা উপড়াইয়া ফেলা, অনিষ্টকারী পোকা সরাইয়া ফেলা।

(ঘ) সার সংগ্রহ করা

(ঙ) সার দেওয়া

(ক) গাছ এবং তাহার বিভিন্ন অংশ চিনিবার ক্ষমতা—মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল, বীজ।

(খ) বীজ হইতে গাছের ক্রমবিকাশ—বীজ, মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল।

(গ) বৃদ্ধির জন্য গাছের কি কি প্রয়োজন—মাটি, জল, খাদ্য, আলো এবং বাতাস।

(ঘ) মানুষের মিত্র পশুপক্ষী

৬। ভাষা ও সাহিত্য

এই শ্রেণীতে ভাষাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রের আত্মবিকাশ সাধন। ছাত্রদিগকে নিঃসংকোচে কথাবার্তা বলিতে, তাহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে, গল্প বলিতে, কবিতা ও স্তোত্র আবৃত্তি করিতে ও গান গাহিতে উৎসাহ দিতে হইবে।

মৌখিকভাবে আত্মপ্রকাশ :

(ক) ছাত্রদের বিদ্যালয়, গ্রাম ও গৃহের জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিবার সামর্থ্য

বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে

(খ) উপরি উল্লিখিত বিষয়ে ছাত্রের শব্দ-জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(গ) শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক কথিত গল্প

(ঘ) পৌরাণিক গল্প, পল্লীর গল্প, প্রকৃতির গল্প, হাস্যরসের গল্প, দেশবিদেশের উদ্ভট গল্প

(ঙ) সরল ভাষায় রচিত ভাল কবিতা

(চ) নাটকীকরণ

(ছ) বিদ্যালয়ের জীবন-সম্পর্কিত বিষয় লইয়া লেখা ও পড়া আরম্ভ।

৭। গণিত

১। ১০০ পর্য্যন্ত গণনা

২। ওজন ও মাপ :

(ক) সের, পোয়া, ছটাক, তোলা

নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ইহাদের প্রয়োগ শিক্ষা :

তুলা চয়ন, ধুনন, তুলার বীজ ওজন করা, সুতাকাটা, বাগানে কাজ—বাগানে উৎপাদিত সব্জি ওজন।

স্বাস্থ্য—নিয়মিত ছাত্রদের দেহের ওজন লওয়া।

(খ) মাপ :

ফুট, ইঞ্চি, বিঘৎ, আঙুল

নিম্নোক্ত বিষয়ে ইহার প্রয়োগ শিক্ষা :

স্বাস্থ্য—শিশুদের উচ্চতা ও ছাতির মাপ

পরিচ্ছন্নতা—পাঠকক্ষের আকার, দরজার আকার, বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ

বাগান তৈয়ারি—জমির আকৃতি, পরিমাণ

সুতাকাটা—সুতার দৈর্ঘ, তার, পাটি, লাটি

(গ) স্থানীয় প্রচলিত প্রণালীতে শস্যের ওজন

(ঘ) সময়ের মাপ—শিক্ষক ছাত্রদিগকে মিনিট, ঘণ্টা, দিন, রাত্রি, সপ্তাহ, মাস, বৎসর, শিখাইবেন।

(ঙ) নিম্নোক্ত বিষয় অবলম্বনে সরল যোগ-বিয়োগ শিক্ষা :

তুলা চয়ন, লাছি প্রস্তুত করা, সুতাকাটা, বাগানে কাজ, ওজন করা।

৩। বিদ্যালয়ের অথবা গৃহের জন্য বাজার করা সংক্রান্ত ব্যাপারে টাকা, আনা, পয়সার মোটামুটি হিসাব

৪। বাগানের কাজের মধ্যে দিয়া সরল জ্যামিতিক আকৃতির সঙ্গে পরিচয় সাধন—সরল রেখা, বক্র রেখা, চতুষ্কোণ বৃত্ত

৫। নিজেদের কাটা সুতা মাপিবার এবং লিখিয়া রাখিবার সামর্থ্য

৮। সাধারণ বিজ্ঞান

(১) সাধারণ বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য :

(ক) ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসা জাগানো

(খ) ছাত্রদের পর্যবেক্ষণের অভ্যাস গঠন করা

(গ) পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক জীবন সম্বন্ধে তাহাদের বুদ্ধিকে সজাগ করা।

(২) শ্রেণীতে পাঠ দিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করা যায় না। কাজেই কোন নির্দিষ্ট ঘণ্টায় সাধারণ বিজ্ঞান পড়াইবার ব্যবস্থা না করিয়া মানুষের এবং প্রকৃতির জীবনের সঙ্গে ইহার সংযোগ সাধন করিতে হইবে।

(৩) বাগানে কাজ, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, শিল্পকাজ প্রভৃতির সঙ্গে সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠের ঘনিষ্ঠতা থাকিবেই। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন কাজে ছাত্রগণ কেন. কেমন করিয়া, কোথা হইতে—ইত্যাদি শিখিবে।

(৪) পর্য্যবেক্ষণ—ছাত্রদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রকৃতির জীবন পর্যবেক্ষণ করাইবার জন্য তাহাদিগকে প্রায়ই ভ্রমণে লইয়া যাইতে হইবে। শিক্ষক তাহাদিগকে কি কি শিখাইবেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল :

(ক) উদ্ভিদ ও শস্য—ইহার উপর কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর প্রভাব

(খ) গাছের বিভিন্ন অ[illegible]

(গ) চারা গাছের ক্রম[illegible]র বিভিন্ন পর্যায়

(ঘ) বিভিন্ন ঋতু—গাছপালা ও শস্যের উপর ইহার প্রভাব

(ঙ) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

(চ) শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ

(ছ) গ্রহণ

(জ) গ্রামের প্রাণী

(ঝ) গ্রাম্য শিল্প

৯। আর্ট

এই সময়ে কলা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে আত্মপ্রকাশ। ছাত্রগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনা হইতে প্রেরণা লাভ করিবে; তাহাদের পরিচিত জিনিষের ছবি তাহারা আঁকিবে। ইহার জন্য শ্লেট, পেন্সিল, কলম ও রঙ ব্যবহার করা চলিবে।

রঙের শুদ্ধ নাম—দুই রঙের তুলনা, যেমন সাদা কালো, লাল সবুজ, হলদে কালো।

প্রকৃতির মধ্যে রঙের সন্ধান—নীল আকাশ, সবুজ মাঠ। এক রঙের বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করা। রঙ ও রঙিন কাগজের সাহায্যে ছাত্রদিগকে বস্তুর আকৃতি ও তুলনামূলক পরিমাপ বুঝাইতে হইবে।

আকৃতি—বিভিন্ন আকৃতির জিনিসের তুলনা, যেমন আমের পাতার সহিত কলাপাতার, আমের পাতার সহিত বটের পাতার। পাতার রেখাংকিত চিত্রের উপর রঙিন বীজ সাজানো। মেঝের উপর রঙিন বীজ সাজাইয়া ছবি আঁকানো।

দ্রষ্টব্য: ছাত্রদের কাজ ও আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে আপনা হইতেই নানা ছবি আঁকার প্রেরণা আসিবে। তাহাদের বিশুদ্ধভাবে উঠা বসার অভ্যাস, যথাযথভাবে পেন্সিল ধরিবার অভ্যাস, ব্যবহারের জিনিসগুলি পরিষ্কারভাবে সাজাইয়া রাখিবার অভ্যাস—এ সব দিকে নজর রাখিতে হইবে। অংকনের সময় সমগ্র বাহুর সঞ্চালন হওয়া প্রয়োজন।

১০। সংগীত

সমবেত-সংগীত, সরল স্তোত্র, পল্লী-গীতি, কুচকাওয়াজের সংগীত, প্রকৃতির গান, হাস্যরসের গান; ভাল গান শোনা; এক সঙ্গে তাল রাখা।

সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্য ইহাতে ছাত্রদের আনন্দ, রুচি ও অনুরাগ জন্মানো। শিক্ষক নিজে সংগীতজ্ঞ না হইলে তিনি ভাল গায়ককে মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন। ছাত্রগণ যেখানে ভাল গান শুনিতে পায় এমন জায়গায় তিনি মাঝে মাঝে তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে গ্রামে-ব্যবহৃত সাধারণ বাদ্যযন্ত্র, যেমন বাঁশী, করতাল, ঢোল রাখিতে হইবে। বনিয়াদী বিদ্যাভবনে হারমোনিয়াম ব্যবহার করা হইবে না।

১১। শারীর বিদ্যা

যথাযথ উঠা-বসা, দৌড়ান, লাফানো, গাছ বাহিয়া উঠা-নামা, দড়ির সাহায্যে লাফানো, সাঁতার কাটা।

খেলা, দলবদ্ধভাবে নৃত্য, দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ।

শৃঙ্খলার সহিত আদেশ অনুযায়ী শরীর চর্চা : মাঠে নামা, সারিবদ্ধ হইয়া হাঁটা ও দৌড়ানো, ডানে বামে ঘোরা, আদেশ মাত্র দেহের সমতা রক্ষা করিয়া থামা ;

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, সামাজিক শিক্ষা

এবিষয়ে কাজ হইবে প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ। প্রথম শ্রেণীতে যে অভ্যাস ও ব্যবহার শিক্ষার পত্তন করা হইয়াছে তাহা ক্রমে ব্যাপক করিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ নিজেদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি অধিকতর যত্নশীল হইতে পারিবে ; নিজেদের পাঠকক্ষ ও গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখিতে তাহারা সাহায্য করিবে এবং বিদ্যালয়ে সমাজ-জীবনে অধিকতর সহযোগিতা করিতে পারিবে। এখন হইতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত

পরিচ্ছন্নতা-বোধ এবং এবিষয়ে তাহাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

২। শিল্প

কর্মসূচী সাধারণত প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ। ছাত্রদের প্রস্তুত জিনিসের মান ক্রমশ উন্নত হইবে এবং তাহারা উৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ক্রমে ভালভাবে শিখিতে থাকিবে।

(ক) তুলা পেঁজা: ছাত্রের শ্রেণী বা বয়স অনুপাতে নয়, তাহার দৈহিক সামর্থ্য ও পটুতা অনুসারে একাজ তাহাকে দিতে হইবে। ছাত্র একাজে সক্ষম হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষের দিকে ছোট হাল্কা ধনুর সাহায্যে তুলা পেঁজার কাজ তাহাকে দিতে হইবে। উৎপাদিত জিনিসের পরিমাণ হইবে—আধ ঘণ্টায় এক তোলা।

(খ) সুতাকাটা: সাধারণত তকলি ব্যবহার করা হইবে। কোন ছাত্র দৈহিক শক্তিতে সমর্থ হইলে তাহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষ দিকে চরকায় সুতা কাটিতে দেওয়া যাইতে পারে।

বৎসরের শেষে তাহার উৎপাদিত সুতার পরিমাণ হইবে

তকলিতে	ঘণ্টায় ৮০ পাক
চরকায়	„ ১২০ পাক
গড় নম্বর	১০ হইতে ১২
নিম্নতম শক্তি	৬০%
সমতা	৬০%
সর্বাধিক অপচয়	৫%

সুতার সমতা ও শক্তি এবং কাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ছাত্রের জ্ঞান বৃদ্ধির দিকে শিক্ষক বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এই শ্রেণী হইতে ছাত্র তাহার দৈনিক শিল্পকাজের রেকর্ড রাখিতে সমর্থ হইবে।

৩। বাগানের কাজ

ব্যবহারিক :

(ক) বীজ বপন

(খ) ছোট বীজ-ক্ষেত্র প্রস্তুত করা

(গ) চারাগাছগুলি রোপণ করিবার যোগ্য স্থান প্রস্তুত করা—মাটি খনন, সার প্রয়োগ, খুরপি ব্যবহার।

(ঘ) সব্জি ও ফুলগাছের চারা স্থানান্তরে রোপণ—পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান, সতর্কতার সহিত নাড়াচাড়া, রোপণ, জলসেচন, রক্ষার ব্যবস্থা।

(ঙ) খুরপি দ্বারা নিড়াইয়া আগাছা উপড়াইয়া ফেলা

(চ) সার প্রয়োগ—উপরি প্রয়োগ, মিশ্রণ

(ছ) সার সংগ্রহ করা

(জ) অনিষ্টকারী পোকা সরাইয়া ফেলা

(ঝ) সব্জি চয়ন—ওজন করা, বিক্রয় করা, হিসাব রাখা

সংশ্লিষ্ট জ্ঞান :

ক) বাগানের কাজের উপযোগী মাটি ও প্রয়োজনীয় সার

(খ) ভাল ও মন্দ বীজ চিনিবার ক্ষমতা ; ভাল ও মন্দ বীজের ফলাফল

(গ) গাছের বিভিন্ন অংশ এবং তাহাদের কাজ (সরল ভাষায় বর্ণনা করিতে হইবে)

(ঘ) চারাগাছ পুঁতিবার উপযুক্ত সময়

(ঙ) বীজ সংগ্রহ—কখন, কেমন করিয়া

(চ) সাধারণ কীটপতঙ্গ—উপকারী ও অপকারী কীট।

৪। মাতৃভাষা

পাঠ্যসূচী প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ। মৌখিক আত্মপ্রকাশ—কবিতা, গল্প, আবৃত্তি ও নাটক এ ব্যাপারে প্রথম স্থান গ্রহণ করিবে। ছাত্রদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত যোগ্যতা আশা করা হইবে:

(ক) মৌখিক ভাবপ্রকাশ—বিদ্যালয়ে, গৃহে এবং গ্রামে অনুষ্ঠিত ঘটনা সহজে এবং সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিবার ক্ষমতা

(খ) দৈনন্দিন জীবনে অনুষ্ঠিত ঘটনাসংক্রান্ত বিষয়ের শব্দজ্ঞান বৃদ্ধি

(গ) সরল পুস্তক পড়িবার সামর্থ্য

(ঘ) সরল শব্দ ও বাক্য লিখিবার সামর্থ্য। এই বৎসর হইতে তাহারা রোজনামচা লিখিতে অভ্যস্ত হইবে।

(ঙ) সাহিত্য-বোধ: সাহিত্য-বোধের ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিক্ষক সরল উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অংশ পড়িয়া শুনাইবেন।

৫। গণিত

(ক) ১০০ পর্যন্ত গণনা করা, পড়া ও লেখা

(খ) পরিচ্ছন্নতা, বাগানের কাজ, শিল্পকাজ ও খেলাধূলা সংক্রান্ত বিষয় লইয়া সরল যোগবিয়োগ অঙ্ক

(গ) ওজন ও মাপ—উপরি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে ওজন ও মাপের অভ্যাস

(ঘ) বাগানের কাজে সরল জ্যামিতিক আকৃতির সহিত পরিচয়—সমচতুষ্কোণ, চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ, বৃত্ত

(ঙ) দৈনিক শিল্পকাজের রেকর্ড রাখা

৬—৯। সাধারণ বিজ্ঞান, কলা, সংগীত ও শারীর শিক্ষা—

প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ।

তৃতীয় শ্রেণী

১। পরিচ্ছন্নতা

(অ) ব্যক্তিগত : পাঠ্যসূচী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে গঠিত অভ্যাস ও সদাচরণ ক্রমে ব্যাপক হইলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর শিশুদের এবং গৃহে ছোট ভাইবোনদের যত্ন লওয়ার দায়িত্ব নিতে পারিবে।

(আ) পরিবেশ : তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র নিম্নোক্ত বিষয়ে সমর্থ হইবে:

(ক) শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত পাঠকক্ষ, আলমারী, শিক্ষার উপকরণ পরিচ্ছন্ন রাখা

(খ) সমষ্টিগতভাবে বিদ্যাভবন পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করা

(গ) নিজেদের গৃহ ও গৃহপ্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করা

(ঘ) সমষ্টিগভাবে গ্রাম পরিচ্ছন্ন করার কাজে অংশ গ্রহণ করা

(ঙ) পরিচ্ছন্ন রাখার যন্ত্রপাতির যত্ন লওয়া ও সরল উপকরণ মেরামত এবং তৈয়ার করিতে শেখা

(চ) আবর্জনাদির যথাযোগ্য ব্যবহার ; এগুলি কিভাবে সারে পরিণত করা যায় তাহা জানা এবং তদনুযায়ী পরিকল্পনা করা।

২। স্বাস্থ্য

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যের ক্রমানুসরণ। ছাত্রগণ শরীর পালনের বিধিগুলির অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক নীতি বুঝিতে সক্ষম হইবে। তাহারা গৃহে এবং বিদ্যালয়ে ছোটদের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনে সাহায্য করিতে পারিবে।

৩। সামাজিক শিক্ষা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর ক্রমানুবর্তন। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে এবং গ্রামে সামাজিক শিক্ষাব্যাপারে ক্রমশ বেশী অংশ গ্রহণ করিবে। বিদ্যাভবনে পরিচ্ছন্নতা বিধান, আমোদ উৎসবে খাদ্য পরিবেশন প্রভৃতিতে সংঘবদ্ধভাবে কাজের দায়িত্ব লইতে অভ্যস্ত হইবে।

৪। শিল্প

যে অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন হয় সেখানে তুলা চয়ন হইতে বয়ন পর্যন্ত যাবতীয় প্রাথমিক প্রক্রিয়া ছাত্রগণ আয়ত্ত করিতে পারিবে। যেখানে তুলা উৎপন্ন হয় না সেখানে ছাত্রগণ তুলা পেঁজা হইতে সুরু করিবে। ছাত্রের শ্রেণী নয়, শারীরিক গঠনই নিরূপণ করিবে কোন ছাত্র শিল্পকাজের উপযুক্ত হইয়াছে কি না।

সূতা কাটার প্রধান যন্ত্র হইবে চরকা—স্থানীয় কোন জাতীয় চরকা, যারবেদা চরকা অথবা ধনুস্ তকলি। প্রতিদিন অন্ততঃ আধ ঘণ্টা তকলিতে সূতা কাটার অভ্যাস রাখিবে।

এই শ্রেণীর ছাত্রগণ তাহাদের শিল্পকাজের দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক রেকর্ড (হিসাব) রাখিবে। বৎসরের শেষ দিকে তাহারা সূতার নম্বর চিনিতে সক্ষম হইবে।

কাজের মান :

শিল্পকাজের দিন ... ... ২০০ দিন

সময় .... ৪০০ ঘণ্টা

ছাত্রের বার্ষিক উৎপাদন

তকলিতে সূতাকাটা ... . ৫ হ্যাঙ্ক

চরকায় সূতাকাটা .... ৬০ হাঙ্ক

তূলা পেঁজা ও লাছি প্রস্তুত করা .... ঘণ্টায় ২½ তোলা

ক্ষিপ্রতা :

তক্‌লিতে সূতাকাটা ... ... ঘণ্টায় ৮০ পাক

চরকায় সূতাকাটা .... ঘণ্টায় ১৬০ পাক

ধনুস তক্‌লিতে সূতাকাটা ... ... ঘণ্টায় ১২০ পাক

সূতার কদর :

সমতা ৭০%

নিম্নতম শক্তি ৬০%

সর্বাধিক অপচয় ৪%

সূতাকাটা : সংশ্লিষ্ট জ্ঞান

(ক) ভালরকম পেঁজা তূলা চেনা

(খ) সূতার নম্বর চেনা

(গ) চরকার বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান

(ঘ) তূলা পেঁজার জন্য ধনুর বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান

৫। বাগানে কাজ

এই শ্রেণীতে ছাত্রদের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ছাত্রগণ নিজেরা সব্জি এবং ফুলবাগানে কাজ করিবে।

(ক) ব্যবহারিক : (১) মাটি প্রস্তুত করা (২) সার প্রয়োগ (৩) আগাছা নিড়ানো (৪) জলসেচন (৫) কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ (৬) ফসল রক্ষা (৭) ফসল চয়ন (৮) ওজন করা, গুদামজাত করা, বিক্রয় করা, হিসাব রাখা (৯) পরবর্ত্তী ফসলের জন্য জমি পরিষ্কার

এবং প্রস্তুত করা (১০) বীজ নির্বাচন ও সংরক্ষণ (১১) গুটি পোকা পালন

(খ) সংশ্লিষ্ট জ্ঞান :

১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠের ক্রমানুসরণ

২। গাছের খাদ্য

৩। মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল এবং ফলের কার্য্য

৪। কেমন করিয়া বীজ অংকুরে পরিণত হয়

৫। কেমন করিয়া বীজ ছড়াইয়া পড়ে

৬। সার এবং উহার কার্য

৭। ফসল অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গ

৮। প্রজাপতির জীবন-কাহিনী

৬। মাতৃভাষা

(ক) মৌখিক আত্মপ্রকাশ : দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যানুসরণ

(খ) পাঠ : সরল পুস্তক পাঠ—সুস্পষ্ট, বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ—নীরবে পাঠ

(গ) লেখা : রোজনামচা লেখা

(ঘ) মৌখিক রচনা—ঘটনা বর্ণনা, ছোট গল্প কথন

(ঙ) ছোট ছোট বাক্যের শ্রুতলিখন

(চ) আবৃত্তি ও নাটক

(ছ) সাহিত্যের রসবোধ। এই শ্রেণীর ছাত্রের উপযোগী উৎকৃষ্ট সাহিত্যাংশ শিক্ষক পাঠ করিয়া শুনাইবেন। ছাত্রগণ নিজেরা সাহিত্য-বাসরের অনুষ্ঠান করিতে পারে। সেখানে তাহারা আবৃত্তি, নাটক অভিনয় ও স্বরচিত রচনা পাঠ করিবে।

৭। গণিত

১। ২,০০০ পর্যন্ত সংখ্যা শেখা ও লেখা

২। গুণন-নামতা ২০ × ১০, ১২, ১৬ পর্যন্ত

৩। বাগানে কাজ, সূতাকাটা, পরিচ্ছন্নতা, উৎসব, খেলাধূলা প্রভৃতি সংক্রান্ত কাজের ভিতর দিয়া সরল যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ শিক্ষা।

৪। উপরে উল্লিখিত বিষয় অবলম্বনে মিশ্রযোগ ও বিয়োগ শিক্ষা

৫। ভারতীয় প্রণালী—টাকা, আনা, পাই ; মণ, সের, ছটাক

৬। ভগ্নাংশের—$\frac{1}{8}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8}$

৭। সাধারণ স্থূল জিনিসের পরিচয়

৮। ওজন, দৈর্ঘ্য, পরিমাণ ও সময়ের আর্যা

৮। সাধারণ বিজ্ঞান

পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও শিল্পকাজ সংক্রান্ত বিষয় অবলম্বনে পাঠ।

৯। সামাজিক পাঠ

(ক) ভূগোল : নক্সা প্রস্তুত করা—পাঠকক্ষ, বিদ্যাভবন, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ বাগান ও জমির নক্সা, পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের এবং জেলার মোটামুটি জ্ঞান

পৃথিবীর আকৃতি—স্থল ও জলভাগ

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(খ) পৌর-জীবন : গ্রাম্য জীবন পর্যবেক্ষণ : খাদ্য, পরিচ্ছদ, গৃহ, উপজীবিকা, জল সরবরাহ, গ্রামের বাজার, উপাসনা-স্থান, আমোদ, উৎসব, মেলা।

(গ) ব্যবহারিক নাগরিক-শিক্ষা

(১) বিদ্যালয়ে শিশু

(২) গৃহে শিশু

প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠের অনুসরণ।

(৩) শিশু এবং তাহার গ্রাম :

গৃহের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা

গ্রামের পথ পরিষ্কার রাখা (সম্ভবপর হইলে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে আবর্জনা-পাত্র রাখিয়া তাহাতে আবর্জনা নিক্ষেপ করিতে গ্রামবাসীকে অনুরোধ করিবে)

(৪) গ্রামের কূপ নোংরা না করা

(৫) বিদ্যালয়ে উৎসব অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীকে আপ্যায়ন

(৬) জীবে দয়া

১০। **কলা**

প্রধান উদ্দেশ্য—স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ। ছাত্রগণ কল্পনা হইতে বা গৃহ এবং বিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ইচ্ছামত অংকন অভ্যাস করিবে।

গল্প পুস্তক চিত্রভূষিত করা

বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ—লাল ও নীল, নীল ও হলদে

নক্সা ও সজ্জা : এই শ্রেণী হইতে ছাত্রগণ তাহাদের নিজ নিজ শ্রেণী এবং পালাক্রমে ফুল, লতাপাতা প্রভৃতি দ্বারা বিদ্যাভবন সাজাইবে; মেঝেতে আলপনা ও রঙগোলা

দ্রষ্টব্য : স্বাভাবিকভাবে ছাত্রের আত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গে এই শিল্পকলা অভ্যাস করাইতে হইবে। ছাত্রদের অংকন শিক্ষাকালে প্রথম শ্রেণীতে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে।

১১। **সংগীত**

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য ছাড়াও ছাত্রগণ এ শ্রেণী হইতে সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করিবে।

১২। শারীরিক শিক্ষা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মসূচী ও তৎসহ নিম্নোক্ত কাজে অংশ গ্রহণ—যেমন, নিজের পরিচ্ছদ পরিষ্কার করা, বিদ্যাভবন এবং গ্রাম পরিষ্কার রাখার কাজ, বাগানে কাজ, ঠেলা-গাড়ী চালানো ইত্যাদি।

চতুর্থ শ্রেণী

(অ) পরিচ্ছন্নতা

১। ব্যক্তিগত : প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য অনুসরণ,

২। সমষ্টিগত : প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য অনুসরণ

(ক) রাস্তাঘাট ও কূপ পরিষ্কার রাখা

(খ) পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার রাখা

(গ) পায়খানা ও প্রস্রাবখানা পরিষ্কার রাখা

(ঘ) গোয়ালঘর পরিষ্কার রাখা

(ঙ) রান্নাঘর এবং আহারের স্থান পরিষ্কার রাখা

(চ) গ্রাম আবর্জ্জনা-মুক্ত করা—বিশেষত মশা মাছির উৎপত্তি স্থান পরিষ্কার করা

(ছ) মলমূত্র সারে পরিণত করা—কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত করা

৩। পরিচ্ছন্নতা বিধানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা, মেরামত করা ও তাহাদের যত্ন লওয়া ;

৪। পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজের পরিকল্পনা রচনা ;

৫। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধীয় কাজের বিবরণী প্রস্তুত করা।

(আ) স্বাস্থ্য

১। ব্যক্তিগত : ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের দৈহিক ওজনের রেকর্ড

রাখা—ওজন হ্রাস বৃদ্ধির কারণ জানা, বৃদ্ধি জীবনের লক্ষণ প্রাকৃতিক এই নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞান।

২। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা—জলের উৎস—দূষিত জলের উৎস—জল শোধন করিবার এবং বিশুদ্ধ রাখিবার উপায় ;

৩। স্বাস্থ্যসম্পন্ন জীবন-যাপন—পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা—

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য (ক) বিশুদ্ধ বাতাসের প্রয়োজনীয়তা
(খ) নির্মল জলের প্রয়োজনীয়তা
(গ) কাজ বিশ্রাম ও উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা
(ঘ) মানসিক শান্তির প্রয়োজনীয়তা।

৪। প্রাথমিক চিকিৎসা—সর্পাঘাত, বৃশ্চিক-দংশন

৫। সাধারণ অসুখ—ম্যালেরিয়া, চুলকানি, ফোঁড়া, চোখ-উঠা, অজীর্ণ—ইহাদের কারণ, প্রতিরোধের উপায়, চিকিৎসা।

দ্রষ্টব্য : সম্ভব হইলে বিদ্যালয়ে একটি ছোট স্বাস্থ্যকেন্দ্র রাখিতে হইবে—সেখানে ছাত্রগণ শিক্ষকের সহায়তায় বাস্তব শিক্ষালাভ করিবে।

৬। মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইহাদের কার্য্য সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান।

(ই) সামাজিক শিক্ষা

১ম হইতে ৩য় শ্রেণীর পাঠ্য অনুসরণ।

(ঈ) শিল্পকাজ

যে অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন হয় সেখানে তুলা চয়ন হইতে বয়ন পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাথমিক প্রক্রিয়া ছাত্রগণ আয়ত্ত করিতে পারিবে।

১। তুলা ধুনন

(ক) তক্তা ও দণ্ডের সাহায্যে (খ) ধুনের সাহায্যে

২। তূলা পেঁজা—ছোট ধনু ও যুদ্ধ-পিন্‌জনের সাহায্যে

৩। সূতাকাটা

স্থানীয় কোন জাতীয় চরকা, যারবেদা চরকা বা ধনুস্ তক্‌লিতে—

কাজের মান :

চরকায় সূতাকাটা

গড় ক্ষিপ্রতা	...	..	ঘণ্টায় ২০০ পাক
গড় নম্বর	...	...	১৬ হইতে ২০
শক্তি ...	...	....	৬০%
সমতা ...	...	...	৮০%

তূলা পেঁজা :

গড় ক্ষিপ্রতা	....	ঘণ্টায়	৩½ তোলা

ছাত্র প্রতি গড় উৎপাদন :

তক্‌লিতে সূতা কাটা	....	...	৭ হ্যাঙ্ক
চরকায় ,,	...	....	৬০ ,,

বর্ষশেষে অর্জিত যোগ্যতার মান :

ক্ষিপ্রতা ...	...	...	৩½ ঘণ্টায় ৬৪০ পাক
সূতার নম্বর	... .	...	২০

৪। এই শ্রেণী হইতে ছাত্রগণ শিক্ষকের সহায়তায় নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র তৈয়ার করিতে এবং ছেঁড়া কাপড়চোপড় সেলাই করিয়া লইতে অভ্যস্ত হইবে।

৫। সংশ্লিষ্ট জ্ঞান :

(ক) সূতার নম্বর ঠিক করা

(খ) দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক হিসাব রাখা

(গ) ব্যক্তিগত ভাবে এবং শ্রেণীর সমগ্র ছাত্রের সূতা কাটায় ক্ষিপ্রতার নিরূপক-রেখা (গ্রাফ্) প্রস্তুত করা

(ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর তূলা এবং তাহা দ্বারা প্রস্তুত সূতা চেনা

(ঙ) ভারতবর্ষে তূলা উৎপাদনের প্রাথমিক ভৌগোলিক বিবরণ

(উ) বাগানে কাজ

ব্যবহারিক : মাটির প্রকৃতি ও ঋতুভেদে বিভিন্ন সব্জি উৎপাদন

(ক) চারা গাছ লাগাইবার জন্য জমি প্রস্তুত করা

(খ) সার প্রয়োগ করা, নিড়াইয়া দেওয়া, জল সেচন করা

(গ) তরিতরকারি রক্ষা করা এবং যথাকালে সংগ্রহ করা

(ঘ) ব্যবহার-যোগ্য হইলে তুলিয়া বিক্রয় করা

(ঙ) হিসাব রাখা

(চ) বিভিন্ন ধরণের লাঙল পর্যবেক্ষণ

(ছ) ভূ-প্রকৃতি বা মৃত্তিকা-গঠন সম্বন্ধে ধারণা লাভের জন্য সম্ভব হইলে নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে ভ্রমণে যাইতে হইবে।

(জ) যেখানে সম্ভব সেখানে হাঁস মুরগী পালন করা

(ঊ) রান্নার কাজ

যেখানে বনিয়াদী বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস আছে অথবা যেখানে জলখাবার দিবার ব্যবস্থা আছে সেখানে রান্না সংক্রান্ত কাজ শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ব্যবহারিক :

(ক) খাদ্য শস্য পরিষ্কার করা

(খ) রান্নার জন্য জলের ব্যবস্থা

(গ) রান্নার ছোট ছোট বাসন পরিষ্কার করা

(ঘ) রান্নাঘর এবং আহারের স্থান পরিষ্কার করা

(ঙ) সাধারণ আহার্য প্রস্তুত করা

(চ) পরিবেশন

(ছ) দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য

সংশ্লিষ্ট জ্ঞান :

(ক) রান্নার বিলিবন্দোবস্ত, পরিকল্পনা ও কার্যের বিভাগ

(খ) রান্নায় ও পরিবেশনে পরিচ্ছন্নতা

(গ) রান্নার দৈনিক এবং মাসিক হিসাব

(ঘ) স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য কি ?

(ঙ) আহার্য বিষয়ের পরিকল্পনা

(চ) রান্না-কাজের বিবরণী প্রস্তুত করা

(ঋ) মাতৃভাষা

মৌখিক আত্মপ্রকাশ :

১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর পাঠ্যসহ

(ক) পাঠকক্ষে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা

(খ) আলোচনা-সভায় যোগদান করা

(গ) কোন কাজের মৌখিক বিবরণ দান

পাঠ :

(ক) বিদ্যালয়ের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট সরল পাঠ

(খ) ছোটদের খবরের কাগজ পাঠ

(গ) গ্রন্থাগার হইতে গল্পের এবং সাধারণ পুস্তক পাঠ

রচনা :

(ক) মৌলিক রচনা

(খ) শ্রুতলিখন

(গ) সরল এবং ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখা

(ঘ) কাজের দৈনিককার ও মাসিক রোজনামচা রাখা

(ঙ) ছোটদের পত্রিকার জন্য রচনা লেখা

(চ) সাহিত্য বাসরের অনুষ্ঠান করা

সাহিত্যের রসবোধ :

(ক) শিক্ষক কর্তৃক পঠিত উৎকৃষ্ট সাহিত্যাংশ শ্রবণ

(খ) বয়স, রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ইচ্ছামত সাহিত্য পাঠ

(গ) বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য উৎসবের অনুষ্ঠান

গণিত

(ক) বিদ্যালয়, গৃহ এবং গ্রামের নানা কাজ উপলক্ষ্য করিয়া ছোট ছোট অঙ্কের রাশি শেখা এবং লেখা

(খ) ঐসম্পর্কে অমিশ্র ও মিশ্র নিয়ম

(গ) গড়

(ঘ) নিরূপক-রেখা (গ্রাফ্)

(ঙ) শিল্পকাজ ও বাগানের কাজের হিসাব রাখা

ব্যবহারিক :

বাগানের কাজে জ্যামিতির ব্যবহার

(ক) চতুষ্কোণ ও সমচতুষ্কোণের কালি

(খ) সমান্তরাল রেখা প্রস্তুত করা

(গ) বৃত্তের মধ্যবিন্দু নির্ণয় ; কোন নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্ত অংকন

সাধারণ বিজ্ঞান

(ক) উদ্ভিদের জীবন—গাছের বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের কাজ

(খ) মানব-দেহ সম্বন্ধে পাঠ আরম্ভ

(গ) কীটপতঙ্গের জীবন—মশার জীবনবৃত্তান্ত—ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়া জ্বর (যেখানে উহা বিদ্যমান) এবং মশা নিবারণের উপায়

(ঘ) মাকড়সা, বিছা, সাপ—মানুষের সাহায্যকারী হিসাবে মাকড়সা ও সাপ

(ঙ) প্রধান প্রধান রাশি ও গ্রহ চেনা

(চ) দিন রাত্রি—বিভিন্ন ঋতু

সামাজিক পাঠ

নিম্নোক্ত বিষয় গুলির ভিতর দিয়া গ্রাম, জেলা, প্রদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস সুরু হইবে :

(ক) ধর্ম্মবিষয়ক, জাতীয় ও স্থানীয় উৎসব

(খ) সম্ভবপর হইলে বহির্ভ্রমণ

(গ) বনিয়াদী শিল্পকাজ

ভূগোল

(ক) জেলার ভূগোল—বিশেষ করিয়া জেলার শিল্প-পরিচয় লাভ। সাপ্তাহিক বাজার, পর্ব উপলক্ষে মেলা, তীর্থস্থান প্রভৃতি দর্শন এবং তীর্থযাত্রী, ভ্রমণকারী প্রভৃতির মারফৎ অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে।

(খ) চল্‌তি ঘটনা পাঠ—শিক্ষক প্রধান প্রধান ঘটনা সংবাদপত্র হইতে পড়িয়া মানচিত্র সহযোগে ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

নাগরিকের শিক্ষা

(অ) বিদ্যালয়ে—ছাত্রগণ নিম্নোক্ত বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে :

(ক) বিদ্যাভবন পরিচ্ছন্ন রাখা

(খ) পানীয় জল

(গ) বিদ্যালয়ে প্রদত্ত খাদ্য

(ঘ) বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য

(ঙ) বিদ্যাভবনের বাগান ও কৃষি

(চ) খেলাধুলা, বহির্ভ্রমণ

(চ) বিদ্যালয়ে ও গ্রামে উৎসব

(আ) গ্রামে—এই শ্রেণীর ছাত্রগণ গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান, বয়স্ক-শিক্ষা, বস্ত্রোৎপাদন প্রভৃতি পল্লীমঙ্গলের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

কলা

(ক) রং দিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন

(খ) রঙের শেড্—একই রংয়ের বিভিন্ন শেড্, যেমন কমবেশী সবুজ রঙের ভিন্ন ভিন্ন পাতা

(গ) আকৃতি পর্যবেক্ষণ

(ঘ) নক্সা, ডিজাইন

(ঙ) পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে মিল রাখিয়া অংকন

(চ) রঙ দিয়া বর্ডারের ডিজাইন

সংগীত

১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কার্যসূচীর সহিত

(ক) সংগীত আরম্ভ

(খ) স্বর ও ছয় রাগের সহিত প্রাথমিক পরিচয়

দ্রষ্টব্য: উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় বলিয়া কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী দেওয়া হইল না।

শারীরিক শিক্ষা

১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত বিষয় ছাড়া নিম্নোক্তগুলি অনুসৃত হইবে :

(ক) জল তোলা

(খ) গম পেষা, কলাই ভাঙা

(গ) তুলা পেঁজা

(ঘ) সরঞ্জামবিহীন দেশী খেলা

(ঙ) লাফানো, দৌড়ানো, গাছ বাহিয়া ওঠা, আসন, ড্রিল পল্লীনৃত্য

পঞ্চম শ্রেণী

১। পরিচ্ছন্নতা

ব্যক্তিগত : প্রথম চারি শ্রেণীর পাঠের ক্রমানুসরণ। ছাত্রগণ বুঝিবে যে, পরিচ্ছন্নতা সুস্থ জীবন-যাপনের ভিত্তি এবং ইহা সমাজের একটি কর্তব্য।

সমষ্টিগত : প্রথম চারি শ্রেণীর ক্রমানুসরণ

গ্রামের রাস্তা, উপাসনা স্থান, ধর্মশালা পরিষ্কার রাখা ; পায়খানা ও প্রস্রাবখানার পরিচ্ছন্নতা, মাটিতে গর্ত কাটিয়া দেওয়া

দ্রষ্টব্য : বনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র থাকিলে গোশালা পরিষ্কার রাখা, সারের জন্য গোময় এবং গোমূত্র সংরক্ষণ

(ক) বিভিন্ন রকমের ঝাঁটা ও উহাদের ব্যবহার

(খ) কেমন করিয়া, কোথা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়

(গ) বিভিন্ন ধরণের আবর্জনা রাখার পাত্র, উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী, কোথায় স্থাপন করিতে হয়

(ঘ) বিভিন্ন ধরণের ঝুড়ি

(ঙ) পরিষ্কার করিবার যন্ত্রপাতিতে ক্রমিক নম্বর দিয়া গুছাইয়া রাখা এবং ব্যবহারের জন্য বাহির করিয়া দেওয়া।

আবর্জনা সারে পরিণত করা।

সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতার জন্য পরিকল্পনা রচনা করা; প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, কাজের বিলিবন্দোবস্ত করা, যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম নির্বাচন; পরিচ্ছন্নতার জন্য বিবরণী, চার্ট. ছবি প্রভৃতি প্রস্তুত করা।

২। স্বাস্থ্য

প্রথম চারি শ্রেণীর পাঠ্য এবং কর্মসূচীর অনুসরণ। ব্যক্তিগত সুখের জন্য এবং সামাজিক দায়িত্ব হিসাবেও স্বাস্থ্য ভাল রাখার প্রয়োজনীয়তা ছাত্রগণ উপলব্ধি করিবে। স্বাস্থ্যনীতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিবে। জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবে। গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকিলে তাহারা শিক্ষককে সরল চিকিৎসায় এবং রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহায্য করিবে। গ্রামে স্বাস্থ্যবিধানের কর্মসূচীতেও তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

নিজেদের গ্রামে অথবা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ছাত্রগণ এ সম্বন্ধে বাস্তব শিক্ষা লাভ করিবে:

ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ—বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড—ইহাদের কারণ, চিকিৎসা, প্রতিষেধের উপায়।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিবরণী, চার্ট প্রস্তুত করা;

ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রেকর্ড রাখা।

৩। বনিয়াদী শিল্প

(১) সূতাকাটা: যে-অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন হয় সেখানে তুলা চয়ন হইতে বস্ত্র বয়ন পর্যন্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে:

(ক) তুলা চয়ন

(খ) সারা বছরের কাজের জন্য তুলা সংরক্ষণ

(গ) বীজ নিষ্কাশন

তক্তা ও দণ্ডের সাহায্যে,

বীজ ছাড়ানো যন্ত্রের সাহায্যে,

অন্ধ্রদেশীয় প্রক্রিয়ায়।

(ঘ) তুলা মসৃণ করা

(ঙ) তুলা পেঁজা : কাজের পরিমাণ ঘণ্টায় গড়ে ৫ তোলা

(চ) সুতাকাটা—

১। স্থানীয় প্রচলিত চরকায়, যারবেদা চরকায় অথবা ধনুস্ তক্‌লিতে; কাজের গড—ক্ষিপ্রতা দুই ঘণ্টায় ৬৪০ পাকের ১ হ্যাঙ্ক; নম্বর—১৬ হইতে ২০

২। মগন চরকায়—কাজের গড় : ক্ষিপ্রতা—১ ঘণ্টায় ৬৪০ পাকের ১ হ্যাঙ্ক

৩। অন্ধ্রদেশীয় প্রণালীতে তুলা প্রস্তুত করিয়া সরু সূতা কাটা— কাজের গড় : ক্ষিপ্রতা—১ ঘণ্টায় ১৬০ পাক

(ছ) বুনন আরম্ভ করা

(জ) ছোট বড় 'মাল' প্রস্তুত করা

(ঝ) শিল্পকাজের যন্ত্রপাতি ও উপাদান সংরক্ষণ

(২) কাপড়ের চাহিদা পূরণ

(ক) নিজের এবং পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ের পরিমাণ নির্ধারণ

(খ) নিজের সারা বছরে উপযোগী বস্ত্র বয়ন

(গ) গ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ের পরিমাণ নির্ধারণ

(ঘ) গ্রামের প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদনে সাহায্য

(৩) সংশ্লিষ্ট জ্ঞান

(ক) সুতার নম্বর, শক্তি ও সমতা নিরূপণ

(খ) শ্রেণীর এবং বিদ্যালয়ের শিল্পকাজের দৈনিক, মাসিক ও বার্ষিক হিসাব রাখা।

(গ) বিভিন্ন প্রকারের চরকা, পেঁজার সরঞ্জাম ও বীজ-ছড়ানো যন্ত্রের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ

(ঘ) প্রদেশের, ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর নানা স্থানের তুলা সম্পর্কীয় জ্ঞান

(ঙ) বিভিন্ন জাতীয় তুলা পর্যবেক্ষণ এবং উহা হইতে কি পরিমাণ তুলা প্রস্তুত হইতে পারে তাহা নিরূপণ

(চ) বস্ত্র তৈয়ার করিতে প্রয়োজনীয় তুলার পরিমাণ, অপচয় নিরূপণ

(ছ) তুলার বীজ-ছড়ানো, পেঁজা ও সুতা কাটার কৌশল

(জ) বয়নের সরল হিসাব

(ঝ) প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস

(৪) সেলাই :

(ক) নিজের এবং ছোটদের জন্য সাদাসিদা রকমের জামা কাটা ও হাতে সেলাই করা

(খ) তালি দেওয়া ও মেরামত করা

(গ) সরল নক্সার সূচিকার্য

(ঘ) অপচিত সুতা দ্বারা বোতাম তৈয়ারি

(৫) সংশ্লিষ্ট জ্ঞান :

(ক) কাপড়ের বহর অনুসারে কোন নির্দিষ্ট মাপের জামা তৈয়ার করিতে কি পরিমাণ কাপড় লাগিবে তাহার হিসাব

(খ) জামা প্রস্তুত করিতে বস্ত্রের মিতব্যয়িতা

(গ) জামার প্যাটার্ণ আঁকা

৪। বাগানে কাজ ও কৃষি

এই শ্রেণীর ছাত্রগণ সারা বৎসর বাগানে তরিতরকারি উৎপন্ন করিবে এবং বিদ্যালয়ে কৃষি বনিয়াদি শিল্পহিসাবে অবলম্বিত হইলে তাহারা মাঠে শস্যোৎপাদনে সাহায্য করিতে পারিবে।

ব্যবহারিক কাজ

(ক) জমি প্রস্তুত করা, বীজ-ক্ষেত্র তৈয়ার করা, সারি বাঁধিয়া দেওয়া

(খ) বাখারি ও মই চালানো

(গ) কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত করা

(ঘ) সার দেওয়া

(ঙ) জল সেচন করা

(চ) নিড়াইয়া দেওয়া

(ছ) ফসলের যত্ন লওয়া

(জ) জমি হইতে ফসল তোলা

(ঝ) বাগানের ফসল সংগ্রহ, রক্ষণ, বিক্রয়

(ঞ) বীজ নির্বাচন ও সংরক্ষণ

(ট) বাগানে ছোট একখণ্ড জমিতে সার প্রয়োগের এবং নিড়ানোর ফলাফল পর্যবেক্ষণ করিবে। এই বিষয়ে তুলনামূলক পরিক্ষার জন্য

(১) কিছুটা স্থানে সার দিতে হইবে এবং ঠিক সেই পরিমাণ

অন্যস্থানে বিনা সারে একই ফসল ফলাইতে হইবে। জল দেওয়া বা অন্যান্য ব্যাপারে দুইখণ্ড জমিতেই একই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(২) নিড়ানো জমি এবং অনিড়ানো জমির গাছের ও ফসলের তারতম্য ছাত্রগণ লক্ষ্য করিবে।

(৩) আগাছা-মুক্ত এবং যত্ন-লওয়া জমির ও যত্নবিহীন জমির ফসলের পরিমাণ ও আকারের পার্থক্য লক্ষ্য করিবে।

সংশ্লিষ্ট জ্ঞান :

(১) মৃত্তিকা পর্য্যবেক্ষণ ; মৃত্তিকা গঠন। কিসে ভূত্বকের ভাঙাগড়া ও ক্ষয় সাধন করে—বাতাস, জল, উত্তাপ।

(২) স্থানীয় মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্ধারণ

(৩) চিনিবার উপায়—

স্পর্শ করিয়া, দানা দেখিয়া, রঙ ও ওজন দেখিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিয়া, প্রত্যেক জাতীয় মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া, দানার সংস্থাপন বা সন্নিবেশ দেখিয়া, মৃত্তিকায় বাতাসের বিদ্যমানতা এবং জল শোষণে, চুয়াইয়া দেওয়ায় ও কৈশিক উত্থানে ইহার ফলাফল দেখিয়া। মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া উহা খারিপ, রবি শস্য অথবা বাগানের শাক-সব্জির উপযোগী তাহা ছাত্রগণ স্থির করিতে শিখিবে।

(৪) মৃত্তিকার আর্দ্রতা

(৫) আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ

(৬) বেলে, আটাল ও বালি এবং পাঁক মিশ্রিত মাটির শ্রেণী বিভাগ

(৭) সারের প্রয়োজন ও উপকারিতা

(৮) গাছের বিভিন্ন অংশ এবং উহাদের কার্য সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান

(ক) অংকুরিত বীজ পরীক্ষা—

ভ্রূণ ;

বীজ-দল

ভ্রূণ বীজ-কোষস্থ অংকুরে এবং মূলে পরিণত হয় ; অংকুর উপরের দিকে উঠে, মূল মাটির নীচে চলিয়া যায়। গাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীজ-দল খসিয়া পড়ে।

(খ) মূল পর্যবেক্ষণ—

থাবড়া মূল ;

আঁশ-ওয়ালা মূল

(গ) কাণ্ড পর্যবেক্ষণ—বাকল, কাঠ, গাঁইট, কুঁড়ি, ডাল, পাতা প্রভৃতিতে বিভাগ। মূল এবং কাণ্ডের মধ্যে পার্থক্য।

(৯) শস্যনাশক কীট—প্রতিকারের উপায়

(১০) আগাছা ও ইহাদের অপসারণ—

(ক) বিভিন্ন জাতীয় আগাছা

(খ) নিড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। কখন, কি ভাবে নিড়াইতে হয় ;

(গ) আগাছার উপর চাষের ক্রিয়া :

স্থায়ী উদ্ভিদের পক্ষে গভীর ;

একবর্ষজীবী উদ্ভিদের পক্ষে অগভীর।

(ঘ) বর্ষার পর নিড়াইয়া মাটি ঢিলা করিয়া দেওয়ার উপযোগিতা ইহার ফল—

(ক) রবি শস্য উৎপাদনের উপযোগী মাটির আর্দ্রতা রক্ষা

(খ) আগাছা বিকাশ

(ঙ) দেশী লাঙল ও লোহার লাঙলের তুলনা ; আকারে ও কাজে পার্থক্য ; দেশী লাঙল অপেক্ষা মোস্থমী লাঙলের অধিকতর স্থবিধা

(চ) বাখারে কাজ; বাখার ও লাঙলের কাজের পার্থক্য; বর্ষায় বাদলা দিনের ফাঁকে ফাঁকে শুকনা দিনের রবি-ক্ষেত্রে বাখার চালানোর ফল

(ছ) মূল পর্যবেক্ষণ—মূল দুইভাগে বিভক্ত—থাবড়া ও সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত

(জ) মূল ও কাণ্ড

(ঝ) মূলা, মিষ্ট আলু গাজর প্রভৃতির মূল এবং আলু, মানকচু ও আদার কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ

(ঞ) বটগাছের ঝুরি এবং জোয়ার গম ও কতক লতাগাছের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত মূল পর্যবেক্ষণ

(ট) ফুলের বিভিন্ন অংশ, বর্ণ গন্ধ এবং প্রস্ফুটিত হইবার কাল পর্যবেক্ষণ

(ঠ) সার প্রস্তুত প্রণালী; গোময় ও গোমূত্র মিশ্রিত মাটি সাররূপে ব্যবহার।

দ্রষ্টব্য: ছাত্রগণ মাঠে কাজ করিয়া শস্য উৎপাদনে সাহায্য করিবে।

৫। মাতৃভাষা ও হিন্দুস্থানী

মৌখিক:

১ম হইতে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য ও তৎসহ:

(ক) কোন সমাপ্ত কাজের মৌখিক বিবরণ দান

(খ) কোন কাজের মৌখিক পরিকল্পনা প্রকাশ

পাঠ:

)ক) শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক পাঠ

(খ) শিল্পসম্বন্ধীয় পুস্তকের নির্বাচিত অংশ পাঠ

(গ) দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা পাঠ

(ঘ) মাতৃভাষার সাহিত্য-পাঠ আরম্ভ

(ঙ) সূচীপত্র ও অভিধান ব্যবহার শিক্ষা

রচনা :

(ক) মৌখিক রচনা

(খ) কাজের দৈনিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা

(গ) পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, বাগানে কাজ, সূতাকাটা, তুলা পেঁজা, বিদ্যালয়ে খাবার প্রদান, ছাত্রদের বহির্ভ্রমণ, উৎসব প্রভৃতির পরিকল্পনা ও বিবরণ লেখা

(ঘ) দৈনিক খবরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা

(ঙ) আবহাওয়ার বিবরণ লেখা

(চ) বছরে অন্তত দুইবার বিদ্যালয়ের প্রদর্শনীর জন্য চার্ট ইত্যাদি প্রস্তুত করা

(ছ) একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন সম্পাদনা

(জ) বছরে অন্তত একটি নাটক অভিনয়

ব্যাকরণ শিক্ষা :

এই শ্রেণীতে ইহা আরম্ভ হইবে। ছাত্রের নিজের লেখায় এবং নীচের শ্রেণীর ছাত্রদের লেখার ভুল সংশোধন করা লইয়া ব্যাকরণ শিক্ষার সূত্রপাত হইবে।

হিন্দুস্থানী শিক্ষা :

হিন্দুস্থানী ভাষা-শিক্ষা আরম্ভ—ছাত্রের মাতৃভাষার সহিত ইহার সম্বন্ধ। হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী অঞ্চলে উর্দু অক্ষরে এবং অন্যান্য অঞ্চলে ছাত্রের ইচ্ছামত হিন্দি অথবা উর্দু অক্ষরে হিন্দুস্থানী শিক্ষা দেওয়া হইবে। সরল কথোপকথন—হিন্দুস্থানী প্রথম পাঠ।

৬। রান্নার কাজ

যেখানে বনিয়াদী বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস আছে এবং ছাত্রদিগকে আহার্য দেওয়া হইয়া থাকে সেখানে রান্না সংক্রান্ত কাজ শিক্ষা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত কাজ ছাড়া পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রগণ নিম্নোক্ত বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিবে :

(ক) নির্দিষ্ট কালের জন্য রান্নার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ

(খ) ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্ব গ্রহণ, দৈনিককার প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়া, জমাখরচের হিসাব রাখা

(গ) নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের ভোজনের জন্য কোন্ জিনিস কি পরিমাণ লাগিবে তাহার হিসাব ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করা

(ঘ) স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য প্রস্তুতের পরিকল্পনা রচনা

সংশ্লিষ্ট জ্ঞান :

(ক) শস্য, শাকসব্জি, ফলফুল, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ঘি, তৈল প্রভৃতি যথোপযুক্তভাবে রাখিবার উপায়

(খ) ফলের খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিন রাখিয়া ফল কাটিবার প্রণালী

(গ) খাদ্যপ্রাণ বজায় রাখিয়া ভাত, রুটি, ডাল, তরকারী রান্না করার প্রক্রিয়া

(ঘ) দেহ পুষ্টি ও রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য—ইহার পরিমাণ

(ঙ) মিতব্যয়িতা ও পুষ্টিকরতা বিবেচনায় স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য প্রস্তুত করার পরিকল্পনা

(চ) রান্না বাবদ দৈনিক এবং মাসিক খরচ নিরূপণ

(ছ) প্রতিদিনকার খাদ্যের মারফৎ ভারতবর্ষের ভূগোলের আলোচনা

(জ) রান্না সংক্রান্ত কাজের ছবি, চার্ট, বিবরণ প্রস্তুত করা

৭। গণিত

বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নানা কাজ, যেমন পরিচ্ছন্নতা বিধান, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ও বাগানে কাজ, সূতাকাটা ও বয়ন, উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাপারে ছাত্রগণ নিম্নোক্ত বিষয় শিখিবে :

(ক) অমিশ্র ও মিশ্র যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

(খ) সরল ভগ্নাংশ

(গ) দশমিক

(ঘ) সাংকেতিক

(ঙ) ঐকিক নিয়ম

(চ) ত্রৈরাশিক

(ছ) শতকরা হিসাব

(জ) গড় নির্ণয়

নিম্নোক্ত বিষয়ের হিসাব প্রস্তুত করা :

(১) (ক) পারিবারিক খরচ

(খ) কৃষি ও বাগানের কাজে আয়ব্যয়

(গ) রান্নার কাজে আয়ব্যয়

(ঘ) সূতাকাটা ও তুলা পেঁজার আয়ব্যয়

(২) উৎসব অনুষ্ঠানে খরচের হিসাব

(ক) শ্রেণীর কাজ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির রেকর্ড রাখা

(খ) ক্যাশবই ও রোকড় খতিয়ান—শিল্পকাজ, বিদ্যাভবন ও গৃহ সংক্রান্ত ব্যাপারে নগদ আদানের হিসাব

(গ) মাসিক জমা খরচের হিসাব

(ঘ) লাভ-ক্ষতির হিসাব

(ঙ) যে জমিতে ছাত্ররা কাজ করে সেখানকার আয়তন নির্ণয়।

স্কেল অনুপাতে অঙ্কন। বিঘা এবং একরের তুলনা। পাট্টাওয়ারি প্রণালীতে জমির জরীপ।

গ্রাফের সাহায্যে সম্পাদিত কাজ প্রদর্শন।

৮। সাধারণ বিজ্ঞান

পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে :

মল নিষ্কাশনের বিভিন্ন উপায়। জুলি বা নালা-পায়খানা এবং ইহার উপকারিতা। নালা কতখানি গভীর করিতে হইবে ? কেন ? কিভাবে মলকে সারে রূপান্তরিত করা যায়।

ব্যাক্টেরিয়া বা জীবাণু ও তাহাদের কাজ

আবর্জ্জনার জন্য গর্ত্ত কিরূপে করিতে হয় ? কেন ?

মাছি, মশা ও উকুন—ইহাদের জীবন বৃত্তান্ত

ইহা প্রতিরোধের উপায়।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান :

বাতাস : বিশুদ্ধ বাতাসের মূল্য ও উপযোগিতা

বিশুদ্ধ বাতাসের গুণ বা ধর্ম

বাতাসে দূষিত পদার্থ—বিশুদ্ধ করণ

বাতাস নির্মল করিতে গাছের কার্য

বহুজনপুর্ণ কক্ষে বাতাস

আলো বাতাস বহার প্রয়োজনীয়তা

বায়ু চলাচল করানোর ব্যবস্থা

বৃষ্টিহীনতা

নিশ্বাস প্রশ্বাস লওয়ার প্রণালী

জল : বিশুদ্ধ জল—দূষিত পদার্থ

গাছপালা, প্রাণিজগৎ ও মানুষের জীবনের পক্ষে ইহার মূল্য

জলের উপাদান

জলবাহিত সাধারণ সংক্রমণ

দূষিত জলপানে উৎপন্ন রোগ

গ্রামের কূয়া, পুকুর বা নদী

দূষিত জল শোধন ও বীজশূন্য করিবার উপায়

খাদ্য : বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও তাহাদের পৌষ্টিক মূল্য

খাদ্যের পরিপাক

পরিপাক প্রণালী

কিভাবে, কখন, কি খাওয়া উচিত।

জ্যোতিষ্ক পরিচয় :

(ক) সৌর জগৎ—সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলির মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ; কেমন করিয়া গ্রহণ হয়?

(খ) চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি

(গ) প্রধানি প্রধান তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের (রাশির) পরিচয়, ছায়াপথ।

৯। **সামাজিক পাঠ**

(ক) ভারতবর্ষ : ইতিহাস ও ভূগোল

(খ) খাদ্য : ভারতে খাদ্য সমস্যা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য, ও স্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রভাব। ভারতে বিভিন্ন শস্য;

ইহাদের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি, জল ও আবহাওয়ার অবস্থা;

ভারতের দুর্ভিক্ষ সমস্যা—দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়।

(গ) বস্ত্র : ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে তুলা। ভারতের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস। বিদেশী কাপড়, মিলের কাপড় খাদি।

(ঘ) শিল্প: ভারতের প্রধান শিল্প; খনিজ সম্পদ। ভারতবর্ষের জনসমষ্টি। যানবাহন।

(ঙ) ধর্ম: ভারতের প্রধান ধর্মসমূহ—তাহাদের প্রবর্তক ও ইতিহাস। কেমন করিয়া ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মের আবাস-স্থল হইয়া উঠিয়াছে;

ভারতীয় সাধুসন্ত, শাসক এবং জনসাধারণ কর্তৃক কেমন করিয়া ধর্মের ঐক্য প্রচারিত হইয়াছে;

বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রচারকারী সাধুসন্তের জীবনী।

(চ) ভাষা: ভারতের প্রধান ভাষা ও অক্ষর—সর্ব্বভারতীয় একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তা। জাতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী নির্বাচনের কারণ কি? দুই জাতীয় (হিন্দি ও উর্দু) অক্ষরের ইতিহাস

(ছ) রাজনৈতিক: বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক বিভাগ। কোথায় এবং কেন পরিবর্তন আবশ্যক?

(জ) ব্যবহারিক কাজ:

(১) নিম্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে চার্ট, মানচিত্র প্রস্তুত করা

(ক) ভারতের প্রধান খাদ্য শস্য

(খ) তুলা

(গ) ভারতের ভাষাসমূহ

(ঘ) ভারতের প্রধান শিল্পসমূহ

(২) প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট উৎসব

(৩) ঐতিহাসিক নাটক বা মিছিল

(৪) হিন্দুস্থানী শিক্ষা

(৫) ভারতের মানচিত্র সহযোগে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ

১০। নাগরিকের শিক্ষা।

(১) খবরের কাগজের মারফৎ দলবদ্ধভাবে চলতি ঘটনার বিবরণ পাঠ

(২) ব্যবহারিক : ১ম হইতে ৪র্থ শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ ছাড়া

(ক) শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে নিম্ন শ্রেণীতে পড়ানো

(খ) জলসা, উৎসব ও সাহিত্য-বাসর উদ্‌যাপন

(গ) গ্রামে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করা

(ঘ) গ্রামের উপযোগী বস্ত্রোৎপাদনে সহায়তা করা

(ঙ) গ্রাম পরিচ্ছন্ন রাখা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে গ্রামবাসীকে সাহায্য করা

১১। অঙ্কন

কলা : পরিপ্রেক্ষিত, অনুপাত এবং চিত্রসমাবেশের কৌশল শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

—পূর্বের শ্রেণীর কাজ অধিকতর নিপুণতার সহিত পুনরায় করিতে হইবে।

—রঙের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ

—উষ্ণ এবং শীতল রঙ ; রঙে সামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্য সাধন

—সুরুচির বিকাশ

—পুস্তকের মলাটের জন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন ;

—সামাজিক পাঠ ও সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তকের বিষয় অবলম্বনে চিত্র অঙ্কন ;

—ডিজাইন ও রূপসজ্জা—বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে।

দ্রষ্টব্য : এই শ্রেণীর ছাত্রগণ নিজেদের এবং ছোট ছেলেদের জন্য রঙ ও শিল্পকলার প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবে।

১২। **সংগীত**

—ধর্ম সংগীত, সভা, কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ও উৎসবের উপযোগী সংগীত

—জাতীয় সংগীত, কুচকাওয়াজ করার সময় গীতব্য সংগীত, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের সময় গাওয়া চলে এমন সংগীত

—উচ্চাঙ্গের সংগীত (সংগীত-প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রগণ এই শ্রেণী হইতে উচ্চাঙ্গের সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারে)

(উত্তর ভারতের ছাত্রদের সংগীতের পাঠ্য পুস্তক—ভাতখণ্ডে প্রণীত—প্রথম ভাগ)

—লোক সংগীত

১৩। **শারীরিক শিক্ষা**

১ম লইতে ৪র্থ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচী ব্যাপক ভাবে অনুসরণ—ড্রিল, দলবদ্ধভাবে খেলা, লোকনৃত্য, দেশ ভ্রমণ।